MINIMUM STANDARDS FOR CAMP MANAGEMENT

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড

২০২১ সংস্করণ

স্মারক বার্তা

বাংলাদেশ আগস্ট ২০১৭ হতে প্রায় ১০ লক্ষ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের (এফডিএমএন) বা রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারে আশ্রয় প্রদান করে আসছে। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় এবং মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে এফডিএমএনদের সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

ক্যাম্প কোঅর্ডিনেশন এন্ড ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট (সিসিসিএম) সেক্টরে সাইট ম্যানেজমেন্ট পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহ (এসএমএ) অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। "ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড" পুস্তকটির মূল উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পে সাইট ম্যানেজমেন্ট মাঠকর্মী ও পেশাজীবীদের যথাযথ সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যূনতম যে মানদণ্ডগুলো অনুসরণ করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড পুস্তকটির ইংরেজি সংস্করণ ২০২১ সালে প্রকাশিত হয় এবং এখন পর্যন্ত নয়টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-কে ধন্যবাদ জানাই। আইওএম রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই শেল্টার-ক্যাম্প কোঅর্ডিনেশন এন্ড ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট (এস-সিসিসিএম) সেক্টরে যৌথ নেতৃত্ব প্রদান করছে এবং ১৭টি ক্যাম্পে এসএমএ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। আমি বিশ্বাস করি এই পুস্তকটি শুধুমাত্র এই সংকটের সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশীদের জন্যই নয় বরং বিশ্বব্যাপী সকল বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তি যারা সিসিসিএম সেক্টরে কর্মরত রয়েছেন বা ভবিষ্যতে কাজ করতে আগ্রহী তাদের সবার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার

কক্সবাজার

ইমেইলঃ rrrc@rrrc.gov.bd

স্মারক বার্তা

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) ক্যাম্প কোঅর্ডিনেশন এন্ড ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড সম্পর্কিত সার্বজনীন বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। সাইট ম্যানেজমেন্ট অংশীজন; শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের কার্যালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা ও অমূল্য অবদানের মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে। এই বইটি প্রকাশনায় কনসালটেন্ট, শরণার্থী ত্রাণ এবং প্রত্যাবাসন কমিশনার, অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ এবং প্রত্যাবাসন কমিশনার এবং ক্যাম্প-ইন-চার্জ (সিআইসি)-দের প্রতি আইওএম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বৈশ্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ন্যূনতম মানদণ্ডগুলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে এই বইটিতে অভিযোজন সহজ করেছে।

"ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড" বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মকর্তাসহ জাতীয় অংশীজনসমূহ, যারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগী তাদের সাথে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জরুরী সাড়াদানে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে প্রতিফলন করে।

এই বইটি সাইট ম্যানেজমেন্ট পেশায় কর্মরত এবং এই পেশায় আগ্রহী সকল বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য সহায়ক পাঠ্য হিসেবে কাজ করবে বলে আমি আশা করছি।

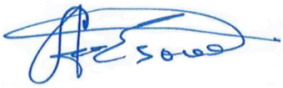

আবদুসাত্তার এসওয়েভ
মিশন প্রধান
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড বিষয়ে আলোচনা..... v
ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড কাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে?..... vi
মানদণ্ডসমূহের কাঠামো..... vi
কৃতজ্ঞতা স্বীকার..... ix
ভূমিকা..... ২
অস্থায়ী সাইটে কারা থাকে?
সাইট ম্যানেজমেন্ট কি?..... ৪
সাইট ম্যানেজমেন্ট কেন দরকার?..... ৪
এই মানদণ্ডগুলো কোথায় প্রযোজ্য হয়?..... ৫
মানবিক সনদ, মানবিক নীতি এবং সুরক্ষা নীতি..... ৭
সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে ক্যাম্প..... ৯
সর্বশেষ অবলম্বন প্রদানকারী..... ৯
১. সাইট ম্যানেজমেন্টের নীতিমালা এবং সক্ষমতা.....১২
২. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব.....২১
৩. সাইটের পরিবেশ.....৩১
৪. সাইটের সেবা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ.....৩৭
৫. প্রস্থান ও স্থানান্তর.....৪৫
পরিশিষ্ট ১- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট.....৫২
সাইট ম্যানেজমেন্ট সক্ষমতাসমূহ এবং শনাক্তকরণ.....৫২
জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব.....৫৩
সাইটের পরিবেশ.....৫৪
সাইট সেবা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ.....৫৫
প্রস্থান ও স্থানান্তর.....৫৬
তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি.....৫৭
শব্দ সংক্ষেপসমূহ.....৬০
সূচক.....৬১

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড বিষয়ে আলোচনা

যে কোন মানবিক সংকটে ক্যাম্প ও ক্যাম্পের মত বসতিগুলো একমাত্র জায়গা যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ (আইডিপি) ও শরণার্থীরা সাধারণত সুরক্ষা এবং সহায়তা চেয়ে থাকে।

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ডে একটি সাইটে বিদ্যমান বিভিন্ন সংস্থা ও সেক্টরের মধ্যে অর্থপূর্ণ সম্পৃক্ততা, কর্মপরিকল্পনা এবং সমন্বয় করার জন্য ন্যূনতম যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য হল মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে কর্মরত সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলোর ভূমিকা স্পষ্ট করা এবং তাদের কাজের ন্যূনতম গুণগত মান নির্ধারণ করা। যদিও এটিকে ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড বলা হচ্ছে, এই মানদণ্ডগুলো প্রকৃতপক্ষে যেখানে বাস্তুচ্যুত মানুষেরা আশ্রয়, সুরক্ষা এবং অন্যান্য সহায়তা চায় এমন যে কোন প্রেক্ষাপটের জন্য প্রযোজ্য। এখানে একটি নির্দিষ্ট পরিপূর্ণ ক্যাম্প না বোঝানো পর্যন্ত 'সাইট' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য মানদণ্ডসমূহ দুইটি মৌলিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। যথাঃ **সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির অধিকারকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনগুলো এমনভাবে পূরণ করতে হবে যেন তাদের মর্যাদা সমুন্নত থাকে।**

সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলোর (এসএমএ/SMA) কাজের গুণগত মান পরিমাপের মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন ধরেই অনুভূত হয়ে আসছে। ২০০২ সালে গুরুত্বপূর্ণ সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলো এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিগণ অভিন্ন মানদণ্ড এবং নীতিমালার বিষয়ে ঐক্যমতের অভাব এবং মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষার অপর্যাপ্ত মাত্রার কথা স্বীকার করে নেন। তারা ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট-এর টুলস এবং অভিন্ন গাইডলাইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পেরেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে ২০০৪ সালে Camp Management Toolkit রচিত হয়। বর্তমানে এই টুলকিটটি সাইট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত বিস্তৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একটি রেফারেন্স হিসেবে সর্বস্বীকৃত। পরবর্তীতে অন্যান্য গাইড এবং হ্যান্ডবুক প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ করে ২০১০ সালে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত Handbook For The Protection of Internally Displaced Persons। মাঠপর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিদের সাম্প্রতিক চাহিদা এবং গ্লোবাল ক্লাস্টারগুলোর কার্যকর সর্বস্বীকৃত নীতি-কাঠামো গঠনের প্রধান লক্ষ্যে ক্যাম্প কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট (সিসিসিএম) ক্লাস্টার ২০১৬ সালে ন্যূনতম সেক্টরভিত্তিক মানদন্ড স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প শুরু করে।

মাঠপর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা, অনলাইন সমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ডেস্ক পর্যালোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এই ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যূনতম মানদন্ড তৈরী করা হয়েছে। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, গুরত্বপূর্ণ মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সক্রিয় আলোচনার ভিত্তিতে এই মানদণ্ডগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্যাম্প ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুতির স্থানসমূহকে (settings) মানবিক সংকট দানের বাস্তুতন্ত্রের (ecosystem) অংশ বলে মেনে নিয়ে এই মানদণ্ডসমূহ সিসিসিএম টেকনিক্যাল সেক্টরের (যেমন Camp Management Toolkit, Handbook For The Protection of Internally Displaced Persons এবং core Humanitarian Partnerships Resources resources (The Sphere Handbook) উভয় প্রকারের প্রচলিত নির্দেশিকাকে রেফার করে। এগুলো বাস্তুচ্যুতির স্থানসমূহে কর্মরত ব্যক্তিগণ সিসিসিএম পেশায় কর্মরত ব্যক্তিদের নিকট কি প্রত্যাশা করতে পারে এবং নবনিযুক্ত সাইট ম্যানেজারদের কাজ করতে দিক নির্দেশনা দেয়।

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড কাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে?

সাইট ম্যানেজার ও তার দল, অর্থাৎ যেসব কর্মীরা দৈনন্দিন ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুত সাইটে কাজ করেন তাদের জন্যেই মূলত এই মানদণ্ডগুলো তৈরি করা হয়েছে।

বাস্তুচ্যুত লোকদের নিয়ে অন্য যারা কাজ করেন, তারাও এই মানদণ্ডগুলো ব্যবহার করতে পারেন। যেমন-যারা সরাসরি এবং প্রতিদিন বাস্তুচ্যুত মানুষের সাথে কাজ করেন, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারক, কৌশলগত বিশেষজ্ঞ (technical specialist), কো-অর্ডিনেটর, দাতা, শিক্ষাবিদ এবং যারা অ্যাডভোকেসি, মিডিয়া বা যোগাযোগ (communication) সংক্রান্ত কাজ করছেন।

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে এই ন্যূনতম মানদণ্ডগুলো বাস্তবায়নে সাইট ম্যানেজমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন সাংগঠনিক পন্থা (approach) প্রয়োজন হতে পারে। এই বাস্তবতা অনুধাবন করে ভিন্ন ভিন্ন সাইট টিম কাঠামোর (structure) সম্পূর্ণ পরিসরকে বোঝাতে সাধারণভাবে "সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি" (এসএমএ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- প্রথাগত ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি- যারা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য শাসন পরিচালন কাঠামো (governance structure) প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানবিক বা অন্যান্য সংস্থার প্রদানকৃত (যেমন বেসরকারী সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ) সহায়তা এবং সহায়তাসমূহকে সমন্বয় করে।

- ভ্রাম্যমাণ (mobile) ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি- যেটি বিক্ষিপ্ত ও অসংখ্য এবং অসংগঠিত কাঠামোগত সাইট, যেখানে একটি ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির স্থায়ী উপস্থিতি সম্ভব নয় সেসব সাইটে সিসিসিএম কার্যক্রমসমূহকে খাপ খাইয়ে নেয়। এটি এই সাইটগুলোতে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রয়োজন মেটাতে বহুখাতভিত্তিক (multisectoral) সহায়তা প্রদানে কাজ করে। প্রধানত এটি নানা পরিধিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাইট পরিচালনা, সমন্বয় এবং সাড়াদান প্রক্রিয়ায় সাইটের বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। প্রয়োজনে সংস্থাটি এলাকাভিত্তিক সমন্বিত সাড়াদান কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য একই এলাকায় বসবাসকারী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে এবং

- সাইট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট- এটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জাতীয়, রাষ্ট্রীয় অথবা নির্ধারিত সরকারী সংস্থা বা মনোনীত স্থানীয় সংস্থাকে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। সাইট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট টিম এই নিযুক্ত সাইট ম্যানেজমেন্টের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করে যাতে তারা তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। যেমন- মানবিক সহায়তা ও সেবা কার্যক্রমের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ, উপযুক্ত উপকরণ প্রদানসহ প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

মানদণ্ডসমূহের কাঠামো

পাঠকের নিকট বোধগম্য করার লক্ষ্যে অন্যান্য মানবিক মানদণ্ডসমূহের মত ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার ন্যূনতম মানদণ্ড সমূহের একটি সাধারণ কাঠামো রয়েছে- সার্বজনীন বিবৃতি (ন্যূনতম মানদণ্ড) এবং সেগুলো অর্জনের জন্য মূল কার্যসমূহ, মূল সূচকসমূহ এবং নির্দেশিকাসমূহ।

- **ন্যূনতম মানগুলো** উদ্ভূত হয়েছে বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকারের মূলনীতি থেকে। এগুলো সাধারণ এবং গুণগত প্রকৃতির যা যে কোনো সংকটে ন্যূনতম যে অর্জন প্রয়োজন তা নির্দেশ করে।

- **মূল কার্যসমূহ** ন্যূনতম মান অর্জনের জন্য প্রায়োগিক পদক্ষেপগুলোর রূপরেখা তুলে ধরে। এগুলো পরামর্শ মাত্র এবং সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। পরিস্থিতি অনুসারে একজন অনুশীলনকারীর সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কার্যসমূহ নির্বাচন করা উচিত।

- **মূল সূচকগুলো** মান অর্জিত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য সংকেত হিসাবে কাজ করে। মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মেয়াদকালে সূচকগুলো মানদণ্ডের বিপরীতে মানবিক সহায়তা প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রমের ফলাফল লিপিবদ্ধ করার উপায় নির্দেশ করে। ন্যূনতম পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তাগুলো সূচকগুলোর জন্য সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য অর্জন হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এবং সেক্টরের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শুধু সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- **নির্দেশিকা সমূহ** মূল কার্যসমূহের সমর্থনে অন্যান্য মানদণ্ড, নির্দেশিকা এবং উপকরণাদি খতিয়ে দেখে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে।

মূল সূচকগুলো নিয়ে কাজ করা

মূল সূচকগুলো হলো ন্যূনতম মানদণ্ড অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পরিমাপ করার একটি উপায় এবং এগুলোকে ন্যূনতম মানদণ্ডের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। মান হলো সার্বজনীন, কিন্তু মূল সূচকগুলোকেও মূল ক্রিয়াকলাপের মতোই সাড়াদান প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপট এবং পর্যায়ের উপর নির্ভর করে পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত করা উচিত।

সূচক তিন ধরনের হতে পারে:

- **প্রক্রিয়া সূচকসমূহ** মানবিক কার্যক্রমের একটি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা অর্জন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে;
- **অগ্রগতি সূচকসমূহ** ন্যূনতম মান অর্জন পরিবীক্ষণের জন্য পরিমাপের একক প্রদান করে। ভিত্তিরেখা (baseline) নির্ধারণ, অংশীদার ও অংশীজনদের (stakeholder) সাথে মিলে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করতে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে পরিবর্তনসমূহ পরিবীক্ষণ করতে এগুলোকে ব্যবহার করা উচিত; এবং
- **লক্ষ্য সূচকসমূহ** হলো এমন লক্ষ্যসমূহ যা পরিমাপযোগ্য ন্যূনতম মান নির্দেশ করে, যার নিচে ন্যূনতম মান অর্জিত হয় না। যত দ্রুত সম্ভব এ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা করা উচিত, কারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকলে তা সামগ্রিক কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যাহত করবে।

এই মানদণ্ডসমূহ সকল কার্যক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত (quantitative and qualitative) উভয় ধরনের সূচকই ব্যবহার করে। গুণগত তথ্য পরিমাপকারী সূচকগুলো, যেমন সন্তুষ্টি বা উপলব্ধি সূচক, বিশেষ করে সাইটের অধিবাসীদের প্রতি দায়বদ্ধতা জোরদার করার জন্য এবং মানদন্ডসমূহ অর্জনের জন্য যে কার্যক্রমভিত্তিক পরিবর্তন এসএমএগুলোর প্রয়োজন তা প্রণয়ন ও পরিচালনে সহায়তা করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে পৃথককৃত উপাত্ত (disaggregated data) ন্যূনতমভাবে প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদেরকে সেবা প্রদান, আচরণ এবং সেবা প্রদান ফলাফল ভালভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ করে দেয়। প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে উপাত্তসমূহের অধিকতর পৃথকীকরণের প্রয়োজন হতে পারে।

মানদন্ডের ক্ষেত্রে "ন্যূনতম" বলতে কি বোঝায়, এবং এটি অর্জিত না হলে কি ঘটবে?

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ডসমূহ এই মৌলিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে, **সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির অধিকারকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনগুলো এমনভাবে পূরণ করতে হবে যেন তাদের মর্যাদা সমুন্নত থাকে।** এতে করে এই মানসমূহ ন্যূনতম মানদণ্ডে পরিণত হয় এবং অপরিবর্তনশীল থাকে। তা সত্ত্বেও মূল কার্যক্রম এবং সূচকগুলোকে প্রায়োগিক (opertaional) প্রেক্ষাপট অনুসারে, এবং সাইটের অধিবাসীদের (তারা **বাস্তুচ্যুত** বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীই হোক) মতামত গ্রহণ করে অর্থপূর্ণ করার জন্য খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সাইটের জীবনচক্র জুড়ে প্রেক্ষাপটও পরিবর্তিত হবে, তাই সময়ের সাথে সাথে সেগুলোর উপযুক্ততাও পর্যালোচনা করা উচিত।

এসএমএগুলোর উচিত হবে সর্বদা এই ন্যূনতম মানদণ্ডসমূহ অতিক্রমের চেষ্টা করা, এবং যতটা সম্ভব একাধিক গোষ্ঠী এবং তাদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে উদ্যোগী হওয়া। মানবিক সহায়তাকে এমন কোন নিরপেক্ষ কার্যকলাপ হিসেবে ধরে নেয়া যাবে না যা সবাইকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। যে প্রেক্ষাপট এবং পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদান করা হয় তা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মানবাধিকার এবং চাহিদাগুলোকে সম্মান এবং পূরণ করা হচ্ছে কিনা তা প্রভাবিত করে। তাই একটি মানবাধিকারভিত্তিক পন্থা (approach) মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় মানদণ্ড প্রদান করে।

যেসব ক্ষেত্রে মান অর্জিত হয় না, সেসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলো হ্রাস করার জন্য যে কোনে প্রস্তাব সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করা উচিত। এসএমএগুলোর উচিত এমন কোন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে মানদণ্ডে যেকোনো হ্রাসের ক্ষেত্রে ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং ন্যূনতমের মানদণ্ড বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতির ঘাটতি রিপোর্ট করা যায়। এ বিষয়ে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সম্প্রদায়, সাইটে কাজ করা সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য প্রধান অংশীজনদের সম্মত হতে হবে। কোন মান অর্জিত না হলে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোকে অবশ্যই জনগোষ্ঠীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে এবং যে কোনো ক্ষতি প্রশমিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। এসএমএগুলোর উচিত মানবিক সহায়তা প্রক্রিয়ার এই ঘাটতি অ্যাডভোকেসির জন্য ব্যবহার করা এবং যতো দ্রুত সম্ভব সূচকগুলো পূরণের চেষ্টা করা।

প্রেক্ষাপট অনুসারে মানদণ্ডসমূহের ব্যবহার

মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হয়। অনেকগুলো বিষয় (factors) মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের অধিকারকে সমুন্নত রেখে প্রায়োগিক (operating) পরিবেশে যথাযথ উপায়ে মানদণ্ডসমূহ প্রয়োগকে প্রভাবিত করবে। এর মধ্যে রয়েছে:

- যে প্রেক্ষাপটে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্নতা এবং মানুষের বৈচিত্র্য;
- প্রায়োগিক এবং রশদ সংক্রান্ত (logistical) বাস্তবতাসমূহ কিভাবে এবং কি উপায়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে; এবং
- প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই ভিত্তিরেখা (baseline) এবং সূচকসমূহ- মূল শব্দগুলো সংজ্ঞায়িত ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণসহ।

সংস্কৃতি, ভাষা, মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সামর্থ্য , নিরাপত্তা, প্রবেশগম্যতা (access), পরিবেশগত অবস্থা ও সম্পদ মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমকে প্রভাবিত করবে। সাড়াদান প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলো পূর্বানুমান করা এবং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ডগুলো হলো গুণমান এবং জবাবদিহিতার স্বেচ্ছাগৃহীত বিধি (code), যা মানগুলোর সম্ভাব্য বিস্তৃত প্রয়োগ এবং আত্মীকরণকে (ownership) উৎসাহিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ন্যূনতম মানগুলো "কি উপায়ে কাজ করতে হবে" তার নির্দেশিকা নয়, বরং একটি সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে মর্যাদার সাথে সেই অবস্থা থেকে মানুষকে পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠনের জন্য ন্যূনতম কী কী থাকা প্রয়োজন তার বর্ণনা। মানদণ্ড মেনে চলা মানে এই নয় যে সব মূল কাজ বাস্তবায়ন করা বা সকল মানদণ্ডের সকল মূল সূচক পূরণ করা। একটি সংস্থা কি মাত্রায় মানগুলো অর্জন করতে পারে সেটি অনেক বিষয়ের ওপরে নির্ভর করে যার কোন কোনটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর সীমাবদ্ধতা কিংবা রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা মান অর্জনকে অসম্ভব করে তুলতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারার মানকে অতিক্রম করে, সেক্ষেত্রে এসএমএগুলোকে কীভাবে সম্ভাব্য উত্তেজনা কমানো যায় সে বিষয়ে ভাবতে হবে, যেমন জনগোষ্ঠীভিত্তিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উত্তেজনা হ্রাস করা যেতে পারে। কিছু কিছু পরিস্থিতিতে, জাতীয় কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাসমূহ নির্ধারণ করতে পারে, যা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ন্যূনতম মানকে অতিক্রম করতে পারে।

অন্যান্য মানদণ্ডের সাথে সংযোগ

মানবিক সহায়তার যে সকল দিক মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের অধিকারকে সমর্থন করে ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড তার সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাই এই মানগুলোর দর্শন ও প্রতিশ্রুতির সাথে মিল রেখে সহযোগী সংস্থাগুলো বিভিন্ন সেক্টরের জন্য পরিপূরক মান তৈরি করে নিয়েছে। এই পরিপূরক মানগুলো Sphere, Humanitarian Standards Partnership এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

- The Sphere Handbook; Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response: Sphere Association
- Livestock Emergency Guidelines and Standards: LEGS Project
- Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (CPMS): Alliance for Child Protection Humanitarian Action
- Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery: Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE)
- Minimum Economic Recovery Standards (MERS): Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network
- Minimum Standard for Market Analysis (MISMA): Cash Learning Partnership (CaLP)
- Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities: Age and Disability Consortium

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই মানদণ্ডগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে সারা বিশ্বের যে ৮৫০'র বেশি ব্যক্তি অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস ওয়ার্কিং গ্রুপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

এই বিষয়ে বাংলাদেশ, ইরাক, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান এবং তুরস্কে মাঠপর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, পানামা, পেরু এবং ভেনেজুয়েলা থেকে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। বাস্তুচ্যুত ক্যাম্পগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য ও বিশেষতার প্রয়োজন হয় সেগুলো এই মানদণ্ডে প্রতিফলিত করার জন্য উল্লেখিত কার্যক্রমগুলো অপরিহার্য ছিল।

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ডের পরিপূরক মানগুলো

উৎস: ওয়ান সোফোনপানিচ / আইওএম ২০২০

"আমাদের ছাড়া আমাদের জন্য কিছু নয়"- এই কথাটি আমরা গভীরভাবে লালন করি। আমরা বিশেষ ভাবে দক্ষিণ সুদান এবং বাংলাদেশের বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (এবং অন্য যারা নাম প্রকাশ না করে অনলাইনে অবদান রেখেছেন তাদের) ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাদের সাথে ক্যাম্পে বসবাসের বিষয়ে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। সেইসাথে এই অভিজ্ঞতা যাতে ন্যূনতম মানদণ্ডগুলোতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই নিম্নলিখিত সহকর্মীদেরও, যারা ন্যাশনাল ক্যাম্প কো-অর্ডিনেশন এবং ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট ক্লাস্টার/সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রুপের বা অন্যান্য মানবিক সেক্টরের সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন এবং তাদের পরামর্শ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই মানগুলো গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

এসিটি অ্যালায়েন্স/ ক্রিশ্চিয়ান এইড এবং ড্যানচার্চ এইড	ডন বস্কো ক্যাথোলিক চার্চ
এসিটিইডি	এল সালভাদর সিভিল প্রোটেকশন
এডিআরএ	গ্লোবাল কমিউনিটি
এএফওডি	হ্যান্ড ইন হ্যান্ড ফর সিরিয়া
আরাউকা গভর্নমেন্ট (গবারনাসিওন দে আরাউকা)	হেলথ লিঙ্ক সাউথ সুদান
আতা রিলিফ	হোল্ড দা চাইল্ড
বারজানি চ্যারিটি ফাউন্ডেশন (বিসিএফ)	হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশন
ব্লুমন্ট	হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস পার্টনার্স (এইচএসপি)
ব্র্যাক	ইম্প্যাক্ট ইনিশিয়েটিভ
কেয়ার	ইন্টার-সেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)
কারিতাস বাংলাদেশ	আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)
কারিতাস ইরাক	ইন্টারসোস হিউম্যানিটারিয়ান এইড অর্গানাইজেশন

কাসা দেল মিগ্রান্তে দে সালতিয়ো	জয়েন্ট ক্রাইসিস কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (জেইসিসি) অফ দি কুর্দিস্তান রিজিওনাল গভর্নমেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দা রেড ক্রস	মারাম ফাউন্ডেশন ফর রিলিফ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টস
ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর দা ডেভেলপমেন্ট অফ পিপল (সিআইএসপি)	মার্সি-ইউএসএ ফর এইড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ফান্ডাসিওন কলম্বিয়া নুয়েভোস হরিসন্তেস	ফান্ডাসিওন কলম্বিয়া নুয়েভোস হরিসন্তেস
সিওওপিআই- কোঅপারেযিওনে ইন্তারনাযিয়োনালে	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিভিল ডিফেন্স, পেরু (আইএনডিইসিআই)
ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল	সেভ দা চিলড্রেন
ন্যাশনাল সোসাইটি অফ দা রেড ক্রস ইন ল্যাটিন আমেরিকা	স্ক্যালাব্রিনি মাইগ্রেশন সেন্টার
এনওআরসিএপি	সাইট মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট (এসএমইপি)
নর্দার্ন ফ্রন্টিয়ার ইয়ুথ লিগ (এনওএফওয়াইএল)	সোমালি ইয়াং ডক্টরস এসোসিয়েশন (এসওওয়াইডি)
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল (এনআরসি)	সাউথ সুদান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসএসইউডিএ)
অফিস ফর দা কোঅর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স, ইউএন (ওসিএইচএ)	ট্রানজিট সেন্টার: আলবার্গ সাগ্রাদা ফামিলিয়া, মেক্সিকো
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল	ট্রানজিট সেন্টার: আলবার্গ দে মিগ্রান্তেস এরমানোস এন এল কামিনো, মেক্সিকো
পয়েন্ট অর্গানাইজেশন	টার্কিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
কাতার রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	ইউনিসেফ (ওয়াশ, চাইল্ড প্রোটেকশন)
রেড ক্ল্যামার	ইউএন ডিপার্টমেন্ট ফর পিস অপারেশনস
শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, বাংলাদেশ	জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর)

আরআইএডিআইএস	ভায়োলেট অর্গানাইজেশন
আরএনভিডিও	উইমেন পায়োনিয়ার্স ফর পিস অ্যান্ড লাইফ (এইচআইএনএনএ)
সাইট চ্যারিটি এসোসিয়েশন	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
সামারিটান'স পার্স	ইয়ুথ অ্যাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (ওয়াইএও)
সেভ সোমালি উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন (এসএসডাব্লিউসি)	

এই মানদণ্ডটি তৈরির জন্য তহবিল সরবরাহ করেছে আইওএম, ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল এবং ইউএন-এইচসিআর।

আদর্শ ন্যূনতম মানের পাইলট সংস্করণ সোমালিয়া ও সিরিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় এনজিওগুলো।

জেনিফার ক্লাইন কেভার্নমো এবং টম স্টর্ক যারা ওয়ার্কিং গ্রুপ, পরামর্শ এবং খসড়া প্রক্রিয়ার সমন্বয় ও পরিচালনায় ছিলেন তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আইওএম এবং ডিআরসিকে ধন্যবাদ।

সিসিসিএম স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজরি গ্রুপ, সারা রিবেইরো ফেরো, এরিকা কারাপান্ডি এবং ডেভিড প্রুক্স পূর্বের খসড়াগুলোতে অবদান রেখেছেন এবং বিস্তৃত মন্তব্য করেছেন। প্রাথমিক থেকে চূড়ান্ত খসড়া তৈরিতে সহায়তা করেছে কিট ডায়ার, হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস পার্টনার্স এবং প্রফেশনাল ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড প্রোটেকশন (পিএইচএপি)। দ্য হিউম্যান অ্যাটেলিয়েরর লিভিয়া মিকুয়েলেক গ্রাফিক ডিজাইনের দায়িত্ব পালন করেছেন ।

সবশেষে, আমরা স্মরণ করছি সেই সকল নারী, পুরুষ ও শিশুদের যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং অস্থায়ী সাইটে বসবাস করছেন। শরণার্থী, অভিবাসী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমরা যেন আপনাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পারি যাতে করে আপনারা শীঘ্রই নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন। মানবিক সহায়তা কর্মকান্ডে আপনারাই আমাদের অনুপ্রেরণা।

এই বইটির বাংলা সংস্করণ অনুবাদ ও প্রকাশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আইওএম বাংলাদেশের সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট (এসএমএসডি) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইমানুয়েল ড্যানিয়েল টাবু, প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর পূজা শ্রেষ্ঠা, এবং ক্যাপাসিটি শেয়ারিং অফিসার বশির মোহাম্মদ।

বাংলা সংস্করণটি অনুবাদ এবং ডিজাইন করেছেন নম্রতা তালুকদার অর্পা এবং টেকনিক্যাল রিভিউ দিয়ে সহায়তা করেছেন কাজী মিজানুর রহমান (ন্যাশনাল অপারেশন অফিসার, এসএমএসডি), মোহাম্মদ সুবর্ণ দাউদ তোহা (ন্যাশনাল অপারেশন অফিসার, এসএমএসডি), এবং মোঃ মামুন পারভেজ (পল্লব), (ন্যাশনাল অপারেশন অফিসার, এসএমএসডি)। আইওএম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়ে ও বইটির পর্যালোচনায় সহায়তা করেছেন আরিফ ফয়সাল খান (সিনিয়র সহকারী সচিব)। বইটির প্রুফ রিডিং করেছেন তারেক মাহমুদ (ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অফিসার, আইওএম বাংলাদেশ)।

সবশেষে, আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই অতিরিক্ত শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ (উপসচিব) এবং ক্যাম্প-ইন-চার্জ মোহাম্মদ সরোয়ার কামালকে (সিনিয়র সহকারী সচিব) বইটির সার্বিক পর্যালোচনায় সহায়তার জন্য।

ভূমিকা

ভূমিকা

অস্থায়ী সাইটে কারা থাকে?

বাস্তুচ্যুত জনসাধারণের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট দলভুক্ত মানুষের বিশেষ কোনো চাহিদা/প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। Sphere Handbook এবং অন্যান্য Humanitarian Standrds Partners নির্দেশনার সাথে মিল রেখে, ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড হ্যান্ডবুকে ব্যাপক অর্থে "জনগণ" শব্দটি ব্যবহার করেছে। অস্থায়ী-ভাবে অস্থায়ী বসতিতে থাকার সময় সাইট ম্যানেজাররা যাদের সহায়তা করে তাদের "জনগণ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং সকল ব্যক্তিরই মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের অধিকার আছে। বয়স প্রতিবন্ধীতা, জাতীয়তা, বর্ণ ও জাতিগত উৎস, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, যৌন অভিমুখিতা, জেন্ডার পরিচয়, বা তারা নিজেদের সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহার করতে পারে এমন অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে "জনগণ" বলতে নারী, পুরুষ, ছেলে ও মেয়ে বোঝানো হয়েছে।

এসএমএ সাইট পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে সাইটের বাসিন্দাদের জন্য একটি সুরক্ষামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ। সাইটের সকল মানুষের নিয়ন্ত্রণ, সামর্থ্য এবং সম্পদ সমান থাকে না, বিশেষ করে অস্থায়ী সাইটগুলোতে, যেগুলো বছরের পর বছর চলতে থাকে। সাইটের জীবনচক্র জুড়ে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন সক্ষমতা, চাহিদা এবং দুর্বলতা থাকতে পারে যা সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। উল্লেখিত বিষয় গুলোর সাথে অন্যান্য বিষয়সমূহ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতব বৈষম্যের ভিত্তি হতে পারে। সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগু-লাকে পক্ষপাতহীনতার নীতির প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি এবং বিশেষভাবে বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। অস্থায়ী বসতি (ক্যাম্প) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ, প্রোগ্রাম ডিজাইন, কার্যক্রমে ঘাটতি এবং সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজ-নীয়তা পর্যবেক্ষণের মত মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে গুরত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

জনগোষ্ঠীর ধরণ	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন দলসমূহ
শিশু	অভিভাবকহীন এবং পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন শিশু সশস্ত্র বাহিনী বা গোষ্ঠীর সাথে পূর্বসংশ্লিষ্টতাসম্পন্ন শিশু শিশু পরিবার প্রধান শিশু জীবনসঙ্গী গর্ভবতী মেয়ে শিশু জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার শিশু
কিশোর- কিশোরী/যুবক-যুবতী	স্কুল বাহিরের এবং বেকার যুবক-যুবতী সশস্ত্র বাহিনী বা গোষ্ঠীর সাথে পূর্বসংশ্লিষ্টতাসম্পন্ন যুবক-যুবতী
নারী	বিধবা সহ নারী পরিবার প্রধান পুরুষের সহযোগীতা ব্যতীত নারী সশস্ত্র বাহিনী বা গোষ্ঠীর সাথে পূর্বসংশ্লিষ্টতাসম্পন্ন নারী জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদানকারী মা

বয়স্ক ব্যক্তি	পরিবার ও সম্প্রদায়ের সহায়তা ব্যতীত বয়স্ক ব্যক্তি এবং/অথবা ১৮ বছরের নিচে শিশুর দায়িত্ববহনকারী বয়স্ক ব্যক্তি
অসুস্থ বা ট্রমা/মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিবার বা সম্প্রদায়ের সহায়তাহীন অসুস্থ ব্যক্তি এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত বা ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি
সংখ্যালঘু গোষ্ঠী	নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভাষাগত সংখ্যালঘু যাযাবর/পশু চারণকারী গোষ্ঠী সমকামী (লেসবিয়ান, গে), উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার, আন্তলিঙ্গীয় (ইন্টারসেক্স) ব্যক্তি (এলজিবিটিআই)
পুরুষ	ভোটাধিকার বঞ্চিত যুবক বা পুরুষ যৌন সহিংসতার শিকার পুরুষ সঙ্গী/স্ত্রীহীন পুরুষ প্রধান পরিবার
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তি ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তি মনোসামাজিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তি

⊗ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানে সাইট ম্যানেজারদের ভূমিকা সম্পর্কে আরও জানতে Camp Management Toolkit অধ্যায় ১১, এবং সংজ্ঞা ও তথ্যের জন্য Sphere Handbook 2018, পৃষ্ঠা ১০-১৬ দ্রষ্টব্য

সাইট ম্যানেজমেন্ট কি?

সাইট ম্যানেজমেন্ট হলো বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়ে মানুষ যেখানে আশ্রয় নেয় সেই স্থানে সেবা প্রদান, সুরক্ষা, এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের সমন্বয় ও পরিবীক্ষন। জনগোষ্ঠীভিত্তিক শাসন এবং অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনী সুরক্ষা কাঠামো এবং ন্যূনতম মানবিক মান প্রয়োগে সাইট ম্যানেজমেন্ট কৌশলগত ও সামাজিক উভয়ই। সাইট ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য হলো গোষ্ঠীভিত্তিক পরিবেশে যে সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদানমূলক কার্যক্রম করে থাকে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নির্দেশিকা ও সর্বসম্মত মানগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করা, বাস্তুচ্যুতির সময় জীবনযাত্রার মান ও মর্যাদা উন্নত করার জন্য কাজ করা এবং দীর্ঘস্থায়ী ("টেকসই") সমাধানের পক্ষে কথা বলা।

এই সেক্টরে সাইট শব্দটি ক্যাম্প এবং ক্যাম্পের মতো সেটিংয়ে যথা পরিকল্পিত ক্যাম্প, স্ব-স্থাপিত ক্যাম্প, সম্মিলিত কেন্দ্র, রিসেপশন ও ট্রানজিট কেন্দ্র এবং আশ্রয় কেন্দ্র বোঝাতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং এই শব্দটি এ হ্যান্ডবুকে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে সাইটের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলো দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং তার মানকে প্রভাবিত করে নির্দেশিকাসমূহে তার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। সাইটগুলো হল এমন স্থান যেখানে মানবিক সেবাসমূহ, অবকাঠামো এবং সম্পদ সম্মিলিতভাবে ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল অংশীজনের মধ্যে সাইট পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় সাধন প্রতিটি এসএমএর মূল কাজ।

ক্যাম্প (সকল ধরনের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল) সর্বশেষ অবলম্বনের উপায় এবং সাময়িক সমাধান হিসেবে থাকা উচিত। যেখানেই ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়, সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষের উচিত সেখানে সুরক্ষা প্রদান করা এবং সকল মানবিক সেক্টর জুড়ে ন্যূনতম মান বজায় রেখে প্রয়োজনীয় পরিসরে জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহ প্রদান করা।

সাইট ম্যানেজমেন্ট কেন দরকার?

একটি নিবেদিত এসএমএ এবং এর কর্মীদের উপস্থিতি যেখানে থাকে, সেখানে অধিকতর অনুমানযোগ্য এবং সমন্বিত সহায়তায় সেবা নিশ্চিত করা যায়। **সাইট ম্যানেজাররা এবং তাদের দলগুলো সুরক্ষামূলক পরিবেশের উন্নয়ন বজায় রেখে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে, তাদের প্রতি জবাবদিহিতা উৎসাহিত করে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসমষ্টির সহায়তার চাহিদা, মানবিক সহায়তা প্রদানকারী প্রোগ্রাম এবং সরকারি সেবার বিষয়ক তথ্য হালনাগাদে সহায়তা করে।** প্রায়শ সাইট ম্যানেজারদের গড়ে তোলা কাঠামোগুলো ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে নিজস্ব সম্প্রদায়কে সংগঠিত এবং সঞ্চালিত করার জন্য, সহায়তা প্রদানে অবদান রাখার জন্য এবং নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

> যে কোনো সংকটে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায়শই প্রাথমিক সাড়াদানকারী হিসেবে কাজ করে। কোন কোন জায়গায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সিসিসিএম কাঠামোর তিনটি ভূমিকা (প্রশাসন, সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনা) পালন করে। অন্যান্য ব্যবস্থায়, জাতীয় সরকার বেসরকারি কোন সংস্থাকে বা সিসিসিএম ক্লাস্টারকে যৌথভাবে জরুরি সাড়াদান প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করতে পারে।

সাম্প্রাতিক বছরগুলোতে, সিসিসিএম সেক্টর বাস্তুচ্যুত মানুষদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু প্রবণতা চিহ্নিত করেছে। সাধারণ নগরায়ন প্রবণতার পাশাপাশি, অন্যান্য কিছু কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষেরা বিকল্প সম্মিলিত সাইটে আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে বা অনানুষ্ঠানিক ক্যাম্প পরিবেশকে বেছে নিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বৈধভাবে দখল ও জীবিকা নির্বাহে ব্যবহারযোগ্য জমির স্বল্পপ্রাপ্যতা, বাজারে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ, এবং খাপ খাওয়ানোর কৌশল (কোপিং স্ট্র্যাটেজি)। আশ্রয়প্রদানকারী সরকার একটি বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর দায়দায়িত্ব গ্রহণের দৃশ্যমান স্বীকৃতি এড়াতে অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠী সহায়তা ও সেবার গ্রহণের সন্ধানে ক্যাম্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এমন পুর্বানুমান থেকে রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই আনুষ্ঠানিক ক্যাম্প স্থাপন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

আনুষ্ঠানিক ও পরিকল্পিত ক্যাম্পগুলোর জন্য সমন্বিত প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, সেইসাথে পর্যাপ্ত জমির মালিকানা, বাজেট এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সহ এমন অনেক বিষয় প্রয়োজন হয় যা প্রায়শ পাওয়া যায় না। এছাড়াও, বাজারে প্রবেশের ও জীবিকায়নের সুযোগ, এবং চলাচলের স্বাধীনতার অভাবের বিষয়গুলোর কারণে অনেক বাস্তুচ্যুত মানুষ পরিকল্পিত ক্যাম্পে বসবাস পছন্দ করে না।

সিসিসিএমের জন্য এলাকাভিত্তিক কার্যপদ্ধতির বিষয়ে এখানে আরও পড়ুন।

এই মানদণ্ডগুলো কোথায় প্রযোজ্য হয়?

পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত/ স্বত:স্ফূর্ত ক্যাম্প থেকে শুরু করে সম্মেলন কেন্দ্র (collective center), রিসেপশন ও ট্রানজিট কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র (evacuation center) এবং কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্যাম্পের বাইরে এবং এলাকা-ভিত্তিক সাড়াদানসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মানদণ্ডগুলো প্রযোজ্য। প্রচলিত ধারণা অনুসারে ক্যাম্পে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী স্পষ্টত আশেপাশের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে কিন্তু বাস্তবে ক্যাম্পের সীমানা অনেক নমনীয় এবং ক্যাম্পগুলোর মধ্যে যাতায়াত সহজ। সিসিসিএম সংস্থাগুলো স্থানীয় এবং ক্যাম্পের বাইরে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সাইট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের জন্য সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকে। নিচের সারণিতে ন্যূনতম মানদণ্ডের অধীনে থাকা সাইটের ধরণ বর্ণনা করা হলো।

পরিকল্পিত ক্যাম্প	পরিকল্পিত ক্যাম্পগুলো শহরে বা গ্রামে হতে পারে। এক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী তাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত সাইটে/ক্যাম্পে বাস করে এবং তাদের জন্য একটি নিবেদিত সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম থাকে। মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা বিদ্যমান পৌর অবকাঠামো থেকে পানি সরবরাহ, খাদ্য বিতরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা এই ধরনের ক্যাম্পগুলোর সহায়তার অন্তর্গত। এই সেবাগুলো সাধারণত শুধু ক্যাম্পে বসবাসকারীদের দেওয়া হয়।
স্ব-স্থাপিত/ স্বত:স্ফূর্ত ক্যাম্প	কখনো কখনো বাস্তুচ্যুত গোষ্ঠীগুলো (সাধারণত পরিবার বা আত্মীয়স্বজন) শহরে বা গ্রামে নিজেরাই বসতি স্থাপন করতে পারে। এই ধরণের ক্যাম্পের মতো পরিবেশ সাধারণত কিছু সময়ের জন্য আনুষ্ঠানিক মানবিক সহায়তাবিহীন থাকে এবং কোনো ধরনের বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক মানবিক সহায়তা ছাড়াও টিকে থাকতে পারে। স্ব-স্থাপিত ক্যাম্পগুলোই বেশিরভাগ সময় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে গড়ে ওঠে। জমির ব্যবহার বা অধিকার নিয়ে স্থানীয় জনগণ বা জমির মালিকদের সাথে সীমিত আলোচনা বা কোনো আলোচনা না হওয়া এই ধরণের ক্যাম্পগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা বাস্তুচ্যুতদের কাছাকাছি থেকে কাজ করতে পারে এবং তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানার মাধ্যমে তাদের ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট কাঠামোর আওতায় আনার চেষ্টা করতে পারে যেন তারা মানবিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারে ।
সম্মেলন কেন্দ্র	বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী বিদ্যমান সরকারি স্থাপনা এবং সামাজিক কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, যেমন: স্কুল, কারখানা, ব্যারাক, কমিউনিটি সেন্টার, টাউন হল, জিমনেসিয়াম, হোটেল, গুদাম, অব্যবহৃত কারখানা এবং অসমাপ্ত ভবন। উল্লেখিত স্থানগুলো ঠিক প্রচলিত আবাসন হিসেবে নির্মাণ করা হয় না। যখন শহর বা এর আশপাশে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটে তখন আশ্রয়ের জন্য এই স্থানগুলোর ব্যবহার দেখা যায়। ক্যাম্পের মতোই সম্মেলন কেন্দ্রগুলো শুধু অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন বাসস্থান হিসেবে তৈরি করা হয়। এখানে বাস্তুচ্যুত মানুষদের পূর্ণ বা আংশিক স্বনির্ভরতার উপর নির্ভর করে সহায়তার মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। সম্মেলন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সহায়তাগুলো সমন্বয় করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

রিসেপশন/ ট্রানজিট সেন্টার	কোনো জরুরী অবস্থার শুরুতে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে একটি উপযুক্ত, নিরাপদ, দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানে স্থানান্তরিত করার আগে বা একটি জরুরী অবস্থা শেষে টেকসই ব্যবস্থায় ফেরার পথে একটি বিরতি (স্টেজিং) পয়েন্ট হিসেবে রিসেপশন ও ট্রানজিট কেন্দ্রগুলো অস্থায়ী বাসস্থান হিসাবে প্রয়োজন হতে পারে। এগুলো সাধারণত কখনো অন্তর্বর্তীকালীন বা কখনো স্বল্পমেয়াদী হয় এবং প্রত্যাবর্তনকারীদেরও আশ্রয় দেয়। ট্রানজিট কেন্দ্রগুলো সাধারণত সরাসরি জনসমষ্টিকে সহায়তা বেশি দেয় এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে।
জরুরি আশ্রয় কেন্দ্র	ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো নির্দিষ্ট এবং তাৎক্ষণিক সংকট থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত অস্থায়ী আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা হিসেবে জরুরী আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করা হয়। স্কুল, ক্রীড়াঙ্গন এবং ধর্মীয় বা সামাজিক মিলনায়তনও প্রায়ই এ কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই এইসব স্থাপনা নির্মাণের আগে থেকেই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দূর্যোগের মোকাবেলার কথা বিবেচনায় রাখা উচিত যাতে প্রয়োজনে এগুলোকে সহজেই আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত করা যায় অথবা পর্যাপ্ত থাকার স্থানে রূপান্তরিত করা যায়। এই কেন্দ্রগুলোতে কতজন মানুষ থাকে তা নির্ধারিত থাকে না। তাই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে প্রতি রাতে মানুষের যাতায়াত অনুযায়ী কতজন থাকবে তা পরিকল্পনা করতে হয়।
ক্যাম্প বহির্ভূত অথবা এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা	ক্যাম্পের বাইরে বা এলাকাভিত্তিক (কখনও কখনও পাড়া বলা হয়) ব্যবস্থাগুলো নির্ধারিত ভৌগোলিক এলাকা কেন্দ্রিক হয়। এগুলো শহর, মফস্বল (peri-urban) বা গ্রামীণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মোবাইল টিমের মাধ্যমে এই ধরনের ক্যাম্প ব্যবস্থায় কার্যকলাপগুলো পরিচালনা করা হয়। তাদের কাজের লক্ষ্য থাকে স্থানীয় এবং বাস্তুচ্যুত উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে সাইট ম্যানেজমেন্টের সহায়তাগুলো সরবরাহ করার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করা। বাসস্থানের ব্যবস্থার মধ্যে ভাড়া করা এবং স্ব-স্থাপিত বসতিও থাকতে পারে। এই ধরণের ব্যবস্থাপনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং দুর্গম এলাকায় অধিক হারে ব্যবহৃত হয়। এইগুলো স্বল্পমেয়াদী হয় কারণ এগুলো ক্রম বিবর্তিত জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয় কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা উচিত।

শহুরে ব্যবস্থা

২০০৮ সাল থেকে বিশ্বের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ শহরে বসবাস করছে এবং ধারনা করা হয় আগামী ৪০ বছরে শহরের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত হবে স্বল্পোন্নত দেশের শহরগুলোতে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের শহর ও নগরগুলোতে।

শহর এলাকায় আইডিপি এবং উদ্বাস্তুদের উপস্থিতি বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন প্রবণতার সাথে সরাসরি সংযুক্ত। মোট শরণার্থীর অন্তত ৫৯ শতাংশ এখন শহরে বাস করছে এবং এ হার ক্রমেই বাড়ছে। বাস্তুচ্যুতি যেহেতু ক্রমেই শহর অভিমুখী এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়ে উঠছে সেহেতু শুধু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ক্যাম্প দেখা যায়। বেশিরভাগ আইডিপি (প্রায় ৮০ শতাংশ)-ই নির্দিষ্ট ক্যাম্প বা বসতির বাইরে থাকাকে বেছে নিচ্ছে। তার বদলে তারা শহর, গ্রাম বা প্রত্যন্ত পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন অবস্থায় তারা স্থানীয় পরিবারের আশ্রয়ে থাকছে, ভর্তুকিযুক্ত আবাসন বা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে, শহুরে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রায়ই অভিবাসী এবং স্থানীয় দরিদ্র মানুষের সাথে মিশে যাচ্ছে, বা তিন থেকে পাঁচটি পরিবারের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বসতিতে থাকছে।

একটি শহুরে ব্যবস্থার (setting) নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেমন প্রশাসনিক মানদণ্ড বা রাজনৈতিক পরিধি, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং আকার, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, এবং শহুরে বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি।

বাস্তুচ্যুতির ধরণসমূহ

বাস্তুচ্যুত মানুষেরা প্রায়শই শহরের অনিয়ন্ত্রিত বা প্রান্তিক এলাকাগুলোতে বসতি স্থাপন করে, যেখানে সেবার সহজলভ্যতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতা (access to sanitation) এবং পর্যাপ্ত আশ্রয় ইত্যাদি সংস্থানগুলোর ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীই টানাপোড়েনে থাকে। এর ফলে পরিকল্পিত সহায়তা প্রদান আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়, এবং অভীষ্ট সেবাগ্রহীতাদের কাছে পৌঁছাতে এবং সাড়াদান প্রক্রিয়া উন্নয়নে বহুখাতভিত্তিক, বহুগোত্রীয় পদ্ধতি (এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা) ব্যবহার করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

মানবিক সনদ, মানবিক নীতি এবং সুরক্ষা নীতি

মানবিক সনদ, মানবিক নীতি এবং সুরক্ষা নীতিমালা-এগুলো মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং সকল সংকটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মানবিক সনদ (Humanitarian Charter) হল সুরক্ষা নীতি, মানবিক সহায়তার মূল মানদন্ড (CHS) এবং এই ন্যূনতম মানদণ্ডের নৈতিক এবং আইনি পটভূমি/ভিত্তি। এটি কিছুটা প্রতিষ্ঠিত আইনি অধিকার এবং

বাধ্যবাধকতার ঘোষণা এবং কিছুটা পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘোষণার মিশ্রণে তৈরী। আইনি অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার আলোকে মানবিক সনদ হল দূর্যোগ বা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে যে আইনি নীতি গুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে তার সারসংক্ষেপ। পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে, এটি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা এবং দায়িত্বসহ যে নীতিমালাগুলি দূর্যোগ বা সংঘাতে মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার পরিধি নির্ধারণ করে সে বিষয়ে মানবিক সংস্থাগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। এই মানবিক সনদ মানবিক সংস্থাগুলোর জন্য স্ফিয়ার সমর্থিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তি রচনার পাশাপাশি মানবিক কার্যক্রমে নিয়োজিত সকলকে একই নীতিমালা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক এনজিও বা জাতীয় কর্তৃপক্ষ নির্বিশেষে যারাই সাইট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করুক না কেন মানবতা, নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতহীনতা, এবং কার্যপরিচালনার স্বাধীনতা- এই **মানবিক নীতিগুলো** জরুরি সংকটে মানবিক দায়িত্ব পালনকারী অংশীজনদের জন্য নৈতিক ভিত্তি তৈরি করে। এই চারটি নীতি নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত হয়েছে:

মানবিক নীতিমালা

মানবতা

যেখানেই মানবিক দুর্ভোগ দেখা দিবে সেখানেই সাড়া প্রদান করতে হবে। মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা এবং মানুষের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা।

নিরপেক্ষতা

মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো অবশ্যই সংঘাতে কোনো পক্ষ নেবে না অথবা রাজনৈতিক, বর্ণবাদী, ধর্মীয় বা আদর্শগত বিবাদে জড়াবে না।

পক্ষপাতহীনতা

মানবিক সহায়তা কার্যক্রম জাতীয়তা, বর্ণ, জেন্ডার, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য না রেখে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে ।

কার্য পরিচালনার স্বাধীনতা

কোনো এলাকায় পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অবশ্যই সেখানে কর্মরত অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক বা অন্যান্য উদ্দেশ্য থেকে স্বাধীন হতে হবে।

সকল মানবিক সংস্থার মতো এসএমএগুলোকে "কোনো ক্ষতি করা যাবে না" এই নীতির ভিত্তিতে রচিত **সুরক্ষা নীতিমালা** যা মানবিক সনদে বর্ণিত অধিকারগুলোকে সমর্থন করে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। [ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি (IASC) কর্তৃক প্রদত্ত সুরক্ষা সংজ্ঞা দুর্যোগ বা সশস্ত্র সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "...প্রাসংগিক আইনের অঙ্গসমূহের (bodies of law) (অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন) আক্ষরিকতা ও মর্ম অনুসারে ব্যক্তি অধিকারের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম"] এই নীতিগুলো এটাই স্পষ্ট করে যে, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থার ভূমিকা রাষ্ট্র (যে তার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে থাকা মানুষের কল্যাণের জন্য আইনগত ভাবে দায়বদ্ধ) থেকে আলাদা।

⊗নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জির জন্য The Sphere Hanbook 2018, পৃষ্ঠা ৩৩-৪৮ দ্রষ্টব্য

সাইট ম্যানেজাররা তাদের কার্যক্রমের কারণে সৃষ্ট যে কোনো প্রতিকূল প্রভাব, বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ক্রমবর্ধমান বিপদের সম্মুখীন করা অথবা তাদের অধিকারের অবমাননা করা, এড়াতে বা প্রশমিত করতে প্রতিনিয়ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সুরক্ষায় অবদান রাখেন। তারা তা করেন যখন সার্বিকভাবে ক্যাম্পে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আলাপ আলোচনা করে মানবিক সাড়াদান প্রক্রিয়ার ইতিবাচক এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন করেন (⊗ আদর্শমান ২ দ্রষ্টব্য) এবং লুণ্ঠন ও সহিংসতার ঝুঁকি কমানোর জন্য সেবা ও সহায়তা প্রদান পদ্ধতিগুলোকে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেন (⊗ আদর্শমান ৩ দ্রষ্টব্য)। সাইট প্ল্যানিং কমিটির অংশ হিসাবে এসএমএগুলো নিশ্চিত করে যে, ক্যাম্পগুলো সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে তৈরি বা উন্নত করা হয়েছে (⊗আদর্শমান ৪ দ্রষ্টব্য) এবং যতক্ষণ প্রয়োজন সাইটের সকল গোষ্ঠীর মানবিক সহায়তা এবং সেবায় নিরাপদ এবং সমান প্রবেশগম্যতা রয়েছে (⊗আদর্শমান ৫ দ্রষ্টব্য)। সম্মিলিত ক্যাম্পগুলোর সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার সুরক্ষা মূল্য সম্পর্কে UNHCR Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons (2010) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছেঃ "যদি সুরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয় তাহলে ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারে যে, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা তাদের মানবাধিকারের পাশাপাশি সম্ভাব্য মানবিক সেবাগুলোতে তাদের প্রাপ্য ন্যায্য ও বাধাহীন প্রবেশগম্যতা উপভোগ করছে।"

⊗ আরও তথ্যের জন্য UNHCR Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons (2010) গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণ (পৃষ্ঠা ৩৮৫) দ্রষ্টব্য।

সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে ক্যাম্প

ক্যাম্প বা অস্থায়ী যৌথ সাইটে বসবাস টেকসই কোনো সমাধান নয়, বরং এটি সর্বদা বাস্তুচ্যুতির পরিস্থিতিতে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। সকল বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য একটি টেকসই সমাধান অর্জনই হলো বাস্তুচ্যুতির সমাপ্তি ঘটানোর মূল চাবিকাঠি এবং সাড়াদান প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত। তিন ধরনের টেকসই সমাধান রয়েছে: প্রত্যাবাসন এবং প্রত্যাবর্তন, স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ এবং পুনর্বাসন।

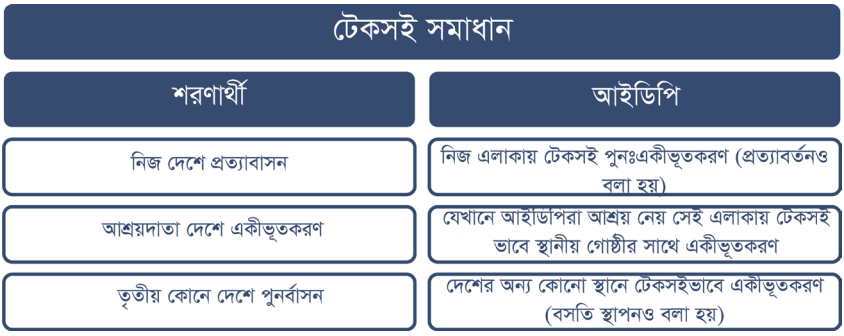

IASC's 2004 Guiding Principles on Internal Displacement গ্রন্থটিতে আইডিপিদের প্রত্যাবর্তন, পুনর্বাসন এবং স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ সম্পর্কিত অধিকারগুলোকে ভালভাবে রূপরেখা দিয়েছে। একজন ব্যক্তি যখন উল্লেখিত তিনটি টেকসই সমাধানের যেকোন একটির মাধ্যমে পুনরায় কোন রাষ্ট্রের সাথে সুরক্ষিত নাগরিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে, তখন শরণার্থী হিসেবে তার অবস্থানের সমাপ্তি ঘটে। কোন পরিস্থিতিতে আইডিপি অবস্থার সমাপ্তি হবে সে বিষয়ে কোনো আইনগত ঐকমত্য নেই কারণ আইডিপি হিসাবে শনাক্ত হলেই আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয় না। তবে একজন ব্যক্তিকে বাস্তুচ্যুত নয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে যখন তার বাস্তুচ্যুত অবস্থার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সুরক্ষা এবং সহায়তার আর কোন প্রয়োজন হয় না।

যেহেতু ক্যাম্পে বসতি বাস্তুচ্যুতির একটি অস্থায়ী সমাধান মাত্র, তাই টেকসই সমাধান অর্জিত হয়েছে কিনা সে সিদ্ধান্ত নিতে এসএমএ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা ক্যাম্প অবসানের সাথে অন্তর্নিহিতভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে ক্যাম্প অবসান হওয়ার অর্থ এই নয় যে একটি টেকসই সমাধান অর্জিত হয়েছে। দাতা এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষসহ সকল অংশীজনদের সাথে সমন্বয় করা, উপযোগী স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন, একীভূতকরণ বা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত শর্তগুলোর স্বপক্ষে কথা বলা এবং ক্যাম্পে বসবাসরত মানুষদের তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা এসএমএ'র দায়িত্ব।

সর্বশেষ অবলম্বন প্রদানকারী

যখন আইডিপি ব্যবস্থাপনার জন্য ক্লাস্টার পদ্ধতি (cluster approach) শুরু করা হয় তখন ক্লাস্টার লিড/প্রধান সংস্থাগুলোর উপর "শেষ অবলম্বন প্রদানকারী" (provider of last resort) (POLR) হিসাবে মানবিক সাড়াদান প্রক্রিয়ার পূর্ব আভাসযোগ্যতা (predictibility) নিশ্চিত করার দায়িত্ব বর্তায়।

ক্লাস্টার কর্তৃক চিহ্নিত দেশভিত্তিক হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেটরের নেতৃত্বে তৈরী সাড়াদান পরিকল্পনায় প্রতিফলিত ঘাটতিসমূহ পূরণে ক্লাস্টার প্রধানকে ক্লাস্টারের আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহ দ্বারা ঘাটতি পূরণে যথাযথ উপায়ে কাজ করার জন্য প্রবেশগম্যতা, নিরাপত্তা এবং তহবিল প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রবেশগম্যতা, নিরাপত্তা, এবং তহবিল প্রাপ্যতা

যদি ক্লাস্টার প্রধানের ঘাটতি পূরনের জন্য কিংবা পিওএলআর হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল না থাকে তাহলে আশা করা যায় না যে ক্লাস্টার প্রধান সংস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। **কিন্তু তারপরও ক্লাস্টার প্রধান সংস্থা মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী এবং দাতা সংস্থাগুলোর সাথে এক হয়ে প্রয়োজনীয় তহবিল সংস্থানের জন্য কাজ করা উচিত।**

ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড

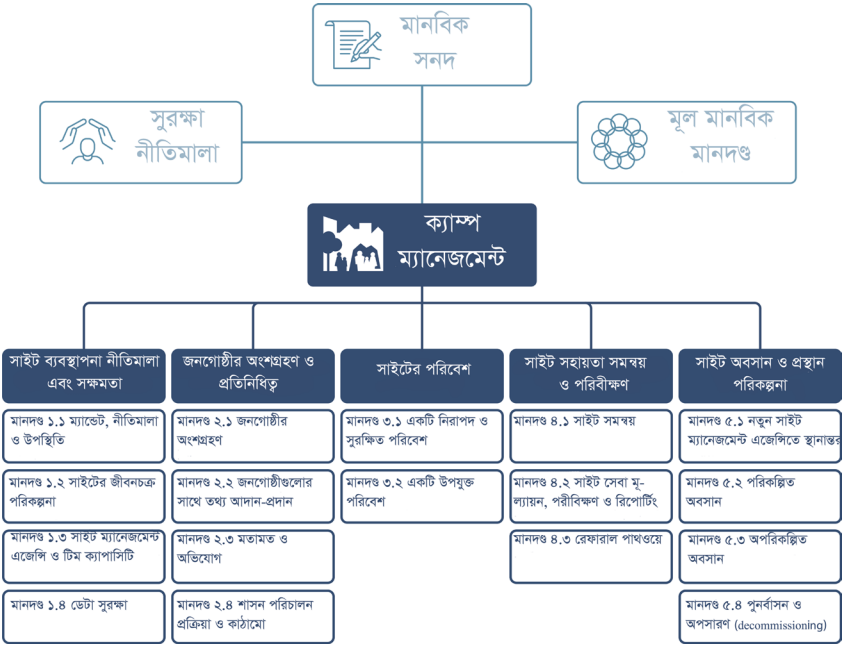

সাইট ম্যানেজমেন্টের নীতিমালা এবং সক্ষমতা

১.সাইট ম্যানেজমেন্টের নীতিমালা এবং সক্ষমতা

একটি সাইটের সুরক্ষিত পরিবেশের উন্নয়নের সময় ক্যাম্পে বসবাসরত অধিবাসীদের অংগ্রহণ বৃদ্ধি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে সকলের জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং সেবা প্রদানকারী ও সরকারের মধ্যে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য হালনাগাদ করতে সাইট ম্যানেজারদের ভূমিকা অপরিহার্য। সাইট ম্যানেজার ও কর্মীদের এই কাজ সম্পাদনের জন্য তারা যে সংস্থাগুলিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সে সকল সংস্থার নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা মানবিক ও সুরক্ষা নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এছাড়াও সাইট ম্যানেজার এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের সাইট ব্যবস্থাপনার কাজে সামর্থ্যবান হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রয়োজন তত্ত্বাবধায়ন, প্রশিক্ষণ [নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ এবং কর্মরত (on the job) অবস্থায়], অভিজ্ঞ কর্মীদের পরামর্শ বা মেন্টরিং (জুটি বেঁধে বা অভিজ্ঞ কর্মীদের সাথে কাজ করা), নিয়মিত কর্মীসভা, নিয়মিত ফিডব্যাক সেশন, পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন, লিখিত প্রতিবেদন এবং সহায়ক উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ ।

সাইট ব্যবস্থাপনার কাজ মানবিক সংস্থা (জাতীয়, আন্তর্জাতিক বা স্বেচ্ছাসেবী) অথবা স্থানীয় বা জাতীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত বসতির ক্ষেত্রে, বা জরুরি অবস্থার শুরুতে জনগোষ্ঠী নিজেই সাইট পরিচালনার নেতৃত্ব দিতে পারে। জাতীয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা প্রদান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ক্যাম্প বা অস্থায়ী সাইটে বেসামরিক পরিবেশ বজায় রাখার নিশ্চয়তা প্রদানে দায়বদ্ধ।

সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম শুধুমাত্র ক্যাম্পের জনসাধারণ এবং আশেপাশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেই সেবা প্রদান করে না, বরং সমন্বয়, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহকেও সহযোগিতা করে। এই দায়িত্বগুলো পর্যায়ক্রমে এই মানদণ্ডে আলোচিত হয়েছে। সাইট ম্যানেজমেন্টের কেন্দ্রীয় ভূমিকা হলো জবাবদিহিতার প্রাথমিক প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করা যা অন্যান্য সংস্থাকে অংশগ্রহণমূলক পন্থায় তাদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সহযোগিতা করবে (⊗আদর্শমান ২.১, ২.২ এবং ৪.১ দ্রষ্টব্য)। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করলে তা সাইটের ভিতরে ও বাইরে আইন স্বীকৃত ন্যায্যতা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

যদিও সাইটগুলো স্থাপন করার সময় প্রায়শই এই প্রত্যাশা থাকে যে সেগুলো স্বল্পমেয়াদী হবে, কিন্তু পরিকল্পনা করার সময় সর্বদা উচিত দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রসারণ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো পূর্বানুমান করা। সেবা, অবকাঠামো এবং মূল্যবান কোন সম্পদ/সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সামর্থ্য মূল্যায়ন করা উচিত। সেবা সমূহ এবং অবকাঠামো, যেমন: স্কুল, কমিউনিটি হল, রাস্তা, বিদ্যুৎ লাইন বা পানি সংগ্রহের স্থান যেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও উপকৃত করতে পারে।

রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তির, তার আইনগত পরিচিতি যাই হোক না কেন, বাস্তুচ্যুত বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য হোক না কেন, সুরক্ষার জন্য আইন-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ। মানবিক সংস্থাগুলো অবশ্যই বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর বিপদাপদের ঝুঁকি কমাতে এবং প্রাথমিকভাবে যে কারণে বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে সে সম্পর্কিত যে কোনো বিধ্বংসী প্রভাব প্রশমিত করতে জাতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

এই চারটি মানদণ্ডের বিপরীতে বর্ণিত মূল কাজগুলো এবং সূচকগুলো কেবল সাইট পর্যায়েই নয় বরং সংস্থা, সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম ও সামগ্রিক মানবিক সাড়াদানে প্রযোজ্য হতে পারে।

⊗ CHS অঙ্গীকার ২-এর লিঙ্ক।

মানদণ্ড ১.১:
কার্যসম্পাদনের কর্তৃত্ব (mandate), নীতিমালা এবং উপস্থিতি

একটি কার্যসম্পাদনের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর যতদিন প্রয়োজন ততদিন প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহায়তায় যথাযথ ন্যায্য প্রবেশাধিকার থাকবে।

মূল কার্যসমূহ

- কোনো স্থানে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত আগমনে বিশেষায়িত সাইট ম্যানেজমেন্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য (নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য) মানবিক সংকট মোকাবেলা এবং সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা কর্তৃপক্ষ (সরকার, ক্লাস্টার বা অন্যান্য) কর্তৃক একটি সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিকে সরেজমিনে উপস্থিত থেকে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনায় নিযুক্ত করা হয়।
- সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির অবশ্যই মানবিক নীতিমালা [যৌন শোষণ ও নিপীড়ন হতে সুরক্ষা (PSEA)] ও কৌশলের পাশাপাশি নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা থাকতে হবে যা সাইট ম্যানেজমেন্ট দলগুলোকে নীতিমালা-নির্দেশিত পন্থায় কাজ করার জন্য দিক নির্দেশনা দিবে এবং উৎসাহিত করবে।
- সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির প্রয়োজনীয় সক্ষমতা সম্পন্ন লোকবল এবং পর্যাপ্ত সম্পদ নিয়ে একটি সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করবে।
    - প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম একাধিক সাইটে কাজ করতে পারে।
    - সাইট ম্যানেজমেন্ট দল স্থিত বা ভ্রাম্যমাণ অথবা দুটির সংমিশ্রণ হতে পারে।

মূল সূচকসমূহ

- প্রতি ১৫,০০০ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির জন্য ১টি সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম (নির্দেশিকা নোট দ্রষ্টব্য) ।
- জনগোষ্ঠীর শতকরা কতজন (%) সামগ্রিক সেবা ব্যবস্থার উপরে সন্তুষ্ট।
- সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির কর্মীদের শতকরা কতজন (%) যৌন শোষণ ও নিপীড়ণসহ সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগের পদ্ধতি জানেন।

নির্দেশিকা সমূহ

১. একটি স্থানে একটি সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের উপস্থিতির প্রয়োজন **উদ্ভূত** হবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং সম্ভাব্য স্থানচ্যুতির সময়কালের বিচারে। একটি বহিরাগত সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাগুলোর মানবিক নীতি অনুসারে মানুষের চাহিদা মেটানোর সামর্থ্যের ওপর।

২. প্রতি ১৫,০০০ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির জন্য একটি সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের অনুপাতটি বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক, সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সামর্থ্য এবং সাইটের ধরন, বিশেষত আশ্রয় কেন্দ্র ও ট্রানজিট সাইটের ধরণ বিবেচনায় নিয়ে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী **প্রাসঙ্গিক করা** প্রয়োজন হবে।

৩. শহর, মফস্বল বা গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনানুষ্ঠানিক/অঘোষিত সাইটগুলোর ক্ষেত্রে সাইট ম্যানেজমেন্ট দল এই সাইটগুলোর অবস্থান, তাদের মধ্যে দূরত্ব, সাইটের চাহিদা এবং তাদের মধ্যে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যার বিবেচনায় গুচ্ছবদ্ধ (cluster) করে একটি ভ্রাম্যমাণ (mobile) দলের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছানোর ও সহায়তার মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা করতে পারে। ভ্রাম্যমাণ সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের সাইট পরিদর্শন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জনসমষ্টির কাছে নিয়মিত ও অনুমিত হওয়া উচিত। ⊗ ক্যাম্প বহির্ভূত সাইট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য CCCM Cluster's 2019 Working Paper, মোবাইল/এলাকাভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমষ্টিগত সেটিংসের ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় দেখুন

৪. সাইট পর্যায়ের অফিস, কেন্দ্রীয় বা পৌরসভা অফিস বা কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টারে সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের একটি অবস্থান (base) থাকতে পারে।

৫. যখন মানবিক নীতিগুলোর সাথে সম্পৃক্ততা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত (⊗ ভূমিকা দ্রষ্টব্য),সাইট ম্যানেজমেন্ট এজন্সিকে অবশ্যই সকল কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা প্রদর্শন করতে হবে,

যেগুলো সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৬. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম প্রক্রিয়ার শুরুতে মিডিয়া, দাতা এবং সরকার থেকে প্রবল চাপ আসতে পারে। যার ফলে সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিগুলো এবং দলগুলো হয়তো এমন সব প্রতিশ্রুতি এবং নিশ্চয়তা দিতে বাধ্য হবে, যা তারা রাখতে সক্ষম নাও হতে পারে। কর্মকান্ডের যথাযথ অগ্রাধিকার এবং ক্রম নির্ধারণের মাধ্যমে এই অবস্থা পরিহার করে চলতে সাইট ম্যানেজমেন্ট দলগুলোকে সহায়তা করা এ মানদণ্ডগুলোর লক্ষ্য।

মানদণ্ড ১.২:
সাইটের জীবনচক্র পরিকল্পনা

যথাযথ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা সাইটের জীবনচক্র জুড়ে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, পর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করে।

মূল কার্যসমূহ

- একটি সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মপরিকল্পনা (action plan) গড়ে তোলা।
  - সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।
  - সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে মূল তথ্যদাতা হিসেবে (key informant) ও এবং জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য এর প্রতিনিধি হিসেবে প্রকল্প দলে পুরুষ ও নারী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা।
  - নিযুক্ত অংশীজনদের জন্য উপযুক্ত ভাষা (সমূহ) এবং পদ্ধতি (সমূহ) অনুসারে জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ/আলোচনা নিশ্চিত করা।
  - সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থিক, বস্তুগত এবং মানবসম্পদ সংস্থান বিবেচনা করা যার মধ্যে ব্যবহারিক (technical) চাহিদা এবং নিরাপত্তাও অন্তর্ভুক্ত।
- ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রমগুলো মূল্যায়ন এবং অন্তর্ভুক্ত।
  - সুরক্ষা মূল্যায়নের ফলাফলগুলো সাইট ম্যানেজমেন্টের কর্ম পরিকল্পনায় যাতে প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করা।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে কর্মপরিকল্পনার সারাংশ শেয়ার করা।
- আকস্মিক আগমন, অপরিকল্পিত (জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন) অবসান এবং ক্যাম্পকে প্রভাবিত করবে এমন সম্ভাব্য ঘটনা যেমন: বন্যা, আগুন এবং অন্যান্য বিপদের জন্য জরুরি পরিকল্পনা (contingency plan) তৈরি করা।
  - মানবসম্পদ, অর্থায়ন ও সরঞ্জাম সংক্রান্ত জরুরী প্রয়োজনীয়তাগুলো ন্যূনতমভাবে জরুরি পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত করা।
  - জরুরি পরিকল্পনার প্রণয়নের সময় সেবা প্রদানকারীদের মতামত প্রদানের জন্য তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।
  - ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রাখা, নিশ্চিত করা যে জরুরি পরিকল্পনায় তারা যেন বাড়তি ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে।
- পরিস্থিতি এবং পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে জরুরি পরিকল্পনাগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ করা।
  - হুমকি শনাক্ত করতে সরেজমিনে ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে ক্যাম্পের ভেতরের এবং আশেপাশের পরিস্থিতি পরীবেক্ষণ করা।
  - নতুন সহায়তা প্রদানকারীরাও জরুরি পরিকল্পনা এবং অপসারণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
  - জরুরি কার্যপদ্ধতি (emergency procedure) অনুশীলন করা।
  - সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা।
- জমি এবং অবকাঠামো ফেরত দেওয়া বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্তের বিবরণ দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছা।

মূল সূচকসমূহ

- জরুরি পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করতে ও সকলকে জানাতে কমিউনিটি ওয়ার্কশপ ব্যবহার করা হয়।
- সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মপরিকল্পনা ও জরুরি পরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়।

নির্দেশিকা সমূহ

১. প্রথম দিন থেকেই **সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের কাজ** সর্বদা গতিশীল এবং এই কাজে উচ্চ মাত্রার নমনীয়তা, দ্রুত চিন্তাভাবনা ও অগ্রাধিকার প্রদান, উদ্ভাবন এবং সচেতন পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রধান অংশীজনদের (কর্তৃপক্ষসমূহ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য, সহায়তা প্রদানকারী এবং জরুরি পরিস্থিতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ) অবহিত করা, পরামর্শ করা, অন্তর্ভুক্ত করা এবং রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের উদ্দেশ্যগুলো স্বচ্ছভাবে শেয়ার করা এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচনা করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা। জনগোষ্ঠীর প্রোফাইলের ভিত্তিতে সাইট ম্যানেজমেন্টর কর্মপরিকল্পনার (action plan) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ জন্য স্পষ্ট মাপকাঠি নির্ধারণ এবং মানদণ্ড তৈরি করা জরুরি।

২. বাস্তুচ্যুত মানুষের সাথে সংবেদনশীল বিষয় যেমন: আপদ, সাইট অবসান হওয়া ইত্যাদি নিয়ে **পরামর্শের** (consultation) সময়টি বিবেচনা করা; অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে যথাসম্ভব দ্রুত আলোচনা করা।

৩. যদিও সাইট স্থাপন করার সময় সেগুলো স্বল্পমেয়াদী হবে সাধারণত এমন প্রত্যাশা থাকলেও পরিকল্পনায় সব সময় **দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা, সম্প্রসারণ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিষয়গুলো** বিবেচনায় থাকা উচিত। সেবা, অবকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠিত সম্পদের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সামর্থ্যের পরিমাপ করা উচিত। সেবা সমূহ এবং অবকাঠামো যেমন: স্কুল, কমিউনিটি হল, রাস্তা, বিদ্যুৎ লাইন বা পানি সংগ্রহের স্থান যেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও উপকৃত করতে পারে। অন্যদিকে, সম্মেলন কেন্দ্র হিসেবে সাময়িকভাবে ব্যবহারের কারণে যে ভবনগুলোর অবনতি হয় তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ক্যাম্প অবসানের সময়ে এই ধরণের সম্পত্তি হস্তান্তর করার বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে শুরু থেকেই এ বিষয়ে সমঝোতা থাকা উচিত। ক্যাম্প স্থাপন/উন্নয়ন এবং ক্যাম্প অবসানের পরিকল্পনা শুরু থেকেই পরস্পর সম্পর্কিত।

⊗ সাইটের জীবনচক্র পরিকল্পনা, মানদণ্ড ৩.২ একটি উপযুক্ত পরিবেশ, ৪.১ সাইট সমন্বয় এবং ৫.৪ পরিকল্পিত অবসান, একই সাথে করা উচিত।

⊗ Camp Management Toolkit অধ্যায় ১ এ জরুরী পরিকল্পনা (contingency planning), অধ্যায় ৬ এ পরিবেশগত পরিকল্পনা এবং অধ্যায় ১২ এ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে আরও পড়ুন।

মানদণ্ড ১.৩:

এসএমএ (সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি) এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের সক্ষমতা

সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের সাইট পরিচালনার জন্য প্রায়োগিক (operational) এবং কৌশলগত (technical) সক্ষমতা রয়েছে।

মূল কার্যসমূহ

- সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অনুপাতে কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত করতে মানবসম্পদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করা।
  - জনগোষ্ঠী এবং তাদের চাহিদার প্রতিফলনের জন্য নারী ও পুরুষ কর্মীদের অনুপাতে ভারসাম্য বজায় রাখা।
  - ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীসহ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রধান সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো থেকে কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের কর্মীদের সিসিসিএম নীতি ও কার্যপদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের কর্মীদের মানবিক নীতি এবং আচরণবিধি (code of conduct) সম্পর্কে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া।
  - কর্মীরা রিপোর্টিংয়ের তাৎপর্য বোঝে এবং উপযুক্ত ভাষায় লেখা আচরণবিধিতে তারা স্বাক্ষর করেছে তা নিশ্চিত করা।

- পিএসইএ (যৌন শোষণ ও নিপীড়ন হতে সুরক্ষা) অন্তর্ভুক্ত করা।

- সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে প্রেক্ষাপট এবং কর্মপোযোগী যথেষ্ট উপযুক্ত উপকরণ রয়েছে তা নিশ্চিত করা।

মূল সূচকসমূহ

- কর্মীদের অনুপাত (নারী:পুরুষ) সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সমানুপাতিক।
- আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করা সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের শতকরা হার (%)।
- নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কিত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের শতকরা হার (%)।

নির্দেশিকা সমূহ

১. একটি সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের **আকার ও গঠন** ব্যাপকভাবে প্রেক্ষাপটভিত্তিক এবং তা স্থানীয় সরকার ও জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য, ভাষা এবং যোগাযোগের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা, ক্যাম্পের বৈশিষ্ট্য, ক্যাম্পের ভূমিগত বৈশিষ্ট্য, সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা এবং সেবা প্রদানকারীর ক্ষমতা এবং নিরাপত্তাজনিত অবস্থাসহ বিভিন্ন ধরণের বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

২. নেতৃত্ব, সুরক্ষা, সহায়তা, কৌশলগত খাত, প্রশাসন, তথ্য ব্যবস্থাপনা, সংঘাত ব্যবস্থাপনা, এবং/অথবা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ উদ্বুদ্ধকরণ সহ যেকোন ক্ষেত্রে **সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের দক্ষতা ও সক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য** থাকা প্রয়োজন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিক নারী কর্মীদের উপস্থিতির সুবিধা রয়েছে কারণ সাধারণত নারী কর্মীরা জনগোষ্ঠীর পুরুষদের সাথে সহজে কথা বলতে পারে। সে তুলনায় পুরুষ কর্মীদের জনগোষ্ঠীর নারীদের সাথে কথা বলার সুযোগ কম।

৩. একটি নিবেদিত সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমকে সাড়াদানের **শুরু থেকেই সাইটে উপস্থিত থাকা** প্রয়োজন এবং সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচলনার জন্য যথাযথ সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। ক্যাম্পের অবস্থা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সময়ের সাথে সাথে মূল দলে সমন্বয় করা উচিত।

৪. সাইট ম্যানেজমেন্টের টিমগুলো এমন সংস্থাগুলো দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন যাদের **মানবিক নীতি ও কৌশলসমূহ** এবং নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা, যেমন অর্থ ও মানবসম্পদ বিভাগ রয়েছে যা টিমগুলোকে নীতিমালা সমর্থিত পন্থায় কাজ করতে নির্দেশনা এবং উৎসাহ দেয়।

৫. **স্থানীয় এনজিওগুলো সফল সাইট ম্যানেজার** হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। যে সকল দেশে সাড়াদান কার্যক্রমসমূহ আইএএসসি ক্লাস্টার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সেখানে ক্লাস্টার লিড সংস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করে যে, যেখানেই সাইটের জনগোষ্ঠীর কাছে সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের সহজ প্রবেশগম্যতা ব্যবস্থা রয়েছে এবং এই দলের কাজ সর্বস্বীকৃত সেখানে স্থানীয় এনজিওগুলোকে সাইট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব প্রদান একটি উপযোগী বিকল্প।

৬. ক্লাস্টার ব্যবস্থায়, ক্লাস্টার সমন্বয়কারী বা ক্লাস্টার লিড এজেন্সি এসএমএকে **সাইট বরাদ্দ** করবে। শরণার্থী ব্যবস্থায় এই বরাদ্দ প্রক্রিয়াটি ইউএনএইচসিআর সমন্বয় করবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে সক্ষমতা ও সম্পদ যাচাই করে সাইট বরাদ্দ দেওয়া উচিত।

৭. যেখানে মাঠ কর্মী সিএইচএস বা অন-সাইট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষিত নয়, সেখানে ক্লাস্টার বা সেক্টর লিডের দায়িত্ব হবে ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের নূন্যনতম মান বাস্তবায়নে তাদের সহায়তা করার জন্য একটি এনজিও/ইউএন সংস্থা নিয়োগ করা। দূরবর্তী অবস্থানে থেকে **সাইট পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির** জন্যও এদের ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮. সকল সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মীর জন্য মূল সিসিসিএম প্রশিক্ষণে ন্যূনতমভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- ভূমিকা ও দায়িত্ব
- অংশগ্রহণ
- তথ্যপ্রদান এবং কথা শোনা (দায়বদ্ধতা)

- মানবিক নীতি এবং সুরক্ষা নীতি
- সমন্বয়
- সাইটের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
- সাইট অবসান করা (উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্ফিয়ার বা স্থানীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা/বিল্ডিং কোডসহ ব্যবহারিক মাপকাঠি উল্লেখ করে)

৯. সিসিসিএম প্রশিক্ষণের বাইরে কর্মীদের এসএমএর **আচরণবিধি এবং পিএসইএতেও (যৌন শোষণ ও নিপীড়ন হতে সুরক্ষা)** প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। প্রায় সব সংস্থার জন্যই যৌন শোষণ ও নিপীড়নের (এসইএ) রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক এবং সবার জন্য জবাবদিহিতার মানদণ্ড নিশ্চিত করা এর উদ্দেশ্য। পিএসইএ স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারসহ সমগ্র মানবিক সহায়তা প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর একটি সম্মিলিত এবং বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। এটি মোকাবেলা করার জন্য, জাতিসংঘ এসইএর অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অভিযোগ করা, তদন্ত এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এমনই একটি ব্যবস্থা হল অন্তঃদেশীয় নেটওয়ার্কের উন্নয়ন। এই নেটওয়ার্কগুলো সে দেশে এসইএ প্রতিরোধ এবং সাড়াদান প্রক্রিয়ার সমন্বয় এবং তদারকির জন্য প্রাথমিক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। জেন্ডার সমতা প্রশিক্ষণ পিএসইএ প্রশিক্ষণের পরিপূরক হিসাবে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

⊗ সম্ভাব্য কর্মীদের প্রোফাইল এবং দক্ষতা সম্পর্কে Camp Management Toolkit অধ্যায় ২ এবং Collective Centre Guidelines, UNHCR/IOM 2011 এ আরও পড়ুন। কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের চেকলিস্ট সম্পর্কে Camp Management Toolkit অধ্যায় ২ এ দেখুন।

⊗ প্রশিক্ষণ বিষয়ে আরও জানতে Global CCCM Cluster Learning সাইট দেখুন https://www.cccmlearning.org/login/index.php

পিএসইএ রিসোর্স সমূহ

⊗ Stop sexual exploitation and abuse by our own staff, Camp Management Toolkit অধ্যায় ২।

⊗ IASC PSEA ছয়টি মূল নীতি দেখুন।

⊗ IASC এবং গ্লোবাল প্রোটেকশন ক্লাস্টারের 2015 Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recover দেখুন।

⊗ 2018 Report of the UN Secretary-General: Conflict-Related Sexual Violence দেখুন।

⊗ ১০০ টিরও বেশি ভাষায় আইএএসসির ছয়টি মূল নীতির সরল ভাষার সংস্করণের জন্য দেখুন Translator without borders: https://translatorswithoutborders.org/psea-translated/

মানদণ্ড ১.৩:
সাইটে বসবাসকারীদের তথ্য ভান্ডার (database) এবং তথ্য (data) সুরক্ষা

সাইটে বসবাসকারীদের থেকে সংগৃহীত সকল ব্যক্তিগত তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করা হয়।

মূল কার্যসমূহ

- সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীদের জন্য একটি তথ্য ভান্ডার স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- তথ্য সুরক্ষা নীতিগুলো জানা, বোঝা এবং এসএমএ দ্বারা সংগৃহীত তথ্যগুলোতে তা প্রয়োগ করা।
    - তথ্য সুরক্ষিত করার জন্য সঠিক পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করা, যেমন: নিরাপদ এবং আবদ্ধ ঘর, ইলেকট্রনিক ব্যাক-আপ, পাসওয়ার্ড এবং সংবেদনশীল তথ্য প্রবেশগম্যতার বিধিনিষেধ ইত্যাদি। গোপনীয় নথিগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা উচিত।
    - যেখানে প্রয়োজন, ব্যক্তিগত তথ্য সরিয়ে ফেলা উচিত বা তথ্য গোপন রাখার জন্য কোড ব্যবহার করা উচিত।
    - সাইট সরিয়ে ফেলা বা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কি উপায়ে তথ্য সুরক্ষিত রাখা বা বিনষ্ট করা হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পদ্ধতি থাকা উচিত।
- সাইট পর্যায়ে সম্মতি ও তথ্য আদান-প্রদানের ধারণা সংজ্ঞায়িত করে সর্বসম্মত তথ্য আদান-প্রদান এবং সুরক্ষা প্রটোকল প্রণয়নের জন্য সাইটে কর্মরত সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করা এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি নেওয়াঃ
    - কার মাধ্যমে এবং কীভাবে কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং কোন ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা হবে;
    - তথ্যের প্রচার বা তথ্য ব্যবহার করে প্রতিবেদনগুলো সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কি উপায়ে হ্রাস করবে; এবং
    - কোন তথ্যগুলো অবশ্যই সীমিত (restricted) রাখতে হবে।
- সম্মত উপায়ে তথ্য আদান-প্রদান এবং সুরক্ষা বিধি অনুসারে সকল তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অংশী সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় করা।
- কি উপায়ে তথ্য ব্যবহার এবং আদান-প্রদান করা হচ্ছে তা পরিবীক্ষণ ও তদারক করা।

মূল সূচকসমূহ

- সাইটে কর্মরত সকল অংশীজনদের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি নির্দিষ্ট সম্মতি এবং গোপনীয়তা প্রোটোকল গঠন করা হয়েছে।
- সাইটে কর্মরত সকল অংশীজনদের জন্য সর্বসম্মত তথ্য আদান-প্রদানের নিয়ম গঠন করা হয়েছে এবং তা মেনে চলা হচ্ছে।

নির্দেশিকা সমূহ

১. মানবিক সংস্থাসমূহ ও সরকার উভয়েরই মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে আরও উন্নত তথ্য বিজ্ঞান (data science) পদ্ধতি প্রয়োগের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও চাহিদার ফলে সিসিসিএম সেক্টরে নতুন প্রযুক্তি বা তথ্য ধারণ পদ্ধতি চালু করার চ্যালেঞ্জগুলো এসএমএ এবং তাদের সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের জন্য আরও ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

২. যদি বায়োমেট্রিক্স এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের বায়োমেট্রিক তথ্য কী কী কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এই তথ্য কাদের সাথে শেয়ার করা হবে, কত সময়ের জন্য তথ্য সংরক্ষিত থাকবে, এবং বায়োমেট্রিক্স সংগ্রহের কোন বিকল্প আছে কিনা।

৩. সাইট ম্যানেজমেন্ট দলগুলোকে আরও ভালভাবে সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। যদিও দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মানুষকে গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এবং সেইসাথে তাদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করতে পারে। সাইটের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান এবং তথ্যের অপব্যবহার থেকে মানুষকে রক্ষা করার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে নিম্নলিখিত নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

- কোন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে ওই তথ্য কেন প্রয়োজন তা সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা। শুধু এমন তথ্যই সংগ্রহ করা উচিত যা সুরক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং যা তথ্যদাতা বা অন্যদের ক্ষতি করে না।
- যে সকল তথ্য অধিক সংবেদনশীল হতে পারে তা শনাক্ত করা যাতে করে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ এবং আদান-প্রদান করার সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা যায়।
- এমন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা যা সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগের প্রতি সংবেদনশীল এবং যেটি কারও নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে না।
- কি উপায়ে তথ্য আদান-প্রদান করা হবে সে বিষয়ে সকল মানবিক সহায়তা প্রদানকারী অংশী-জনদের সাথে একমত হওয়া, এবং কেন এই তথ্য আদান-প্রদান করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা। কেবলমাত্র নির্ধারিত সুরক্ষা উদ্দেশ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যই শেয়ার করা উচিত।
- শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবহিত সম্মতি নিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা। তথ্য সংগ্রহের সময় ঐ ব্যক্তিকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করা
- একটি রিস্ক অ্যানালাইসিস বা ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা: বিভিন্ন ধরণের তথ্যের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির মাত্রা ভিন্ন এবং ঝুঁকির মাত্রা মূল্যায়ন করতে ও সেই অনুযায়ী তথ্য ব্যবস্থাপনা (ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট) সিস্টেম ডিজাইন করতে সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের অন্যান্য অপারেশনাল সংস্থার সাথে কাজ করা উচিত।

⊗ এছাড়াও Sphere Handbook এর Shelter অধ্যায় দেখুন।

⊗ Camp Management Toolkit এর অধ্যায় ৫ এ data protection and information management, I Information Management সম্পর্কে আরও পড়ুন। Camp Management Toolkit এর অধ্যায় ২ এ Managing Information checklist দেখুন।

⊗ এছাড়াও ICRC এর ২০২০ Handbook on Data Protection in Humanitarian Standards দেখুন।

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
ও
প্রতিনিধিত্ব

২. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব

ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল গোষ্ঠী ক্যাম্পের শাসন পরিচালন কাঠামোতে (governance structure) অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করছে তা নিশ্চিত করা মানসম্মত সাইট ম্যানেজমেন্টের একটি অপরিহার্য অংশ। মানবিক সংকট চলাকালীন সব ধরণের অস্থায়ী ব্যবস্থাতে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, মনোসামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা সহ তাদের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার মূল চাবিকাঠি হল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ। সকল গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা, সামর্থ্য, এবং প্রত্যাশা উপস্থাপিত এবং নির্দেশিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করার মূল পদক্ষেপ হল অংশগ্রহণ যা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি মানবিক সহায়তা সাড়াদান প্রক্রিয়া এবং দায়বদ্ধতা উন্নত করে। সাইট সমূহের কার্যকারিতা নির্ভর করে সাইট কার্যক্রমে তার বসবাসকারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের ওপর। এই প্রক্রিয়া সফল করতে প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান এবং জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল দলনেতা হতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

অংশগ্রহণের পর্যায়

সোর্স: Camp Management Toolkit

একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিষয়টি বোঝার জন্য স্থানীয় প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য শুধু ক্যাম্পের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া নয় বরং এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সাইটে বসবাসরত মানুষদের কথা শোনা হচ্ছে কিনা এবং তাদেরকে প্রভাবিত করবে এমন সিদ্ধান্তগুলো তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। অনেক ক্ষেত্রেই, জরুরি অবস্থার শুরুতে সাইট ম্যানেজমেন্ট দল এবং সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর পক্ষে অর্থবহ অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো যথাযথ সময় বা সামর্থ্য নাও থাকতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই তথ্য স্থানান্তর পদ্ধতি, পরামর্শ প্রক্রিয়া, মতামত (feedback) গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সাইট প্রশাসন কাঠামোগুলো তৈরি করে যতদ্রুত সম্ভব কার্যকরী করা প্রয়োজন।

অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতাগুলো ক্যাম্পের প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল। সাইটে বসবাসরত ভিন্ন দলগুলোর জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরন ভিন্ন হয় এবং তা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এগুলো সামাজিক বা বাস্তব পরিবেশের সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে। বিদ্যমান নিয়ম বা নীতিমালার কারণে জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কিছু দল অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধায় ফেলে তার কারণে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং অংশীজনদের জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সাইটে যোগাযোগ কার্যক্রম থাকা অপরিহার্য। সাইটের জীবনমান সম্পর্কে এর বাসিন্দাদের মতামত বিবেচনা করা উচিত এবং বেশিরভাগ সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াতে সেই মতামতগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সাইট ম্যানেজারদের ভূমিকা হলো বিভিন্ন অংশজনদের মধ্যে দ্বি-মুখী তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থা তৈরি করা। দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ বিষয়ে এই স্বচ্ছ ও নিয়মিত মত-বিনিময়ের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ কার্যকরী হয়। সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সাথে

মুখোমুখি যোগাযোগের পাশাপাশি সমগ্র ক্যাম্প জুড়ে তথ্য প্রচারের জন্য ক্ষুদে বার্তা (টেক্সট/মোবাইল মেসেজ) এবং ওয়েবসাইটের মতো মাধ্যমের ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

⊗ CHS অঙ্গীকার ৩, ৪, ৫ ও ৮ এর লিঙ্ক।

মানদণ্ড ২.১:
সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠী সাইট ম্যানেজমেন্টের সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণে অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম।

মূল কার্যসমূহ

- সাইট ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে কার্যকরী অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত সময় ও সম্পদের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট করা।
- ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠী, প্রকল্প চক্রের প্রাথমিক মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং সঠিক মূল্যায়ন সহ সকল পর্যায়ে অংশ নিবে এবং জড়িত থাকবে এই বিষয়ে অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সম্মত হওয়া।
- অংশগ্রহণের পদ্ধতি (methodology) ব্যবহার বিষয়ে সাইট কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা।
- সেবা প্রদানকারীদের অংশগ্রহণমূলক পন্থা ও পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহার নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- চাহিদার পরিবীক্ষণ সাড়া দিতে সাইট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামিংয়ে পরিবর্তন আনা।

মূল সূচকসমূহ

- সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠী যারা ক্যাম্প বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলোতে তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ নিয়ে সন্তুষ্ট তাদের শতকরা হার (%)।
- মহিলা কমিটির সদস্যগণ যারা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতকে বিবেচনায় নেওয়া হয় বলে মনে করেন, তাদের শতকরা হার (%)।
- সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সংঘঠিত আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সভার সংখ্যার শতকরা হার।

নির্দেশিকা সমূহ

১. প্রায়ই ধারণা করা হয় যে, **নারীদের অংশগ্রহণের** জন্য একটি পৃথক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন যা রক্ষণশীল সংস্কৃতিতে নারীদের সাথে আলোচনা করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে এবং পৃথক দল গঠন করতে হতে পারে যাতে করে গোপনীয়তা রক্ষা করে পৃথক স্থানে নারীরা এমন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারে যা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাদের প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাদের গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে পৃথক স্থানে পৃথক দল নিয়ে আলোচনা করতে হতে পারে। তবে ক্যাম্পের সাধারণ শাসন পরিচালন কাঠামোতে নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করার জন্য নারীদের পৃথক দলগুলোকে একত্রিত করা উচিত। সাইটে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষদের একক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাব এড়াতে সাধারণ কমিটিগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণের প্রতিও নজর দেওয়া জরুরি।

২. সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নেওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন অংশীজন যেমন সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহকে যুক্ত করে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পন্থা ও কোর মাধ্যমে এবং কীভাবে কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং কোন ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা হবে;কৌশলের ব্যবহার ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কার্যকরী হলেও আলাদা আলাদা সাংগঠনিক নীতি, অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা, পৃষ্ঠপোষকতা (পরোক্ষভাবে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে বা সরাসরি অর্থায়নের মাধ্যমে) সহ নানান মিশ্রপদ্ধতি ব্যবহার করলে তা ক্যাম্পে বসবাসকারীদের বিভ্রান্ত করতে পারে এবং উত্তেজনাও সৃষ্টি করতে পারে। এসএমএএর উচিত সকল প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের সাথে ক্যাম্পে

ও অর্জিত জ্ঞানগুলো (lesson learned) আদান প্রদানের জন্য ফোরাম স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া। এসএমএর উচিত বিভিন্ন ধাপে জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষ অংশগ্রহণ উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

৩. কোনো কোনো পরিস্থিতিতে খুব সংকীর্ণ বা বিস্তৃত নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে **অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে স্বেচ্ছা নির্বাচন** একটি মাধ্যমে হতে পারে। সেক্ষেত্রে আলোচনা বা সিদ্ধান্তগ্রহণের বিষয়গুলো আগে থেকেই প্রচার করা হলে অংশগ্রহণকারীরা কোথায়, কখন ও কীভাবে বিষয়গুলোতে অবদান রাখতে চান তা কোন কোন ক্ষেত্রে বেছে নিতে পারে।

৪. এসএমএগুলোকে **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর** কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে, তাদের বিভিন্ন সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধার প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতি কীভাবে প্রভাবিত করছে সে বিষয় এসএমএওগুলোকে জানতে হবে যাতে করে উত্তেজনা এড়ানো যায় এবং তাদের প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তগুলোতে তাদের অংশগ্রহণের উপায়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৫. **ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য ব্যবস্থায়** জনগোষ্ঠীভিত্তিক কাঠামোকে সাইটের অগ্রাধিকার শনাক্ত করতে এবং সমষ্টিগত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে অনেকটা পরিকল্পিত এবং অনানুষ্ঠানিক ক্যাম্পগুলোর মতোই গড়ে তোলা হয়। ক্যাম্প এবং ক্যাম্প বহির্ভূত উভয় সিসিসিএম পদ্ধতির মধ্যে অংশগ্রহণমূলক কৌশলের ভিন্নতা নির্ভর করবে মূলত কাদের অংশগ্রহণকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তার ওপর। ক্যাম্প ব্যবস্থাতে প্রাথমিকভাবে এনজিওগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয় এবং এলাকাভিত্তিক সিসিসিএম প্রোগ্রামগুলোতে স্থানীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষ এবং সেবা প্রদানকারীসহ একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করা হয়।

৬. এসএমএগুলোর বোঝা উচিত যে **নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির** মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত, শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাযুক্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত। এসকল প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সাথে একত্রিত হয়ে তাদেরকে মানবিক কর্মসূচি, সহায়তা বা সুরক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বা প্রবেশগম্যতা পেতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে তার জন্য মানবিক সহায়তা কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উচিত এমন ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও তারা যে সকল বৈষম্যের মুখোমুখি হয় সেগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করা।

⊗ Camp Management Toolkit এর অধ্যায় ৩ এ অংশগ্রহণের পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি Community Participation চেকলিস্ট সম্পর্কে আরও পড়ুন। Camp Management Toolkit এর অধ্যায় ২ এর Setting Up Governance and Community Participation Mechanism চেকলিস্টে আরও পড়ুন।

⊗ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে আরও পড়ুন www.un.org/development/desa/disabilities/convtion-on-the-rights-of-persons-with-diasabilities

⊗ Norweigian Refugee Council (NRC) এর Improving Participation and Protection of Displaced Women and Girls Through Camp Management Approaches বিষয়ে আরও পড়ুন।

⊗ প্রথাগত সাইট এবং ক্যাম্পের বাইরে উভয় পদ্ধতিতে ক্যাম্প কমিটির অংশগ্রহণ তৈরি করতে কোচিং কৌশলটি কিভাবে ব্যবহার করবেন তা দেখুন www.youtube.com/watch?v=cExBGw9g3aM

⊗ নন-ক্যাম্প সেটিংস সম্পর্কে আরও পড়ুন গ্লোবাল সিসিসিএম ক্লাস্টার'স ২০১৯ ম্যানেজমেন্টে।

মানদণ্ড ২.২:
জনগোষ্ঠীর সাথে তথ্য আদান-প্রদান

বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সকল অংশীজনদের (stakeholder) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যথাযথ এবং প্রাসঙ্গিক।

মূল কার্যসমূহ

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য উপযুক্ত ভাষা (সমূহ) এবং ফরম্যাটে (সমূহে) তথ্য প্রচারের পদ্ধতি তৈরি করা।
    - প্রাথমিক এবং চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য পছন্দের ভাষা, ফরম্যাট এবং মাধ্যম নিয়ে প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত করা।
- সকল সংস্থার ব্যবহারের জন্য সর্বসম্মতীতে গৃহীত প্রমিত (standardized) মূল বার্তা বা প্রায়শ জিজ্ঞাসাকৃত প্রশ্ন (FAQ) তৈরি করা এবং নিয়মিত আপডেট করা।
    - রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় জাতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে জনগোষ্ঠীকে বার্তা পাঠানো সম্পর্কে পূর্ণ নির্দেশিকার জন্য অনুরোধ করা।
- তথ্য আদান-প্রদানের জন্য নূন্যতম মানদণ্ড বা নির্দেশিকা তৈরি করা এবং সকল সেবা প্রদানকারীকে সেগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।
- সংগঠনের ভূমিকা ও আদেশপত্র, সহায়তার বিশদ বিবরণ এবং যোগাযোগের তথ্যসহ সকল প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সাইটের জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রচার করা।
    - সেবায় কোনো পরিবর্তন এলে তা আপডেট করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত করা যেমন, খাদ্য রেশন পরিবর্তন।
    - সাইটের জনগোষ্ঠী বার্তা এবং তথ্য সঠিক উপায়ে গ্রহণ করেছে নাকি এবং বুঝতে পেরেছে নাকি তা নিশ্চিত করতে পুনরায় তাদের সাথে যোগাযোগ করা।

মূল সূচকসমূহ

- সহায়তা প্রদানকারীদের নাম বলতে সক্ষম (একটি সংস্থা বা কর্মীর নাম) সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার (%)।
- সাম্প্রতিক সময়ে সাইটে প্রচারিত মূল বার্তাগুলোকে উপযুক্ত বলে মনে করা সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার (%)।
- মূল বার্তাগুলো প্রচার করতে উপযুক্ত প্রচারপদ্ধতির ব্যবহার।

নির্দেশিকা সমূহ

১. মূল কার্যসমূহ ক্যাম্প এবং ক্যাম্প বহির্ভূত পরিবেশে বাস্তুচ্যুত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য **সাইট পর্যায়ে তথ্য প্রচারের জন্য ক্যাম্পেইন** তৈরি এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেয়। ক্যাম্পবহির্ভূত ব্যবস্থার জন্য ক্যাম্পেইন তৈরির কাজটি ভিন্ন কারন তথ্য প্রচারের জন্য নানান মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পিত ক্যাম্পের বাইরে তথ্য প্রচার তুলনামূলকভাবে অনেক কঠিন কারন অন্যান্য ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠী বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন থাকে। পরিকল্পিত ক্যাম্প বহির্ভূত ব্যবস্থায় বিদ্যমান তথ্য প্রচার পদ্ধতির পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর চাহিদার ব্যাপ্তি অনুযায়ী তথ্য আদান-প্রদানের নতুন পদ্ধতি তৈরী করা প্রয়োজন। সমপর্যায়ের বিপদাপন্ন ক্যাম্পের তথ্য প্রচার ব্যবস্থা একই রকম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

২. **ট্রানজিট সেন্টার এবং আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে** সাইটের জনসমষ্টির সাথে তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য ফোকাস গ্রুপসমূহকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. সাইটের জনগোষ্ঠীতে **সাক্ষরতার বিভিন্ন স্তর** থাকতে পারে (যেমন, শিশুদের সাক্ষরতা প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা থেকে আলাদা) এবং কিছু জায়গায় একাধিক ভাষাও থাকতে পারে। বয়স ভেদে তারা বিভিন্ন তথ্য-উৎসের ওপর নির্ভর করতে পারে যেমন, যুবক এবং বয়স্করা প্রায়ই তথ্যের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎসের ওপর নির্ভর করে। কিছু কিছু মানুষের কিছু নির্দিষ্ট ধরণের তথ্য পেতে ও বুঝতে অসুবিধা হতে পারে (যেমন, ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত বা জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পর্কিত প্রতিবন্ধিতাযুক্ত ব্যক্তি)।

⊗ তথ্য প্রচার সম্পর্কে আরও পড়ুন এবং Camp Management Toolkit অধ্যায়ে Disseminating Information চেকলিস্ট দেখুন।

⊗ Core Humanitarian Standards অঙ্গীকার ৪ এ তথ্য আদান-প্রদান বিষয়ে আরও জানুন।

মানদণ্ড ২.৩:

মতামত (feedback) এবং অভিযোগ (complaint)

সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে (বাস্তুচ্যুত এবং স্থানীয়) সেবা প্রদানকারীদের কাছে মতামত এবং অভিযোগ জানানোর জন্য নিরাপদ ও সক্রিয় ব্যবস্থাগুলো ব্যবহারের সুযোগ বিদ্যমান।

মূল কার্যসমূহ

- সাইট ব্যবস্থায়, সাইটে থাকা জনগোষ্ঠী এবং সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে ফিরতি জবাব দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ মতামত এবং অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি স্থাপন করা।
  - প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে মতামত এবং অভিযোগ জানানোর বিভিন্ন পদ্ধতি সমন্বয় বা একত্রিত করা।
  - মতামত এবং অভিযোগ জানানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থার একটি সেট ব্যবহার করা। উদাহারণস্বরূপ মৌখিক, লিখিত, ইলেক্ট্রনিক, কাগজের মাধ্যমে, মন্তব্য (comment) বক্স, হেল্প ডেস্ক এবং হটলাইন।
  - নিশ্চিত করা যে, মতামত ও অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি (সমূহ) গোপনীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম।
  - নিশ্চিত করা যে, প্রতিক্রিয়া জানানোর সর্বসম্মত ও বাস্তবসম্মত সময়সীমা মতামত ও অভিযোগ জানানোর পদ্ধতিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
  - একটি মতামত এবং অভিযোগ অনুসরণ (tracking) পদ্ধতি স্থাপন করা।
  - প্রতিবন্ধি ব্যক্তিও যাতে তথ্য জানতে এবং প্রকাশ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
  - প্রয়োজন অনুযায়ী আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতিসমূহ (standard operating procedure) হালনাগাদ করা। যেমন পরিবর্তিত সেবা প্রদানের পর্যায় সমূহ।
- মতামত ও অভিযোগ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্যসমূহ উপযুক্ত ভাষা (সমূহ) এবং পন্থায় (সমূহ) পাওয়া যাচ্ছে তা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে তথ্যগুলো যাতে নানান স্তরে সাক্ষর জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের কাছে সহজলভ্য ও বোধগম্য হয় তা নিশ্চিত করা।
- কর্মীদের গোপনীয়তার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
  - গোপনীয়তা সমন্ধে সাইটে কর্মরত সকল কর্মীর মধ্যে সাধারণ ধারনা আছে তা নিশ্চিত করতে সেবা প্রদানকারীদের সাথে কাজ করা।
- গৃহীত মতামত এবং অভিযোগ গুলোর বিষয়ে সাড়া দেওয়া, সেগুলো অনুসরণ করা এবং নথিবদ্ধ করা।
- পিএসইএ রিপোর্টিং চ্যানেল (সমূহ) এবং ফলো-আপ পদ্ধতি (mechanism) স্থাপন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
  - পিএসইএ সমন্ধে এবং কীভাবে পিএসইএ ঘটনাগুলো রিপোর্ট করতে হয় সে বিষয়ে সাইটে থাকা বাস্তুচ্যুত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী উভয়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

- মতামত এবং অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া (সমূহ) সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা। প্রয়োজনে, সাইটে বাস করা জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র এজেন্সির পদ্ধতি থেকে সাড়া পেতে ব্যর্থ হলে এ বিষয়ে সেবা প্রদানকারীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা।

মূল সূচকসমূহ

- মতামত এবং অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন এবং সেগুলো কীভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হয় সে সম্বন্ধে অবগত ক্যাম্পের এমন জনসংখ্যার শতকরা হার।
- সম্মত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ বা মতামতের বিষয়ে তদন্ত, সমাধান এবং প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে এমন মতামত ও অভিযোগের শতকরা হার (%)।
- আচরণবিধির ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাইট শাসন পরিচালন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সদস্য সংখ্যার শতকরা হার (%)।

নির্দেশিকা সমূহ

১. মতামত গ্রহণ সম্পর্কে ক্যাম্প ব্যবস্থাতে প্রায়ই নেতিবাচক ধারণা থাকে। যে সকল মানুষ সহায়তা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের সকলেরই **অভিযোগ করার অধিকার** আছে এবং সকল অভিযোগের সমাধান না থাকলেও সকলকেই একটি **ফিরতি জবাব** দেওয়া প্রয়োজন। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ভাষাই তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে হওয়া উচিত। অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত এবং সেই সাথে কর্মী এবং জনগোষ্ঠীর নেতাদের প্রবেশাধিকার, কার্যকারিতা এবং গোপনীয়তার দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

২. মতামত ও অভিযোগ জানানো প্রক্রিয়ার একাধিক পন্থা ব্যবহার করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর **সকল সদস্যের** চাহিদা ও মতামত জানতে চাওয়া।

৩. ফিডব্যাকের জন্য ব্যবহৃত **যোগাযোগ মাধ্যমের** মধ্যে আছে অভিযোগ কমিটি, সালিশ কমিটি, পরামর্শ বাক্স, ফোন করার ব্যবস্থা সহ রেডিও, এসএমএ বা মানবিক জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি, হটলাইন-সমূহ এবং ক্ষুদে বার্তা (sms) প্রেরণ। এছাড়া পূর্বনির্ধারিত সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলে এসএমএ কর্মীদের দ্বারা প্রমিত পরিবীক্ষণ ফর্ম পূরণ করাও ফিডব্যাক গ্রহণ পন্থার অন্তর্ভুক্ত।

৪. ফিডব্যাক গ্রহণের জন্য এমন পদ্ধতি তৈরি করা প্রয়োজন যা **নাম প্রকাশ করে না এবং গোপনীয়তা** নিশ্চিত করে। যৌন শোষণ ও নিপীড়ন (SEA) এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলোর ফলো-আপ এবং রেফারেল পদ্ধতিগুলোর জন্য সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে এমন একটি সংস্থা বা সেক্টরের সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্ব হওয়া উচিত।

৫. ফিডব্যাক গ্রহণে যে **পন্থাগুলো** ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিতে হবে এবং এই পন্থাগুলো ফিডব্যাক কিভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে। প্রায়শই এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে। আদর্শগত ভাবে মতামত ও অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতিগুলো যোগাযোগের এমন সব মাধ্যম ব্যবহার করে সাজানো উচিত যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায়শই ব্যবহার করে, পছন্দ করে, এবং বুঝতে পারে। একটি উপযুক্ত মতামত এবং অভিযোগ পদ্ধতি তৈরি করার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিত সেগুলো হল ক্যাম্পের জনগোষ্ঠী সাক্ষরতার হার, ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীসহ সকলের এই পদ্ধতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিরাপদ প্রবেশগম্যতা, সহায়তা প্রদানের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা এবং পদ্ধতিটি চালু করার জন্য যথাযথ সম্পদের (resource) যোগান।

৬. এসএমএর উচিত যতটা সম্ভব বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ফিডব্যাক পদ্ধতির মধ্যে **সমন্বয় ও সঙ্গতি** বজায় রাখা। একই রকম একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার এড়ানো উচিত এবং কোনো পদ্ধতি বিদ্যমান না থাকলে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। শুরু না হলে সে সম্বন্ধে প্রচার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সর্বোপরি, এসএমএর উচিত ফিডব্যাক পদ্ধতিতে সকল সংস্থাকে জড়িত থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

৭. সাড়াদানের যথাযথ সামর্থ্য থাকলে এবং সাইটের জনগোষ্ঠীর তথ্য কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা তৈরি থাকলেই কেবল সাইটের জনগোষ্ঠীর কাছ হতে সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। প্রধান প্রোটেকশন এজেন্সির উচিত যে সকল সংস্থার গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে এবং যেসকল বিশেষায়িত প্রোটেকশন এজেন্সির কাছে কেইস রেফারেল পদ্ধতি ও উপযুক্ত কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি স্থাপনে সহায়তা প্রয়োজন তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।

⊗ মতামত এবং অভিযোগ জানানো পদ্ধতির বিষয়ে আরও পড়ুন Camp Management Toolkit অধ্যায় ৩ এ।

⊗ মতামত এবং অভিযোগের জানানো পদ্ধতির সম্পর্কে আরও জানুন CHS অঙ্গীকার ৪ এবং ৫ এ।

মানদণ্ড ২.৪:
শাসন পরিচালন কাঠামো সমূহ

অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পরিচালন কাঠামোগুলো ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ এবং জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম।

মূল কার্যসমূহ

- ক্যাম্পের বিদ্যমান অংশগ্রহণ কাঠামো এবং ক্ষমতার কাঠামো মূল্যায়ন করা এবং বোঝা।
- সাইট পরিচালনার গ্রুপসমূহ বা কমিটির গঠন এবং নির্বাচন বিষয়ে জনগোষ্ঠীর মুখ্য তথ্যদাতা এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করা।
- বিদ্যমান শাসন কাঠামো বা সমাজে বিদ্যমান নেতৃত্বের সাথে একীভূত হওয়া, মানিয়ে নেওয়া বা সমর্থন করা।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা মূল্যায়ন করা এবং শাসন পরিচালন কাঠামোতে বিশেষ করে বিরোধ নিষ্পত্তিতে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন সাইট ম্যানেজমেন্ট দল বা কমিটির জন্য আচরণবিধি সহ কার্যক্রমের ধারা, পরিধি ও শর্তাবলী (term of reference) প্রণয়ন করা।
- গ্রুপসমূহ বা কমিটিগুলোর জন্য একটি সর্বসম্মত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।
- সাইটে সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে যাতে নির্বাচিত অংশগ্রহণমূলক কাঠামোগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার পক্ষে কথা বলা।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী সহ সাইটের জনগোষ্ঠীকে নির্বাচিত দল বা কমিটির ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে জানানো।
- নারী, যুবক-যুবতী এবং সাধারণত কম পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ন্যায্য উপায়গুলো পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করা যেন তাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা যায় এবং যেকোনো বর্ধিত কলঙ্ক (stigma) এড়ানো যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং একটি অর্থপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা নিশ্চিত করতে এমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেওয়া।
- সকল বহিরাগত অংশীজনদের (সহায়তা প্রদানকারী, স্থানীয় সরকার, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী) সাথে যোগাযোগ করা যাতে তারা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত দল বা কমিটির সম্মত শাসন কাঠামো, ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং তাদের সাথে কাজ করার উপায় সম্পর্কে অবহিত থাকে।
- সাইট শাসন পরিচালন কমিটিসমূহ বা দলগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সাইট শাসন পরিচালন কমিটি ও দলগুলোর ধারা, পরিধি ও শর্তাবলীর বিপরীতে তাদের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ করা এবং সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর কাছে যে তারা দায়বদ্ধ তা নিশ্চিত করতে কমিটি ও গোষ্ঠীগুলোর সাথে কাজ করা।

মূল সূচকসমূহ

- সাইটের জনগোষ্ঠীর শতকরা হার (%) যারা মনে করে যে তারা ক্যাম্প শাসন পরিচালন কাঠামোর অংশ এবং এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করছে।
- সাইটের জনগোষ্ঠীর শতকরা হার (%) যারা রিপোর্ট করেছে যে ক্যাম্প শাসন পরিচালন কাঠামো অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর এবং সকল বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাচ্ছে।
- নির্বাচিত শাসন পরিচালন কাঠামো সার্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে।

নির্দেশিকা সমূহ

১. একটি **প্রতিনিধিত্বমূলক সাইট শাসন পরিচালন কাঠামো** প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে যাতে অন্তর্ভুক্ত নারী, শিশু এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো প্রত্যেক প্রায়োগিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আলাদা হবে। এক্ষেত্রে এসএমএগুলোর জন্য **কমিউনিটি চিহ্নিতকরণ অনুশীলন** (mapping excercise) একটি দরকারী টুল হতে পারে। এই টুলটি সময়ের সাথে সাথে এবং প্রত্যেক প্রেক্ষাপটে (শুধু প্রলম্বিত দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতিতেই নয়) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর মূল অংশীজনদের মতামত সুস্পষ্ট করে এবং সেইসাথে সাইটের মানুষদের চাহিদা এবং তাদের পছন্দের যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

২. যেসব **প্রতিবন্ধকতা (সাংস্কৃতিক, শারীরিক বা আর্থ-সামাজিক)** নির্দিষ্ট কিছু দলকে শাসন পরিচালন কাঠামোতে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণে বাধার কারণ হতে পারে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রশমিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নিমিত্তে উত্তম উপায় নির্ধারণ করার জন্য বাস্তুচ্যুত এবং স্থানীয় উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন দল সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিতে যে বাধাগুলোর সম্মুখীন হয় সেগুলো বুঝতে পারা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

৩. কোন কোন প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে ক্যাম্পের বাইরে, জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব, শাসন পরিচালন কাঠামো বা নেতৃত্ব আগে থেকেই **বিদ্যমান থাকতে পারে**। সেখানে এই দলগুলো কীভাবে কাজ করে, তাদের ভূমিকা এবং কী পর্যায়ে তারা সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে যথাযথভাবে সক্ষম তা বোঝার জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্লেষণের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে নতুন কাঠামো গঠনের প্রয়োজন হতে পারে। তারপরও বিদ্যমান কাঠামোকে আরও বিস্তৃত করে, বা দলগুলোর সহযোগীতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে মানবিক সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানে সমন্বয় ও পরিচালনার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করে তোলা অধিক উপযোগী সমাধান হতে পারে।

৪. **স্বল্পমেয়াদী সম্মেলন কেন্দ্রগুলোতে** অংশগ্রহণমূলক মডেলগুলো (যেমন: ট্রানজিট ক্যাম্প এবং আশ্রয় কেন্দ্র) সাধারণত তথ্য সংগ্রহ বা বন্টন, উপযুক্ত মানবিক সহায়তার পরিকল্পনা, এবং তথ্যপ্রচার ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র (forum) প্রদানের ওপর আলোকপাত করে। এই অংশগ্রহণমূলক মডেলগুলো প্রায়শই পরিচালনা (steering) কমিটি, কমিউনিটি নোটিস বোর্ড বা সাব-সেক্টর টেকনিক্যাল গ্রুপের রূপ নেয়। দীর্ঘমেয়াদী সম্মেলন কেন্দ্রগুলোতে কমিউনিটি অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য একই থাকতে পারে কিন্তু এর গঠন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে (যেমন জাতীয় সমিতি সমূহ), সুশীল সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, কিংবা অ্যাডভোকেসির লক্ষ্যসমূহ থাকতে পারে।

৫. বিপর্যয়ের পরপরই জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে তাদের সুনির্দিষ্ট **সাংস্কৃতিক চর্চা ও ঐতিহ্যকে** প্রাধান্য দিতে পরমার্শ সভার আয়োজন সামাজিক সংহতি ফিরিয়ে আনার জন্য অমূল্য হতে পারে। একই সাথে কোন কোন সাংস্কৃতিক চর্চা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিকগুলির ক্ষতির কারণ হতে পারে। জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য যাতে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখে সেই ভারসাম্য সাইট ম্যানেজারদের নিশ্চিত করতে হবে। তাই শাসনকাঠামোতে শুধু পুরুষ, নারী, শিশু এবং বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব রাখাই যথেষ্ট নয়, সাংস্কৃতিক নেতা এবং প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও প্রয়োজন।

৬. দূরবর্তী সাইটগুলোতেও জীবিকাকে বিপর্যয় পরবর্তী প্রাথমিক পুনরুদ্ধারের সাথে সংযুক্ত করে অংশীজনদের একজন হিসেবে **স্থানীয় বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি** ও সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করা বা তাদের পরামর্শ নেওয়া।

⊗ প্রতিনিধি এবং শাসন পরিচালন কাঠামো স্থাপন সম্পর্কে আরও পড়ুন Camp Management Toolkit অধ্যায় ২ ও ৩ এবং CCCM Cluster Collective Centre Guidelines অধ্যায় ৪ এ। Camp Management Toolkit অধ্যায় ২ এ Setting Up Governance and Community Participation Mechanisms চেকলিস্ট দেখুন।

- Core Humaniatrian Standard এ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে আরও জানুন।
- শিশুদের অংশগ্রহণ কীভাবে সমর্থন করা যায় সে সম্পর্কে Child Protection Minimum Standards, Standard 23 Camp Management and Child Protection এ আরও পড়ুন।

সাইটের পরিবেশ

৩. সাইটের পরিবেশ

সাইটের অবস্থান ও পরিকল্পনা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলার পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক বিকাশের কার্যপরিচালনার পদ্ধতির ওপরও ক্যাম্পের অবস্থান ও পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সাইটের বাস্তব অবস্থান এবং বিন্যাস (layout) যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সাইট প্রতিষ্ঠিত হয়, বিকশিত হয়, পরিবর্তিত হয়, উন্নত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অবসান হয়ে যায়।

যদিও সাইট স্থাপন করার সময় সেগুলো স্বল্পমেয়াদী হবে সাধারণত এমন প্রত্যাশা থাকলেও পরিকল্পনায় সব সময় দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা, সম্প্রসারণ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিষয়গুলো বিবেচনায় থাকা উচিত। সেবা, অবকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠিত সম্পদের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সামর্থ্যের পরিমাপ করা উচিত। সেবা সমূহ এবং অবকাঠামো যেমন: স্কুল, কমিউনিটি হল, রাস্তা, বিদ্যুৎ লাইন বা পানি সংগ্রহের স্থান যেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও উপকৃত করতে পারে।

সাইটের জমি বরাদ্দের চূড়ান্ত দায়িত্ব জাতীয় কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত। যদি ক্লাস্টার/সেক্টর লিড এজেন্সিগুলো বিদ্যমান থাকে তাহলে তাদের সহযোগীতায় এসএমএর উচিত সাইটের জীবনচক্রে গৃহীত সকল পদক্ষেপ বিস্তারিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুসমন্বিত এবং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার সমুন্নত রাখছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, কোন কোন প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং সমন্বয়ের ভূমিকাগুলো প্রায়ই জাতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।

সাধারণত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটি সংকটের কেবল প্রথম সাড়াদানকারীই নয়, কিছু ক্ষেত্রে তারা সরাসরি সাইট পরিচালনার দায়িত্বেও থাকে। অন্যান্য পরিস্থিতিতে, জাতীয় সরকার বহিরাগত সংস্থাগুলোকে বা সিসিসিএম ক্লাস্টারকে যৌথভাবে জরুরি সাড়াদান প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আহ্বান করতে পারে।

⊗ **CHS অঙ্গীকার ১ এর সাথে সংযুক্ত।**

মানদণ্ড ৩.১:

একটি সুরক্ষিত ও নিরাপদ পরিবেশ

সাইটে বসবাসরত সকল মানুষ এবং সেবা প্রদানকারীরা একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে বাস করেন যা ক্ষতি বা সহিংসতা থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ।

মূল কার্যসমূহ

- শাসন পরিচালন কাঠামোসমূহ এবং সহায়তা প্রদানকারীদের সাথে নিয়ে, সাইট ব্যবস্থায় একটি সাইট ভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি ও হালনাগাদ করা।
  - নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মূল্যায়ন এবং সাড়াদানের ক্ষেত্রে এসএমএর পর্যাপ্ত সক্ষমতা নিশ্চিত করা।
  - বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ হুমকির মূল্যায়নের জন্য একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং সেগুলোতে সাড়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।
  - নিয়মিতভাবে সাইটের ঝুঁকির মূল্যায়ন করা এবং উদীয়মান ঝুঁকি অনুযায়ী জরুরী পরিকল্পনা হালনাগাদ করা।
  - প্রয়োজনে অনিরাপদ এলাকায় অবস্থিত পরিবার বা সেবাসমূহের স্থানান্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
- সেবা প্রদানকারী, সাইট পরিকল্পনাকারী (planner) এবং জনগোষ্ঠীর শাসন কাঠামোসমূহের সাথে মিলে, ভৌত অবকাঠামো এবং জনগোষ্ঠীর আচরণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সাইটে নিয়মিত পর্যবেক্ষণমূলক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিরীক্ষা করা। নিরাপত্তা নিরীক্ষায় পাওয়া "বিপদ সংকেত" গুলো(red flags) মোকাবেলার জন্য একটি সাড়াদান পরিকল্পনা তৈরি করা।

- প্রোটেকশন সহকর্মীদের সাথে মিলে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) এবং অন্যান্য সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলো নিরাপত্তা নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং ঝুঁকিগুলো প্রশমিত করতে এবং তাদের প্রতি সাড়া দিতে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- সাইটের ভেতরে এবং সাইট জুড়ে জনসমষ্টির ঘনত্ব পরিবীক্ষণ করা।
- বিপদ সংকেতের সাড়াদানের ক্ষেত্রে সাইট পুনর্গঠন বা সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন বিবেচনা করা।
- প্রয়োজনে অনিরাপদ এলাকায় অবস্থিত পরিবার বা সেবাসমূহের স্থানান্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

- নির্দিষ্ট ক্যাম্পভিত্তিক হুমকি বা ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রাসঙ্গিক স্তরে নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা।
- সাইটে বসবাসরত মানুষের কাছে ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করার জন্য তথ্য চ্যানেল স্থাপন করা এবং সেটি চালু রাখা।
- এসএমএ কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- উপযুক্ত রেফারেল পদ্ধতি অনুসরণ করা।

মূল সূচকসমূহ

- নিরাপত্তা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সাইট রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোয় সরাসরি অন্তর্ভুক্ত প্রশমন পদক্ষেপ (বা সাইট রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভুক্ত) এর শতকরা হার (%) ।

নির্দেশিকা সমূহ

১. **নিরাপত্তা নিরীক্ষা** (safety audit) টুলগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা সকল জনগোষ্ঠী (ঝুঁকিপ্রবণ ব্যক্তি যেমন কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি) দিন ও রাত উভয় সময়েই সাইটের বিভিন্ন সুবিধাগুলো (facilities) ব্যবহার করার সময় নিজেদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কেমন বোধ করে তা বুঝতে এসএমএ এবং সেবা প্রদানকারীদের সাহায্য করে। প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে, ক্যাম্পে নিরাপত্তা নিরীক্ষা কার্যক্রমগুলো একজন সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ বা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ফোকাল ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে করা উচিত। ফলাফলের ম্যাপিং সাইট পরিকল্পনাকারী এবং সেবা প্রদানকারীদের (যেখানে সম্ভব) সাথে যে কোনো উদ্বেগের সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিরীক্ষার ফলাফল, পর্যবেক্ষণমূলক পরিবীক্ষণ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে থাকতে পারে, প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবাকাঠামো (facilities) স্থাপন, সাইটের বিভিন্ন অংশ বাড়ানো বা কমানো এবং সাইটের অতি ব্যস্ত ও কম ব্যবহৃত অংশগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মানুষের চলাচল এবং জীবিকা পুনরায় সাজানো।

২. নিরাপত্তা পদক্ষেপ হিসাবে সাইটে বাড়তি **আলোর** উৎস স্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু এসএমএ এবং সেবা প্রদানকারীদের এর সম্ভাব্য অনিচ্ছাকৃত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। এমন সমস্যা সমাধানের অপরিহার্য অংশ হল জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ সভা করা।

৩. সাইটের ভিন্ন অংশে **পরিবারগুলোকে স্থানান্তর** করা অত্যন্ত জটিল একটি উদ্যোগ যার অনেক সুরক্ষা ঝুঁকি আছে যা সামাজিক কাঠামো ও সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে। এই ধরণের পদক্ষেপ তখনই নেওয়া উচিত যখন অন্য কোনও বিকল্প থাকে না। এমন পদক্ষেপ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া উচিত।

৪. একটি সাইটের বিভিন্ন অংশে **জনসমষ্টির অধিক ঘনত্ব** (যেমন: বাজার এবং পানি সংগ্রহের উৎসের আশেপাশে) জিবিভি বা অন্যান্য ধরণের সুরক্ষা ঝুঁকির হার বেড়ে যাওয়ায় প্রধান কারণ হতে পারে। সমস্যা প্রবণ এলাকা এবং সম্ভাব্য সমাধান বুঝতে ও গুরত্বারোপ করতে পর্যবেক্ষণমূলক নিরীক্ষা সাহায্য করবে।

৫. নিরাপত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে শুধু নারী ও শিশুদের সাথে পরামর্শ করাই যথেষ্ট নয় বরং পরামর্শের ফলাফল অনুযায়ী কাজও করতে হবে। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস এবং ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সাইটে নিরাপদে ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করার জন্য নারী ও শিশু অধিকারকে শক্তিশালী করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করা।

৬. **নিরাপত্তা কমিটি** একটি বিস্তৃত শব্দ, যার মধ্যে একটি সাইটের সকল ধরনের নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণত এটি অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মের সাথে সম্পর্কিত।

⊗ এছাড়াও Sphere Handbook এ Shelter অধ্যায় দেখুন।

⊗ Camp Management Toolkit অধ্যায় ১২ তে সাইটের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার পাশাপাশি Safety and Security চেকলিস্ট সম্পর্কে আরও পড়ুন।

মানদণ্ড ৩.২:
একটি উপযুক্ত পরিবেশ

সাইটে সকল বসবাসকারির জন্য একটি ভৌত (physical), সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে।

মূল কার্যসমূহ

- সাইটের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সঞ্চালন করার জন্য একটি সাইট উন্নয়ন (development) কমিটি গঠন করা।
- সাইটের সকল দলের চাহিদা সাইট পরিকল্পনা পূরণ করতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত করতে জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ (community consultation) করা।
  - বিভিন্ন স্থাপনা (facility) যথাযথ ব্যবহারের সম্পর্কে ক্যাম্পের মানুষদের প্রত্যাশা জেনে নেওয়া। উল্লেখ্য, সকল প্রত্যাশা এক নাও হতে পারে।
  - সংকট-পূর্ব প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে সাইটের বসবাসরত জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সক্ষমতা পরিবর্তনগুলো মূল্যায়ন করা।
  - বাস্তুচ্যুত এবং স্থানীয় উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা ও সক্ষমতা চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট চাহিদাগুলো বিবেচনায় রাখা।
  - সাইট পরিকল্পনার সময় সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের নিজেদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার জন্য সহযোগিতা করা। সেই সাথে সাইট স্থাপনার (facility) নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের প্রয়োজনীয়তাগুলো বিবেচনায় রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া।
  - সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিবন্ধীতা সম্পন্ন দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমে নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য একজন ফোকাল কর্মী নিয়োগ করা। সম্ভব্যক্ষেত্রে সাইটের স্থাপনাগুলোর আধুনিকায়ন করা বা তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ প্রবেশগম্যতা নিয়ে আলোচনা করা।
  - জনগোষ্ঠীর সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাইট পরিকল্পনায় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ পরিবীক্ষণ করা।
- সাইটে একটি বিস্তৃত ঠিকানা ব্যবস্থা (address system) পরিকল্পনা এবং স্থাপন করা।
  - নিরক্ষর বাসিন্দাদের কথা বিবেচনায় রাখা।
  - বিভিন্ন স্থাপনার (সম্মেলন কেন্দ্র, ট্রানজিট সাইটের) জন্য ঠিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তে কক্ষ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সাইটের জীবনচক্র জুড়ে সাইট পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কৌশলগত (technical) দক্ষতার পক্ষে কথা বলা।
  - বাস্তুচ্যুত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কারিগরি সক্ষমতার মূল্যায়ন এবং তা বৃদ্ধি করা।
- সাইট পরিকল্পনা অনুযায়ী সাইট স্থাপন করার জন্য জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব কাঠামো, জাতীয় বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সেবা প্রদানকারীদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
  - ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সুবিধাগুলোতে প্রবেশগম্যতা রয়েছে কিনা তা আলোচনা (advocacy) মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
  - সাইটের উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সমাধান করার জন্য সাইটের জনগোষ্ঠী, সাইট পরিকল্পনাকারী এবং সহায়তা প্রদানকারীদের সাথে সংযুক্ত হওয়া।
  - প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং অবকাঠামোগত সুবিধাগুলো গ্রহণযোগ্য দূরত্বে স্থাপন এবং সেগুলোতে যাওয়ার নিরাপদ যাতায়াত (বা পরিবহণ) ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়তা প্রদানকারীসহ মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোকে একত্রিত করা।

- যেখানে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ এবং জীবিকার সুযোগ নেই সেখানে সাইট পরিকল্পনাকারী, কৌশলগত বিশেষজ্ঞ এবং সেবা প্রদানকারীদের সাথে নিয়ে এই বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সরবরাহ করার জন্য সমন্বয় করা।
- সাইট পরিকল্পনাকারীদের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবহারিক চাহিদাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে ক্রমানুসারে সাজাতে কাজ করা।

- শোকপালন এবং মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্যের ব্যবস্থাগুলোতে সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রতিফলন ঘটছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে সকল রীতিনীতিতে মিল নাও থাকতে পারে।
- সাইটের পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করা এবং পরিবেশগত ক্ষতি সীমিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং উৎসব ইত্যাদির জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পর্যাপ্ত জায়গা এবং উপযুক্ত স্থান নিশ্চিত করা।
- জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে জনগোষ্ঠী পরিচালিত সকল স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে স্থাপনা সড়িয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।
- সেবা প্রদানকারীর সাথে আলোচনা (advocacy) অথবা সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাইটের মৌলিক অবকাঠামো বজায় রাখা।
  - প্রকল্প প্রস্তাবে সাইটের মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি বাজেট-খাত (budget line) অন্তর্ভুক্ত করা।

মূল সূচকসমূহ

- জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা এবং উপযুক্ত কৌশলগত দক্ষতার সমন্বয়ে একটি সর্বসম্মত সাইট পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা বাস্তুচ্যুত জনসমষ্টির সকল গোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের শতকরা হার (%) যারা মনে করে সাইটে তাদের চাহিদা, নিরাপত্তা এবং অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়েছে।

নির্দেশিকা সমূহ

১. **সাইট পরিকল্পনা বা সাইটের উন্নয়নের** ক্ষেত্রে সকল সাইট ম্যানেজার এবং তাদের দলের ভূমিকা হলো সাইট পরিকল্পনা তৈরি করতে সাইটের জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সাইট ম্যানেজাররা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যেমন মূল্যায়ন, পরামর্শ সভা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, সরেজমিনে (go and see) পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সাইট পরিকল্পনা এবং সাইট উন্নয়নের সিদ্ধান্তগ্রহণকে প্রভাবিত করতে সাইটের বাসিন্দা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সমর্থন যোগায়। সাইট পরিকল্পনা যাতে নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের চাহিদা প্রতিফলিত ও নির্দেশ করে তার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

২. একটি **সাইট উন্নয়ন কমিটিতে** প্রাসঙ্গিক স্থানীয় বা জাতীয় কর্তৃপক্ষ, ক্লাস্টার/সেক্টর লিড, সাইট পরিকল্পনাকারী, সেবা প্রদানকারী, হাইড্রোলজিস্ট, প্রকৌশলী, সাইট জনসমষ্টির সদস্য, জিআইএস বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী ও ভূমি মেয়াদ ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবহারিক বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকেন। সাইট উন্নয়ন কমিটির যতটা সম্ভব স্ফিয়ারে বর্ণিত ব্যবহারিক মান ব্যবহার করা উচিত।

৩. এলাকাভিত্তিক বা ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যে **যেসকল স্থানে মানুষ নিজ উদ্যোগে বসতি স্থাপন করেছে** সেখানে পর্যায়ক্রমে সাইট উন্নয়ন করা দরকার। কারণ, স্বভাবতই প্রাথমিকভাবে মানুষের মধ্যে স্বত্বাধিকারমূলক অনুভূতি কাজ করতে পারে যার ফলে ঐ স্থানের জনগোষ্ঠীর সাথে বিস্তৃত পরামর্শ ছাড়া সেখানে পুনর্পরিকল্পনা করা কঠিন হতে পারে।

৪. **শহুরে বাস্তুচ্যুতির প্রেক্ষাপটে** অনিশ্চিত মেয়াদী ভূমি চুক্তি এবং জায়গার অভাব বড় আকারের উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলোকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে। এক্ষেত্রে, এসএমএ ছোট পরিসরে সাইট উন্নয়নের পন্থাগুলো বেছে নিতে পারে। এই কার্যক্রমের সাথে আবাসন, জমি এবং সম্পত্তির হস্তান্তরের

সঠিক পদ্ধতি (due diligence) এবং যথাযথ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে জমি সংক্রান্ত অ্যাডভোকেসিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। একইভাবে, কোন কোন শহুরে প্রেক্ষাপটে, সাইট ম্যানেজমেন্ট এমন স্থানে সামাজিক অবকাঠামো সমূহ যেমন স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার এবং প্রাইমারি হেলথকেয়ার পোস্ট তৈরি করার জন্য পরামর্শ দিতে পারে যাতে করে একাধিক বাস্তুচ্যুত সাইট এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষজন সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

৫. **এলাকাভিত্তিক সিসিসিএম পদ্ধতি**গুলো ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক বিশ্লেষণ এবং সেবা প্রদানের সংমিশ্রণে একটি নতুন ব্যবস্থা প্রদর্শন করে। এই ব্যবস্থায় সাইট ম্যানেজমেন্ট ব্যক্তি বা পরিবারের পরিবর্তে নির্দিষ্ট জেলা, পাড়া বা লক্ষ্যকৃত জনগোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা দেয়। একটি দুর্যোগের পর পরই, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অস্থায়ী আশ্রয়প্রদানের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উচ্ছেদ কার্যক্রম ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণও প্রয়োজন। কোন স্থান বা বিল্ডিংগুলো আগে অপসারণ করা উচিত এবং অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্য কোন কোন স্থান বা বিল্ডিং ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে সকলকে একমত হতে হবে।

৬. এছাড়াও আইনী বাধ্যবাধকতার কারণে, দুর্যোগ-পরবর্তী ফৌজদারি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিক দালান-কোঠাগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তির অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এই বিষয়গুলো অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বিলম্ব বা বাধার প্রধান কারণ হতে পারে।

৭. যেকোন দুর্যোগের পরপরই **একাধিক বা পর্যায়ক্রমিক ভাবে আরও বিপর্যয়** ঘটার বিষয়টি সাইট পরিকল্পনার সময় বিবেচনা করা উচিত; একটি ভূমিকম্পের পরে ভারী বৃষ্টিপাত এবং এরপরেই ছোট আকারে কম্পন (aftershock) হতে পারে যার ফলে সাইটে থাকা জনগোষ্ঠী একাধিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। এই অবস্থাগুলো মোকাবেলার জন্য সাইটে একাধিক কৌশলগত উন্নয়ন করতে হবে।

৮. শহুরে পরিবেশে স্থাপিত আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাকারী সাইট ম্যানেজারদের অবশ্যই পুনরায় খোলা/পুনরুদ্ধার করা রাস্তাগুলো যেন সকল সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের (যেমন: একদিকে স্কুল, অন্য দিকে টাউন হল) সাথে সংযুক্ত থাকে তার জন্য **পরামর্শ** দিতে হবে। কারণ উল্লেখিত দুর্যোগ পরবর্তী অন্যান্য ঘটনা গণআশ্রয়কেন্দ্রগুলো যেমন ক্রীড়াঙ্গন (স্পোর্টস হল) ক্রমাগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৯. প্রতিবন্ধীতা সম্পন্ন ব্যক্তি সহ সকল বয়সের মানুষের সেবা গ্রহণের নিরাপদ প্রবেশগম্যতা (access) যেন সমুন্নত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য সেবা প্রদানকারীদের ভিন্ন ভিন্ন কৌশলগত উন্নয়ন করতে হবে। কিন্তু শিশু, বয়স্ক এবং চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য **নির্দিষ্ট বা তাদের অবস্থা বান্ধব নকশা** ও অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে। যেসব স্থানে এই ব্যবস্থা ওভারল্যাপ হচ্ছে, সেখানে তা সমাধান করার জন্য এসএমএর উচিত সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় করা। রেফারেল পদ্ধতিগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ এবং পরীক্ষা করা উচিত।

১০. সাইটের প্রতিটি অংশের জন্য **সামাজিক কেন্দ্রগুলোর সংখ্যা**র উপযুক্ত অনুপাত নির্ধারণ করতে স্ফিয়ারের প্রদত্ত স্থানভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বিষয়ভিত্তিক সূচকগুলো ব্যবহার করা।

১১. বিপর্যয় পরবর্তী অবস্থাতেও একটি জনগোষ্ঠী যেন **তাদের নির্দিষ্ট অভ্যাস**, ঐতিহ্য এবং জ্ঞান ও দক্ষতার সঞ্চালন অব্যাহত রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে সাইট পরিকল্পনা এবং সাইট নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শাসনকাঠামোতে শুধু পুরুষ, নারী এবং দুর্বল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক নেতা এবং প্রতিনিধিদের সাথে প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে অচ্ছুত (stigmatized) গোষ্ঠীগুলোরও প্রতিনিধিত্বও থাকা উচিত।

১২. **মানুষ কীভাবে সাইটের অবকাঠামো**গুলো দৈনন্দিন ব্যবহার করবে তা বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, জরুরি অবস্থার পর্যায় এবং অবকাঠামোগুলো দিন বা বছরের কোন সময়ে ব্যবহৃত হবে তার ওপর নির্ভরশীল। অবকাঠামোগুলো ব্যবহারের ধরন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। সাইটের জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে এবং সাইট জুড়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাসিন্দাদের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো বোঝা একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে পারে।

১৩. **মোবাইল সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম**গুলো সাইটগুলোর উন্নয়নে যুক্ত হতে পারে। মানুষ যেখানেই যাক না কেন সেখানেই মোবাইল টিমগুলো প্রয়োজনীয় সাইট রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে সহজ করতে পারে এবং জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান এবং সুরক্ষাকে সমর্থন করার জন্য আশ্রয় উন্নয়নের সমন্বয় (বা সরাসরি সংগঠিত) করতে পারে। মোবাইল দলগুলো আরও যা করতে পারে:

- খানা পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ বিভাজন (partition) অথবা জানালা-দরজা মেরামত করে দেওয়া।
- ধ্বংসাবশেষ অপসারণ বা সাধারণ স্যানিটেশন নেটওয়ার্ক মেরামতের মতো সাইটের বিপর্যয়গুলো প্রশমিত করা।
- অনানুষ্ঠানিক সাইটগুলোতে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য সাইটে ব্যবহারের মেয়াদকালীন নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে সহজতর করা (যেমন: ভাড়া এবং দখল সংক্রান্ত চুক্তির অধিকার)।

⊗ Sphere's Shelter and settlement standard 2: Location and settlement planning দেখুন।

⊗ Camp Management Toolkit অধ্যায় ৭ এ সাইট ম্যানেজারদের এবং সাইট পরিকল্পনার বিষয়ে, সেইসাথে Set-up চেকলিস্ট সম্পর্কে আরও পড়ুন। Camp Management Toolkit অধ্যায় ২ এ Ensuring the Maintenance of Camp Infrastructure চেকলিস্ট নিশ্চিত করা দেখুন।

⊗ ক্যাম্পে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিশু সুরক্ষার সাথে জড়িত পক্ষগুলোর সাথে সহযোগিতা করার বিষয়ে আরও পড়ুন, Child protection minimum Standards, Camp Management and Child Protection Standard ২৩ এ।

⊗ সম্মেলন কেন্দ্র এবং ক্যাম্পের বাইরের অন্যান্য সেটিংয়ে সাইটের উন্নতি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, CCCM Cluster's Management and Coordination of Collective Settings Through Mobile/Area Based Approach Working Paper দেখুন।

সাইটের সেবা সমন্বয়করণ ও পরিবীক্ষণ

৪. সাইটের সেবা সমন্বয়করণ ও পরিবীক্ষণ

সাইট সমন্বয়করণ হলো তথ্য আদান-প্রদান এবং সর্বসম্মত পারস্পরিক লক্ষ্য-অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া। এটি সাইটের কার্যক্রমগুলোকেএকে অপরের পরিপূরক করতে সংশ্লিষ্ট মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা সমূহ এবং সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে এবং জনগোষ্ঠীকে তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ অর্জনে সহায়তা করে। সমন্বয়করণের লক্ষ্য হল কার্যকর এবং জবাবদিহিতামূলক উপায়ে সাইটে থাকা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা। সাইটের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার পাশাপাশি সাইটে থাকা জনগোষ্ঠীর সকলের মৌলিক মানবাধিকারসমূহে সম্পূর্ণ ও সমপ্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

সেবাসমূহের গ্রহণযোগ্যতা, ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে সাইটে থাকা জনগোষ্ঠীর কাছে এগুলো যত্নসহকারে ও দায়িত্বের সাথে পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা প্রয়োজন। কৌশলগত উৎকর্ষতা, সাইটের ভৌত ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অভ্যাস ও রীতিনীতি এবং বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট চাহিদা এবং অগ্রাধিকারগুলো সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা নিয়ে সেবাগুলো পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করতে হবে। এসএমএর দৃঢ় কৌশলগত সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। কার্যকরী প্রোগ্রাম ডিজাইন, কৌশলগত তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ কর্মী রয়েছে কিনা তা এসএমএ এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহদের নিশ্চিত করতে হবে।

সাইট, জনগোষ্ঠী ও জাতীয় পর্যায় এবং এদের মধ্যে সমন্বয়

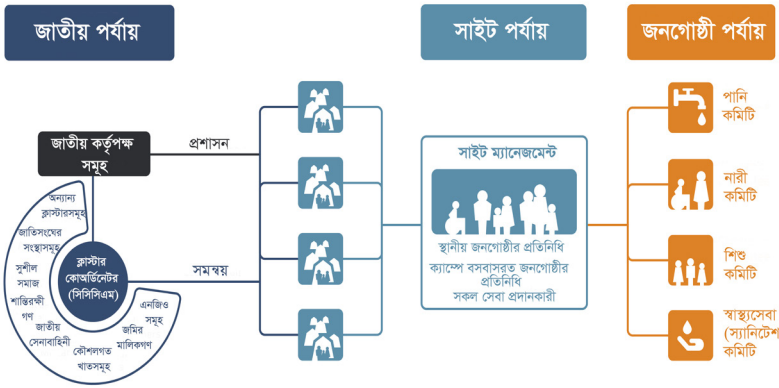

এসএমএগুলো সাইটের পরিসীমার বাইরেও একটি সমন্বয়পূর্ণ ব্যবস্থায় কাজ করবে। বিভিন্ন সাইটের মধ্যে আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরেও সমন্বয় হয়ে থাকে। কেবলমাত্র এলাকাভিত্তিক প্রেক্ষাপটে যেখানে একটি দল একাধিক সাইটের দায়িত্বে থাকে তা ব্যতিত সেখানে একাধিক সাইটের মধ্যে সমন্বয়ের চাইতেও একটি সাইটের অভ্যন্তরে সমন্বয় করা হল সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের প্রাথমিক ভূমিকা। এসএমএকে সাইটের পরিস্থিতির বিষয়ে জাতীয় সমন্বয়-ব্যবস্থার কাছে রিপোর্ট করার প্রয়োজন হতে পারে।

সাইট পর্যায়ের সেবা প্রদানকারীদেরও বিস্তৃত সমন্বয় ব্যবস্থায়, জাতীয় পর্যায় এবং স্থানীয় পর্যায়, কাজ করার সম্ভাবনা থাকে, উদাহরণস্বরূপ ক্লাস্টার বা বিষয়ভিত্তিক সমন্বয় প্ল্যাটফর্মের কথা বলা যেতে পারে। তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে এইসকল সমন্বয় ব্যবস্থার নিকট রিপোর্ট করা প্রয়োজন হবে।

জাতীয় কর্তৃপক্ষ, সিসিসিএম ক্লাস্টার/সেক্টর লিড, সেবা প্রদানকারী, সাইটে বাসকারী জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে স্বচ্ছ এবং কার্যকরী অংশীদারিত্ব তৈরি এবং তা বজায় রাখার মধ্যেই সমন্বয় প্রক্রিয়ার সাফল্য অন্তর্নিহিত।

⊗ CHS অঙ্গীকার ১, ৪ এবং ৬ এর লিঙ্ক।

মানদণ্ড ৪.১:
সাইট সমন্বয়

বাস্তুচ্যুত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে সেবাসমূহের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে।

মূল কার্যসমূহ

- সাইট জুড়ে সংঘটিত সকল কার্যকলাপ এবং সমস্যার জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা।
- সাইটের সকল অংশীজনকে (কে, কি, কোথায়) চিহ্নিত করা এবং কীভাবে তাদের মধ্যে কাজ বণ্টন হবে সেবিষয়ে একমত হতে এবং তা স্পষ্টভাবে নির্ধারন করতে সহায়তা করা।
- সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে উন্মুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম এবং সমন্বয় বজায় রাখা।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং বজায় রাখা। সেইসাথে তাদের সাইটের নানান কার্যক্রম এবং ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে সমর্থন করা।
- তথ্য আদান-প্রদান, উদ্বেগজনক বিষয়গুলো আমলে নেওয়া, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংস্থাগুলো হালনাগাদকৃত তথ্য জানাতে নিয়মিতভাবে সাইট পর্যায়ের অংশীজনদের একত্রিত করা।
  - মিটিং এর পাশাপাশি তথ্য আদান-প্রদানের অন্যান্য উপায় ব্যবহার করা।
- সাইটের জীবনচক্র জুড়ে সুরক্ষা এবং সহায়তা কার্যক্রম ও ফলাফল পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করা।
  - নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মর্যাদার মানদন্ডগুলো বোঝা এবং এই সংক্রান্ত মান নির্ধারণে অন্যান্য সেক্টরগুলোর ভূমিকা লক্ষ্য করা।
  - উল্লেখিত মান অনুসরণ করে বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাগুলোতে প্রয়োজনীয় সেবাগুলো প্রদান করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত করা।
- কর্মপরিকল্পনা, ন্যূনতম মানদন্ড পূরণ করার ক্ষমতা এবং সাইটের পরিবর্তনগুলোতে সাড়া দেওয়ার বিষয়ে নিয়মিত হালনাগাদকৃত তথ্য সরবরাহ করা।
  - সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম গুণগত মান স্থাপন করতে ক্লাস্টার বা সেক্টর, সহায়তা প্রদানকারী এবং সাইটের জনসমষ্টির সাথে পরামর্শ করা।
- সাইটের জনগোষ্ঠীর জন্য এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে সংঘঠিত সকল কার্যক্রমের মধ্যে যেন টেকসই সমাধান অনুসন্ধানের প্রয়াস অন্তর্ভুক্ত থাকে তার স্বপক্ষে কথা বলা।
- সাইট প্রতিনিধিদের ও শাসন পরিচালন কাঠামো সমূহকে সামগ্রিক এবং সেক্টোরাল সমন্বয় প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে কথা বলা।

মূল সূচকসমূহ

- সকল অংশীজন বা অংশীজন দল সমন্বয় সভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- সমন্বয় সভায় বাস্তুচ্যুত এবং/অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- বাস্তুচ্যুত এবং/অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে তৈরিকৃত আলোচ্যসূচির (agenda) শতকরা হার (%)।
- সর্বসম্মত সময়সীমার মধ্যে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের (action point) বাস্তবায়নের শতকরা হার (%)।

নির্দেশিকা সমূহ

১. সমন্বয় মানেই মিটিং নয় যদিও এটি সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য কার্যকর ক্ষেত্র হতে পারে। সমস্যাগুলো দ্রুত চিহ্নিত এবং সমাধান করার জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের মিটিংগুলোতে যাওয়া উচিত। পৃথকস্তরের মিটিংগুলো সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে কিন্তু সমন্বয়ের লক্ষ্য সিদ্ধান্তগ্রহণে বিলম্ব বা সহায়তাকে অকার্যকর করা নয়। সকল স্তরে একই রকম সমন্বয় কাঠামো স্থাপন করার প্রয়োজন নেই।

২. সংবেদনশীল বিষয়গুলোর জন্য অন্য ধরণের সমন্বয় ব্যবস্থা সহায়ক এবং উপযুক্ত হতে পারে যেমন, সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। বিচক্ষণতার সাথে কোন সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **ক্যাম্প বহির্ভূত ব্যবস্থায়** স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ বিস্তৃত পরিসরের অংশীজনদের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান হবে। এমন পরিস্থিতিতে সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের ভূমিকা হবে জনগোষ্ঠীর (বাস্তুচ্যুত ও স্থানীয়) সদস্য সহ বিভিন্ন অংশীজনদের আহ্বান করে ও তাদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সাইট স্তরের সমন্বয়কে সহায়তা দেওয়া এবং যোগাযোগ ও সমন্বয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

⊗ Camp Management Toolkit অধ্যায় ৪ এ সমন্বয় টুল এবং চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি সমন্বয় চেকলিস্ট সম্পর্কে আরও পড়ুন। Camp Management Toolkit অধ্যায় ২ এ Coordinating and Monitoring Assistance and Service Provision চেকলিস্ট দেখুন।

⊗ ক্যাম্পের বাইরের সেটিংয়ে সমন্বয় এবং Global CCCM Cluster's Area-based Approach Working Group এর কাজ সম্পর্কে সিসিসিএম ওয়েবসাইটে আরও পড়ুন: https://cccmcluster.org/global/Area-based-Approach-Working-Group

⊗ সমন্বয়করণের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে NRC's Improving Participation and Protection of Displaced Women and Girls Through Camp Management Approaches এ আরও পড়ুন।

⊗ একজন ক্যাম্প ম্যানেজার কীভাবে সমন্বয় করে দেখুন: www.youtube.com/watch?v=7xlp6vmo_L0&feature=emb_logo

মানদণ্ড ৪.২:
সাইট সেবা মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং

প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরীক্ষণ এবং রিপোর্ট করা হয়।

মূল কার্যসমূহ

- যে জনগোষ্ঠীকে সেবা দান করা হবে তাদের সম্পর্কে এবং তাদের চাহিদা ও সক্ষমতা সম্বন্ধে জানা।
- চাহিদা ও সেবা প্রদানের ঘাটতি ও প্রয়োজনীয়তা পরিবীক্ষণে এসএমএর ভূমিকা সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীরা অবগত তা নিশ্চিত করা ।
- সাইট শাসন পরিচালন কাঠামো এবং সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলো রক্ষা করা।
- সাইট প্রোফাইলের জন্য একটি সম্মত সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যায়ন টুল (assessment tool) তৈরি করা।
  - ক্লাস্টার বা সেক্টর এবং সেবা প্রদানকারীদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সেক্টরভিত্তিক সূচকগুলো (sectoral indicator) তৈরী করা।
- সাইটের জনগোষ্ঠীর বা সাইটের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরপরই সাইটের চাহিদা এবং সক্ষমতা বোঝার জন্য যৌথ বা বহুখাতভিত্তিক মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
  - সেবাসমূহ পরিবীক্ষণে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- সাইট জুড়ে সেবার চাহিদাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা করা।
  - সহায়তা এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি সমূহ এবং পুনরাবৃত্তি সমূহ চিহ্নিত করা ও সেগুলোতে সাড়াদান নিশ্চিত করতে সহায়তা প্রদানকারীদের সাথে সমন্বয় করা।
  - ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক তথ্যের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষা নীতিসমূহ প্রয়োগ করা।
  - সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম গুণগত মানদন্ডসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

- কাজের পুনরাবৃত্তি এড়াতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাইটে সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে নেওয়ার সমঝোতাকে সমর্থন করা।
- জাতীয় সমন্বয় প্রক্রিয়াতে সাইটভিত্তিক তথ্য বিষয়ে মতামত (feedback) দেওয়া।
- তাদের নিজের এবং পরিবারের জন্য প্রত্যাবর্তন, একীভূতকরণ বা পুনর্বাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সঠিক তথ্যে নিয়মিত এবং সময়মত প্রবেশগম্যতা রয়েছে তা নিশ্চিত করা। তথ্যগুলো উপযুক্ত ভাষা (সমূহ) এবং বিন্যাসে (সমূহ) কিনা তা নিশ্চিত করা।
    - সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সাথে প্রত্যাবর্তন, একীভূতকরণ বা পুনর্বাসনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে যে কোনো মূল্যায়নের ফলাফল শেয়ার করা যাতে এর ভিত্তিতে তারা স্বাধীনভাবে এই ক্ষেত্রগুলোর নিরাপত্তা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
    - গোটা প্রক্রিয়া জুড়ে সেবা প্রদানকারীদের সাথে মিলে চিহ্নিত বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাইটে প্রদানকৃত সকল সেবায় অবিরত প্রবেশগম্যতা সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে মূল বার্তাসমূহ তৈরী করা।
    - ন্যূনতমভাবে আইনী (সুরক্ষা), স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সেবাসমূহ, জীবিকার সুযোগ সমূহ, বাজার এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্যগুলো মূল বার্তায় অন্তর্ভুক্ত করা।
    - তথ্য জানার পর পরিবারগুলো কীভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং তাদের পছন্দনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ধরণের বাধা রয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য পারিবারিক স্তরে নিয়মিত উদ্দেশ্য জরিপ এবং নানান ধরণের পরামর্শ সভা পরিচালনা করা।
    - গুজবগুলো দ্রুত বোঝা এবং সেগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া।
    - সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের প্রচলিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা যেকোনো সমাধান সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এবং পরিস্থিতিসহ সমাধান বাছাই করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন প্রবণতাগুলো কাজ করে তা পরিবীক্ষণ করা।

মূল সূচকসমূহ

- সাইটে ব্যবহৃত সূচকসমূহের ব্যাপারে সহযোগী সংস্থাগুলো সম্মত।
- সম্মত সময়সীমার মধ্যে সাইট প্রোফাইল হালনাগাদ করার শতকরা (%) হার।
- প্রত্যাবর্তন, একীভূতকরণ বা পুনর্বাসনের জন্য তাদের অবগত ইচ্ছা প্রকাশ করতে সক্ষম জনগোষ্ঠীর শতকরা হার (%)।
- টেকসই সমাধানের নানান পন্থা সম্পর্কে তথ্য কোথায় পাওয়া যায় সে সম্পর্কে অবগত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার (%)।

নির্দেশিকা সমূহ

১. সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ঘাটতি, চাহিদা এবং সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য জানানো এবং তুলে ধরার জন্য সাইটে কি কি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তাতে এসএমএগুলোর অগ্রণী ভূমিকা থাকা দরকার। একটি এসএমএ থেকে প্রত্যাশিত রিপোর্টিং ফলাফল (আউটপুট) প্রেক্ষাপট ভেদে ভিন্ন হবে। একটি এসএম-একে ন্যূনতমভাবে তার সাইটে কারা বাস করছে, বসবাসরত জনগোষ্ঠীর চাহিদাসমূহ কি কি এবং কোন সংস্থাগুলো সেই চাহিদাগুলো মেটাতে সহায়তা প্রদান করছে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার। লিঙ্গ, বয়স ও জনগোষ্ঠী ভিত্তিক দলগুলোর মধ্যের পার্থক্যগুলো সাইট পারিপার্শ্বিকতায় কীভাবে প্রভাবিত হয় সেই ব্যাপারেও এসএমএদের জানতে হবে।

২. কার্যক্রমসমূহ এবং অগ্রাধিকারমূলক ঘাটতি সমূহের বিষয়ে অংশীজনদের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করাও এসএমএর দায়িত্ব। বিশেষত যে সকল ব্যবস্থা যেখানে সেবা প্রদানকারীরা নিয়মিত সাইট পরিবীক্ষণ করতে পারে না (অঘোষিত ক্যাম্প এবং ভ্রাম্যমাণ সাইট ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি) সেক্ষেত্রে এসএমএ'র এই দায়িত্ব আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ।

৩. স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জিবিভি, সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা, জিবিভি'র শিকার শিশু এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের মতো মূল কৌশলগত সেবাগুলোর ক্ষেত্রে রেফারেলের ধাপগুলো (pathways) অপরিহার্য হতে পারে।

৪. যদি অন্য কোন অংশীজন তথ্য সংগ্রহ এবং নথিভুক্ত করে সেক্ষেত্রে তথ্যের সংবেদনশীলতার ওপর নির্ভর করে এসএমএ কর্মীদেরও তথ্যসংগ্রহ দলে যুক্ত হওয়া উচিত। সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠী যাতে একই তথ্য বারবার প্রদানের গ্লানির শিকার না হয় এবং একই ধরণের তথ্য সংগ্রহের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কোন তথ্য কোন সংস্থা সংগ্রহ করবে সে বিষয়ে পূর্ব সমঝোতা থাকা প্রয়োজন।
⊗ আরও তথ্যের জন্য মানদন্ড ১.৪ দেখুন।

৫. ফোকাস গ্রুপগুলো বিস্তারিত তথ্য এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ভাণ্ডার হতে পারে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ভালভাবে পরিচালনা করা হলে সেটি একটি গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এমন পরিবেশে অংশগ্রহণকারীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং নিজের মতন ভেবেচিন্তে ও অর্থবহ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। একটি কার্যকরী ফোকাস গ্রুপ আলোচনার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

৬. সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সাথে প্রত্যাবতন, একীভূতকরণ বা পুনর্বাসন সম্পর্কে যত্নসহকারে তথ্য আদান-প্রদান করতে হবে যেন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবাস্তব প্রত্যাশা সৃষ্টি না হয়। সেইসাথে যে সকল স্থানে এই টেকসই সমাধানগুলো সংগঠিত হবে সেই স্থান সমূহে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচী সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সংগ্রহ সহায়ক হবে। টেকসই সমাধান সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা সমূহ বোঝা ও গুজবসমূহ মোকাবেলা করা অত্যন্ত সংবেদনশীল।

৭. যদি নিয়মিতভাবে সেবা পরিবীক্ষণ করা হয় তাহলে কেবলমাত্র সাইটের জনগোষ্ঠী বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসলেই বহুখাতভিত্তিক মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। সহযোগী সংস্থাসমূহ দ্বারা পরিচালিত যে কোন বড় মূল্যায়ন পরিকল্পনায় সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের জড়িত হওয়া উচিত।

৮. উল্লেখিত নির্দেশিকা সমূহ ক্যাম্প বহির্ভূত ব্যবস্থার জন্যও প্রযোজ্য। তবে এমন ব্যবস্থায় কি কি তথ্য কেন এবং কীভাবে সংগ্রহ করতে হবে সে বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো সময়সাপেক্ষ হতে পারে।

⊗ Camp Management Toolkit অধ্যায় ৪ এ সাইট সহায়তা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আরও পড়ুন। Camp Management Toolkit অধ্যায় ২ এ Monitoring Assistance and Service Provision চেকলিস্ট দেখুন।

⊗ সাইট অবকাঠামো, সহায়তা এবং সহায়তা প্রদান স্থানগুলোতে শিশুদের সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য মূল পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে আরও পড়ুন Child Protection Minimum Standards, Camp Management and Child Protection মানদণ্ড ২৩ এ।

⊗ এছাড়াও দেখুন মানদণ্ড ২.২: জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ।

মানদণ্ড ৪.৩:

রেফারেল পদ্ধতি (সমূহ) (pathways)

নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষায়িত সেবা প্রদানকারীদের কাছে রেফার (সুপারিশ) করা হয়।

মূল কার্যসমূহঃ

- সাইটের জনসমষ্টি এবং স্বাস্থ্য সেবা, জিবিভি, শিশু সুরক্ষা এবং অন্যান্য সুরক্ষা সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেলের পদ্ধতিসমূহ (referral) নিয়ে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠী এবং সাইটে কাজ করা সকল সংস্থার মধ্য সচেতনতা গড়ে তোলা।
- সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে ওভারল্যাপ কমানো এবং রেফারেল পদ্ধতিগুলোকে সাইটের অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে (streamline) সাহায্য করা।
- গুরত্বপূর্ণ রেফারেল পদ্ধতির ওপর এসএমএ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কর্মীরা যথাযথ ও নৈতিক উপায়ে ক্যাম্পের বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সেগুলো গ্রহণ ও ব্যবহার করার বিষয়ে পরামর্শ দিতে জানে তা নিশ্চিত করা।
- রেফারেলের ক্ষেত্রে ফলো-আপ পদ্ধতি, (যেমনঃ রেফারেলসমূহ ডেটাবেসের মাধ্যমে) অন্তর্ভুক্ত আছে তা নিশ্চিত করা।
- হালনাগাদকৃত যেকোন কেস ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী (যেমনঃ শিশু সুরক্ষা ও জিবিভি) সংশ্লিষ্ট অংশীজন দের সাথে শেয়ার করা।
- সাইটে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সুনির্দিষ্ট সেবার চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ দ্বারা সহায়তা প্রদানের পক্ষে কথা বলা।
  - মানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা সেবা প্রদানের পক্ষে কথা বলা।

- রেফালেরে ক্ষেত্রে সাইটে জনগোষ্ঠীর শাসন পরিচালন কাঠামো বা প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করা (প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ সাপেক্ষে) ।
- স্ব-সুপারিশ (self referral) ব্যবস্থাসমূহ উৎসাহিত করা।

মূল সূচকসমূহঃ

- নির্দিষ্ট বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সুরক্ষা পাওয়া নিশ্চিত করতে কার্যকরী রেফারেল পদ্ধতিসমূহের উপস্থিতি।

নির্দেশিকা সমূহ

১. সুপারিশ কাঠামোগুলো বিশেষায়িত সংস্থাগুলো দ্বারা তৈরি হলেও, সাইটে সার্বক্ষণিক (বা নিয়মিত) উপস্থিতির মাধ্যমে, সময় মতন বিশেষায়িত সেবাগুলো সম্পর্কে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য বিতরণে **এসএমএর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা** রয়েছে। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জিবিভি, সুরক্ষা, শিশু-সুরক্ষা, জিবিভির শিকার শিশু এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের মতো মুখ্য কৌশলগত সেবাগুলোর জন্য রেফারেল পদ্ধতিসমূহ অপরিহার্য হতে পারে।

২. বিপদাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ বিশেষত নারী ও মেয়েরা যে ঝুঁকির কারণসমূহ (risk factor) সম্মুখীন হয় সে সম্বন্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ পদক্ষেপের জন্য বিস্তারিত ধারণা অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে সাইট পর্যায়ে কাজ করার মাধ্যমে সাইটে বসবাসরত সকল মানুষকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা এসএমএ'র ওপর বর্তায়।

৩. জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বা জিভিবির শিকার ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের পছন্দ সমূহ, বিদ্যমান সেবাসমূহ এবং সেই সেবাসমূহ ব্যবহারের সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত করা উচিত। মাঠ পর্যায়ে সীমিত সক্ষমতার কারণে সেবা প্রদানকারীদের বিদ্যমান রেফারেল পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা কখনও কখনও বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়। কার্যকলাপ চলছে না এমন সাইটের প্রবেশপথে শুধু একটি সংস্থার পতাকা বা চিহ্ন (sign) স্থাপন করার স্থলে সংস্থা এবং জরুরি সেবা প্রদানকারীদের সেই সকল সাইটে সেবা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। কোনো সংস্থা একদমই সেবা প্রদান না করার চাইতে সম্পদ শেয়ার করে নেওয়া বা সেবা প্রদানের সক্ষমতা না থাকলে সে বিষয়ে সকলকে অবহিত করা উত্তম।

⊗ এছাড়াও Sphere Protection Principle 3 দেখুন।

প্রস্থান
ও
স্থানান্তর

৫. প্রস্থান ও স্থানান্তর

মানবিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি সাইটের ব্যবস্থাপনা সাইটটির জীবনকালে অন্তত একবার এক সংস্থা হতে অন্য সংস্থার কাছে হস্তান্তরিত হবে। এই হস্তান্তর আন্তর্জাতিক বা জাতীয় এনজিওর কাছে হতে পারে অথবা জাতীয় বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যারা তাদের অন্যান্য ম্যান্ডেটের পাশাপাশি সাইট ম্যানেজমেন্টের ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে। সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য অংশীজনদের প্রভাবিত করে এই ধরণের হস্তান্তর আরও ব্যাপক হতে পারে। নতুন সাইট ম্যানেজারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর মানে সাইটের অবসানও নয় বরং সুরক্ষা ও সহায়তা চাওয়া মানুষদের সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

সাইট স্থাপন এবং পরিকল্পনার মতই প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে সাইট অবসানেরও পরিবর্তন ঘটে। এটি নানা কারণে এবং নানা উপায়ে বা ধাপে ঘটতে পারে। এ ধাপগুলো সংগঠিত, স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম বা কমে আসা দাতা সহায়তার কারণে পরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খলভাবে সাইট অবসান হওয়া থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক বিপত্তি, নিরাপত্তা হুমকি বা সরকারি জোরজবরদস্তির ফলে আকস্মিক এবং বিশৃঙ্খলভাবে অবসান হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছু ক্ষেত্রে সাইটে সহায়তা এবং সেবা প্রদান বন্ধ হয়ে গেলেও সাইটের অবকাঠামো অপসারণ না করার কারণে বা সামাজিক সম্মেলনের স্থান (community location) হিসেবে অবকাঠামোগুলোর কার্যকারিতার কারণে সাইটটির অবসান একটি কার্যকর স্থায়ী বসতি, শহর অথবা অর্থনৈতিক বা সামাজিক কার্যকলাপের স্থান হয়ে উঠতে পারে। আবার সাইটটি তার পূর্বের কার্যক্রমেও ফিরে যেতে পারে। জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনের ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত সাইট অবসানের ক্ষেত্রে কৌশলগত এবং সক্রিয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন করা প্রয়োজন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সাইট অবসানের ক্ষেত্রে সতর্ক পরিকল্পনা এবং ব্যাপক সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের উচিত জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও জমির বৈধ মালিকসহ মূল অংশীজনদের সাথে নিয়ে সাইট অবসান করা। সম্মিলিতভাবে তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে সাইট অবসানের প্রক্রিয়াতে সাইটে বসবাসকারী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পূর্ণ অংশগ্রহণ রয়েছে। সম্মেলন কেন্দ্র হিসেবে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের ফলে যে ভবনগুলোর অস্থায়িভাবে অবনতি হয়েছে তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সাইট অবসানের সময় এই ধরনের অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলা (decomissioning) বা পুনঃসংস্কার এবং হস্তান্তরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে শুরু থেকেই বা যতদ্রুত সম্ভব সংজ্ঞায়িত করা এবং সম্মত হওয়া প্রয়োজন। সাইট স্থাপন/উন্নয়ন এবং অবসানের পরিকল্পনা শুরু থেকেই পরস্পর সম্পর্কিত।

এসএমএগুলো এবং সিসিসিএম ক্লাস্টার সমন্বয়কারীরা দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তুচ্যুতি ঘটছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করার মতো একটি অনন্য অবস্থানে থাকে। যখন প্রত্যাবর্তন বা পুনর্বাসনের পরিস্থিতি নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের জন্য সহায়ক হয় না তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তুচ্যুতি ঘটতে পারে। এমন বাস্তুচ্যুতির কারণগুলো নিরাপত্তা, বাসস্থান ও জীবিকার সুযোগ এবং মৌলিক সেবা ও সামাজিক প্রতিঘাতের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। যে সকল স্থানে এমন ঘটে এবং এসএমএ সফলভাবে পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করে সেখানে এসএমএর বাস্তুচ্যুত মানুষের চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে স্থানীয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে এডভোকেসি করা উচিত।

মানদণ্ড ৫.১:

একটি নতুন সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এসএমএ) এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে দায়িত্ব স্থানান্তর

সাইট ম্যানেজমেন্ট হস্তান্তরের সময়কালে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠী সময় মত যথাযথ সহায়তা ও সেবা পেয়ে থাকে।

মূল কার্যসমূহ

- নতুন এসএমএর সাথে মিলে একটি স্থানান্তর বা হস্তান্তর পরিকল্পনা তৈরি করা।
  - এই পরিকল্পনাটি ন্যূনতমভাবে এটুকু নিশ্চিত করে যে সাইটে সেবা প্রদান অব্যাহত থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সেবা প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা।
  - অবকাঠামো এবং সরঞ্জাম হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় মূল সম্পদ, সেগুলোর কার্যক্রম এবং কৌশলগত প্রয়োজনীয়তাগুলোর বিবরণ অন্তর্ভুক্ত আছে তা নিশ্চিত করা।
  - অবকাঠামোর পুনঃসংস্কার এবং ভেঙ্গে ফেলার (decomissioning) প্রয়োজনীয়তাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।
- হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সাইট প্রতিনিধিত্ব কাঠামোসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিপদাপন্ন মানুষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি কেসলোড কর্মপরিকল্পনা (action plan) প্রতিষ্ঠার জন্য নবাগত এসএমএর সাথে কাজ করা যাতে করে সাইট হস্তান্তরের কারণে বিপদাপন্ন মানুষ যাতে বাড়তি ঝুঁকিতে না পড়ে এবং সহায়তাগুলোতে যেন তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে।
  - বিপদাপন্ন মানুষ এবং তাদের পরিচর্যাকারীরা একটি নতুন এসএমএর বিষয়ে এবং সেবাগুলোতে তাদের চলমান প্রবেশগম্যতা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত রয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- নতুন এসএমএর সক্ষমতা ও দক্ষতা পর্যাপ্ত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে তাদের সাথে কাজ করা।
  - সকল ক্ষেত্রেই বিশেষকরে জমি ব্যবহারের মেয়াদ, অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষা ও মানবিক নীতিমালা দক্ষতাবৃদ্ধিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
  - সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে, যৌথ ভূমিকা, পরামর্শ দেওয়া বা শ্যাডোয়িংয়ের মাধ্যমে নতুন এসএমএর সাথে কাজ করা।
- স্থানান্তর বা হস্তান্তর পরিকল্পনার একটি সারসংক্ষেপ স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি নিধিদের সাথে শেয়ার করা।

মূল সূচকসমূহ

- সাইট স্থানান্তরকালে প্রদত্ত সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীর শতকরা (%) হার।
- স্থানান্তর বা হস্তান্তর পরিকল্পনাগুলো তৈরি এবং শেয়ার করতে জনগোষ্ঠী এবং সহযোগী সংস্থার পরামর্শ ব্যবহার করা হয়েছে।

নির্দেশিকা সমূহ

১. **আগত এসএমএ** কোনো মানবিক সংস্থা, সরকারি কর্তৃপক্ষ (স্থানীয় বা জাতীয়) বা সম্প্রদায় (community) ভিত্তিক দলসমূহ হতে পারে। কার্যক্রম ও পরামর্শ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কৌশলগত সহায়তার জন্য সময় দেওয়া এবং সিনিয়র স্টাফ ও নতুন এজেন্সি কর্মীদের একত্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়া (overlap) একান্ত প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে সম্ভব, সেখানে পুরোনো কর্মীদের পুনরায় নিয়োগের জন্য নতুন এসএমএকে উৎসাহিত করা উচিত যেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতির (institutional memory) মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে সেবাপ্রদানে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে পারে। পরিকল্পিত হস্তান্তরের সময় নবাগত এসএমএর সক্ষমতা এবং দক্ষতা আগে থেকেই নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম তৈরী করা যেতে পারে। তুলনামূলক দ্রুত হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নবাগত এসএমএর জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনাগুলো চালু করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সিসিসিএম ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর এবং ক্লাস্টার লিড এজেন্সির ভূমিকা থাকতে পারে।

⊗ আরও দেখুন মানদন্ড ১.৩: এসএমএ এবং সাইট পরিচালনা টিমের সক্ষমতা।

মানদণ্ড ৫.২:
পরিকল্পিত অবসান

সাইট অবসান করার প্রক্রিয়াটি পরিকল্পিত এবং পরামর্শমূলক পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় এবং সাইটের অবশিষ্ট জনসমষ্টির ওপর সাইট অবসানের প্রভাব প্রশমিত করা হয়।

মূল কার্যসমূহ

- সাইট অবসান করার পরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন করা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তন করা।
  - যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরামর্শমূলক মিটিং, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বা উদ্দেশ্যমূলক জরিপের ফলাফলগুলো ব্যবহার করা।
- যদি উপযুক্ত এবং সম্ভবপর হয় তাহলে প্রত্যাবর্তন, একীভূতকরণ বা পুনর্বাসনের স্থানগুলো স্বশরীরে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বৃহৎ পরিবার, নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষ এবং নারীপ্রধান পরিবারের কথা বিবেচনায় রেখে স্থানান্তর হতে প্রস্তুত সাইট বাসিন্দাদের তালিকা করা। তাদের জন্য যথাযথ পরিবহণ ব্যবস্থা করার পক্ষে কথা
- সাইট অবসানের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সাইট শাসন পরিচালন কাঠামো এবং নেতৃত্বকে সম্পৃক্ত করা।
- সাইটের সেবাগুলো আকস্মিকভাবে হ্রাস করা বা প্রত্যাহার করা হলে অরক্ষিত ব্যক্তিদের যেকোনো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্ত করার মতো সমাধান খুঁজে বের করা।
- পরিকল্পনা অনুসারে সাইট অবসানের প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য মতামত এবং অভিযোগ (feedback mechanism) প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- সাইটে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর যথাযথ পর্যায়ের সহায়তায় প্রবেশগম্যতাসহ বিশেষ কোন সেবার প্রয়োজন হলে সেগুলো নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সাইট অবসান এবং স্থানান্তর সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো খুঁজে বের করতে এবং সেগুলো নথিভুক্ত করতে বিদ্যমান অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি এবং টুলসগুলো ব্যবহার করা বা সেগুলো উপযোগী উপায়ে পরিবর্তন করা।

মূল সূচকসমূহ

- সাইট অবসানের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাতে মতামত (input) দেওয়া সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর শতাকরা হার (%) (লক্ষ্যমাত্রা ১০০%)।
- সম্পূর্ণ অবসান প্রক্রিয়া জুড়ে মতামত এবং অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া বজায় রাখা হয়েছে।
- অবসানের সাথে সম্পর্কিত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো রিপোর্ট করা এবং সুপারিশ করার শতকরা হার (%)।

নির্দেশিকা সমূহ

১. সাইট স্থাপনের মতোই, প্রতিটি সাইট অবসানও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতার ওপর নির্ভরশীল এবং সাইট অবসানের প্রক্রিয়া মসৃণ করার মূল উপাদান হল সাইটের জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।

২. আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্প অবসান করা সরকারের দায়িত্ব হলেও প্রস্থানের জাতীয় কৌশলগুলো কোনো একক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়। এক্ষেত্রে সরকার, জনগোষ্ঠী বা বিভিন্ন সংস্থার নানান স্তরের একাধিক অংশীজনদের যুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

৩. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (আইডিপিদের) আশ্রয়প্রদানকারী সাইটগুলো অবসান করার প্রক্রিয়া সরকার কর্তৃক গৃহীত আইডিপি স্থানান্তর, জমি পুনরুদ্ধার এবং অন্য যে কোনো প্রশাসনিক বিষয় সম্পর্কিত পরিকল্পনার সাথে প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪. শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানকারী সাইটগুলো অবসানের প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন বা পুনর্বাসনকারী দেশগুলোর সাথে সমঝোতা স্মারকসমূহ স্বাক্ষরকারী জাতীয় সরকারগুলো সম্পর্কিত। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা, আশ্রয় প্রদানকারী সরকার এবং প্রত্যাবর্তন বা পুনর্বাসনের জন্য উদ্দিষ্ট দেশগুলো মূলত এই প্রক্রিয়া আয়োজন করে থাকে।

⊗ আরও দেখুন মানদন্ড ২.২: জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, ২.৩: জনগোষ্ঠীর সাথে তথ্য আদান-প্রদান এবং ২.৪: মতামত এবং অভিযোগ।

⊗ Camp Management Toolkit অধ্যায় ৭ এ সাইট অবসানের পাশাপাশি Closure চেকলিস্ট সম্পর্কে আরও পড়ুন।

⊗ CCCM Cluster's Camp Closure Guidelines এ সাইট অবসান সম্পর্কে আরও পড়ুন।

মানদণ্ড ৫.৩:

অপরিকল্পিত অবসান (আংশিক বা সম্পূর্ণ)

অপরিকল্পিত (জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন) এবং স্বতঃস্ফূর্ত অবসান উভয়ই প্রত্যাশিত এবং সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ওপর এর আকস্মিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমন করা হচ্ছে।

মূল কার্যসমূহ

- মৌলিক সেবাগুলোতে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা রয়েছে তা নিশ্চিত করা।
  - সেবাসমূহ স্থানান্তর বা পুর্নবিন্যাস করার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারীদের সাথে সমন্বয় করা।
  - সাইটের জনগোষ্ঠীর হয়ে সেবা কার্যক্রম বজায় রাখার পক্ষে কথা বলা।
- সাইট অবসানের কারণে প্রভাবিত সাইটে বসবাসরত ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আবাসন সমাধান নির্ধারণের জন্য স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে কাজ করা।
  - মালামাল এবং অবকাঠামো স্থানান্তরে সহায়তা করা।
  - বৃহৎ পরিবার, নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষ এবং নারীপ্রধান পরিবারের কথা বিবেচনায় রেখে স্থানান্তর হতে প্রস্তুত সাইট বাসিন্দাদের তালিকা করা। তাদের জন্য যথাযথ পরিবহণ ব্যবস্থা করার পক্ষে কথা বলা।
  - নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য বাসস্থানগুলো তাদের চাহিদা পূরণ করার মত করে তৈরী করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- সাইটে কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে সেসম্পর্কে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে এবং সেবা প্রদানকারীদের অবহিত করার জন্য বিদ্যমান তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি ব্যবহার করা বা সেগুলো সময়োপোযোগী করে তৈরী করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য মতামত ও অভিযোগ পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- সাইট অবসান এবং স্থানান্তর সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো খুঁজে বের করতে এবং সেগুলো নথিভুক্ত করতে বিদ্যমান অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি এবং টুলস ব্যবহার করা বা সেগুলো সময়োপোযোগী করে তৈরী করা।

মূল সূচকসমূহ

- সাইট অবসান বা স্থানান্তরের সময় সাইটের মৌলিক সেবাগুলোতে প্রবেশগম্যতা করতে সক্ষম জনগোষ্ঠীর শতকরা হার (%)।
- সাইট অবসান প্রক্রিয়া চলাকালীন মতামত এবং অভিযোগ প্রক্রিয়া বিদ্যমান রাখা হয়েছে।
- সাইট অবসান প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো রিপোর্ট এবং রেফার করার শতকরা হার (%)।

নির্দেশিকা সমূহ

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের এবং সংঘাতের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি প্রায়শই অননুমেয়। শুরুতে যে সময়কাল ধরে বিবেচনা করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে মানুষ সাইটে বাস করে। সাইটে কার্যক্রমের শুরু থেকেই ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ঘটনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি পূর্বানুমান করতে হবে। সাইট, অবকাঠামো এবং সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা অবশ্যই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে করতে হবে। সাইট অবসানের সময় বিবেচনাসহ এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাইটের জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা উচিত।

২. যেহেতু জোরপূর্বক সাইট অবসান করা ও বাস্তুচ্যুত মানুষদের তাদের পূর্বের বাসস্থানে ফেরত পাঠানো গ্রহণযোগ্য নয় সেহেতু এসএমএর এসব ক্ষেত্রেও সাড়াদানে প্রস্তুত থাকা উচিত। সাইট অবসান অবশ্যই সকল বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য তৈরি একটি টেকসই সমাধান কাঠামোর সাথে সংযুক্ত হতে হবে।

⊗ আরও দেখুন মানদণ্ড ২.১: শাসন পরিচালন কাঠামো, ২.২: জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, ২.৩: জনগোষ্ঠীর সাথে তথ্য আদান-প্রদান এবং ২.৪: মতামত এবং অভিযোগ।

⊗ সাইট অবসান ছাড়াও Closure চেকলিস্ট সম্পর্কে আরও পড়ুন Camp Management Toolkit অধ্যায় ৭ এ।

⊗ CCCM Cluster's Camp Closure Guidelines এ সাইট অবসান সম্পর্কে আরও পড়ুন।

মানদণ্ড ৫.৪:
পুনর্বাসন এবং ডিকমিশনিং

স্থানীয় বিধিমালা এবং পরিবেশগত চাহিদা বিবেচনায় রেখে সাইট এমনভাবে পুনর্বাসন (rehabilitation) করা হয় যেন তা সাইটের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করে।

মূল কার্যসমূহ

- সকল সেবা প্রদানকারী, জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে ভূমি এবং অবকাঠামো পুনর্বাসনের সরঞ্জাম, অবকাঠামো এবং নির্দেশিকার বিশদ বিবরণ সহ একটি পুনর্বাসন এবং ডিকমিশনিং (ভেঙ্গে ফেলা) পরিকল্পনা তৈরি করা।
  - সাইট স্থাপনের সময় যখন অবকাঠামো এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো বিকশিত হয়, এবং সাইট অবসানের সময় পরামর্শ করা।
  - সাইটের বসবাসরত জনগোষ্ঠীদের ব্যবহৃত কবর/সমাধিক্ষেত্রগুলো পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা এবং সেগুলো পুনর্বাসন এবং ডিকমিশনিং পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
  - স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাসায়নিক সংরক্ষণাগার এবং পশু জবাইয়ের স্থানের মত বিপজ্জনক বর্জ্য জমার স্থানগুলো ডিকমিশনিং জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলী চেয়ে নেওয়া।
  - সকল শৌচাগার এবং মল ব্যবস্থাপনা সেবাকাঠামোগুলোর জন্য সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর নিকট ডিকমিশনিং পরিকল্পনা চেয়ে অনুরোধ করা।
- যেকোনো পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন, প্রশমন এবং পরিবীক্ষণ করা।
- স্থানীয় ও সাইটের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং যেকোনো স্থানীয় সরকারের সাথে পুনর্বাসন এবং ডিকমিশনিং পরিকল্পনা শেয়ার করা।
- প্রাথমিক এবং হালনাগাদকৃত সাইট প্ল্যান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে যেকোনো প্রাথমিক চুক্তি পর্যালোচনা করা এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সাথে পরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন করা।
- জমি এবং অবকাঠামো ফেরত দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোর বিশদ বিবরণ বর্ণনা করে তৈরী চুক্তিটি স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে পুনরায় দেখা।

মূল সূচকসমূহ

- পরিবেশগত উদ্বেগগুলো মূল্যায়ন, প্রশমন এবং পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

নির্দেশিকা সমূহ

১. সাইট অবসান করার ফলে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য তৈরি হবে যেমন শেল্টার উপকরণ, ফেলে দেওয়া মালপত্র এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত বস্তু। রাসায়নিক পদার্থ, ব্যাটারি, মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী এবং স্বাস্থ্যগত বর্জ্যের মতন বর্জ্য পদার্থগুলোর যথোপযুক্ত উপায়ে ব্যবস্থাপিত করার প্রয়োজন হবে। সাইট অবসান করার প্রস্তুতির মধ্যে সাইট পরিষ্কার করাও অন্তর্ভুক্ত। তা হতে পারে বর্জ্য সরিয়ে ফেলা বা সাইটে পুঁতে ফেলা অথবা পুড়িয়ে ফেলা। মাটি ও পানির উৎস দূষিত হওয়ার ঝুঁকিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

২. সাইটের পরিবেশগত পুনর্বাসন অর্থ সবসময় এই নয় যে সাইটটিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে; যেকোন প্রকারে তা সম্ভব হলেও পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ হবে। সাইট অবসান হওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী অবসানের পরে সাইটটিকে কীভাবে দেখতে চায় তা জেনে নেওয়া অধিক উপযোগী হতে পারে।

⊗ Camp Management Toolkit অধ্যায় ৬ এ পরিবেশগত বিবেচনা সম্পর্কে আরও পড়ুন। অধ্যায় ৭ এ Closure চেকলিস্ট দেখুন।

⊗ সাইট জীবনচক্র পরিকল্পনা মানদন্ড ৩.২ একটি উপযুক্ত পরিবেশ, ৪.১ সাইট সমন্বয় এবং ৫.২ পরিকল্পিত বন্ধের পাশাপাশি করা উচিত।

⊗ এছাড়াও পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, শেল্টার ও বসতি এবং স্বাস্থ্য অবকাঠামো প্রত্যাহার এবং পুনর্বাসনের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য Sphere Handbook এর কৌশলগত অধ্যায়গুলো দেখুন।

পরিশিষ্ট ১- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট

পরিশিষ্ট ১- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিবীক্ষণ (monitoring) চেকলিস্ট

কীভাবে একটি সাইটের অন্তর্ভুক্তিতা (inclusiveness) নিরীক্ষণ করা যেতে পারে? এই চেকলিস্টটি সামগ্রিক নয় বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রতিস্থাপনও এর উদ্দেশ্য নয়। তবে যে সকল সাইট ম্যানেজার একটি সাইটের সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তি মূল্যায়ন করতে ইচ্ছুক তারা এটিকে পরিপূরক টুল হিসাবে বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল বিকাশকে সমর্থন করার একটি টুল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

অন্তর্ভুক্তিতা পরিবীক্ষণ করার জন্য লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিত তথ্য পৃথক (data disaggregation) করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে চলমান মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং সাড়াদান প্রক্রিয়ার সক্ষমতা মধ্যে এসএমএগুলোকে মানবিক প্রেক্ষাপটে পরীক্ষিত টুল যেমন, Washington Group Short Set of Disability Questions ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

নিচের প্রশ্নগুলো ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের জন্য ন্যূনতম মানদণ্ডের (Minimum Standards for Camp Management)[১] কাঠামো অনুসরণ করে। প্রশ্নগুলোকে প্রেক্ষাপট উপযোগী করে তোলা উচিত এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা বা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

সাইট ম্যানেজমেন্ট সক্ষমতাসমূহ এবং শনাক্তকরণ

সাইট জীবনচক্র পরিকল্পনা

- বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কি কর্মপরিকল্পনার উন্নয়নে সম্পৃক্ত ছিলেন?
- সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মপরিকল্পনা কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নানাবিধ প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে? এটি কি যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার (reasonable accommodation) প্রয়োজন রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জন্য উদ্দেশ্যকৃত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে?
- কর্মপরিকল্পনায় কি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট এবং বস্তুগত সম্পদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে? যেমন ডিজাইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রবেশগম্যতা এবং যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার জন্য একটি বাজেট লাইন এবং সার্বজনীন ডিজাইন নীতিমালা (Universal Design Principles) অনুসরণ করে মালামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা বজায় রাখা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তাগুলো কি জরুরী এবং অপসারণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

সাইট ম্যানেজমেন্ট দলের সক্ষমতা

- সাইট ব্যবস্থাপনা টিমের কেউ কি প্রতিবন্ধীতা অন্তর্ভুক্তি ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে?
- সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, কমিউনিটি মোবিলাইজার ইত্যাদি হিসেবে প্রতিবন্ধী পুরুষ ও নারী উভয়ই কি কাজ করছে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কি সাইট ম্যানেজমেন্টের পদের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়? সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কি যথোপযুক্ত অন্তর্ভুক্তির
- সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম কি প্রতিবন্ধীতা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং তারা কি সেই শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিমূলক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে? এসএমএর বা অংশীদারদের কাছে কি অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কৌশলগত পরামর্শ পাওয়া যায়?
- সংস্থাসমূহের কার্যালয় এবং প্রক্রিয়াগুলো কি বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য?

১ অন্তর্ভুক্তিকরণ-বিশেষায়িত মানদন্ডসমূহের জন্য Age and Disability Consortium দেখুন। Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities, 2018 www.helpage.org/download/5a7ad49b81cf8

শনাক্তকরণ এবং তথ্য সুরক্ষা

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কি নিবন্ধনের সময় বা অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে?
- সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কাছে কি লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে তথ্য আলাদা করা আছে?
- তথ্য ব্যবস্থাপনা চক্র জুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য কি পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত থাকে?
- প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে (বা যেসব ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করা যায় না সেখানে সাই পেলেই, যেমন: শিশু বা বুদ্ধি অক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কি অবগতির মাধ্যমে সম্মতি সংগৃহীত হচ্ছে, এবং তা কি সহজ উপায়ে (যেমন: সহজ পঠিত ফর্ম) করা হচ্ছে?

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি এসএমএর প্রতিষ্ঠিত করা অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত? তাদের সংযুক্তিকে সহায়তা করার জন্য কি একটি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি প্রকল্প চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে (প্রাথমিক নিরীক্ষণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন) জড়িত?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাইট ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে গিয়ে তাদের মতামত এবং উদ্বেগের বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য কি নানান প্রবেশগম্য ব্যবস্থা (channel) আছে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি সাইটের সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করার সুযোগ নিয়ে সন্তুষ্ট বলে রিপোর্ট করে?
- প্রতিবন্ধী নারীরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত বিবেচনা করা হয় বলে মনে করে?

তথ্য আদান-প্রদান এবং যোগাযোগ

- বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে কি তাদের যোগাযোগের চাহিদা এবং পছন্দের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করা হয়েছে?
- প্রধান প্রধান তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের উপাদানগুলো কি সাইটে একাধিক ফরম্যাটে এবং মাধ্যমে [(যেমন: বড় অক্ষরের মুদ্রণ, সহজে পড়া যায় এমন ও কঠিন পরিভাষামুক্ত (jargon free), পিকটোগ্রাম, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, মৌখিক, রেডিও, ভিডিও, পাঠ্য বার্তা)] সরবরাহ করা হয়?
- তথ্য কি একাধিক প্রবেশগম্য স্থানে (যেমন: তথ্য ডেস্ক, বিতরণ সাইট, নিরাপদ স্থান ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে, সাইট কমিটির মিটিং ও ফোকাস গ্রুপের আলোচনার সময়, পরিবার পর্যায়ের ভিজিট এবং কমিউনিটি মোবিলাইজারদের মাধ্যমে) প্রচার করা হয়?
- নানান প্রতিবন্ধীতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সাইটের নানান কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা এবং সাইটের জীবনকাল, সামগ্রিক সেবাকার্যক্রম এবং চলমান সহায়তাসমূহ সেইসাথে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সহায়তা বিষয়ক মূল তথ্যে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশগম্যতা আছে কিনা নিশ্চিত করার জন্য কি পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে?

মতামত এবং অভিযোগ

- মতামত এবং অভিযোগ বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে (যেমন: মৌখিক, লিখিত, ইলেকট্রনিক, কাগজভিত্তিক, বক্স, হেল্প ডেস্ক, হটলাইন) এবং প্রবেশগম্য উপায়ে ও অবস্থানে সংগ্রহ করা যেতে পারে কি?
- মতামত ও অভিযোগের প্রক্রিয়া কি নিজ ঘরে থাকা সাইটের বাসিন্দাদের কাছে প্রবেশগম্য?
- পদক্ষেপগ্রহণ এবং সে বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় কি প্রবেশগম্যতা বিবেচনা করা হয়?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মতামত ও অভিযোগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ (যেমন: ওয়াশিংটন গ্রুপ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সেট ব্যবহার করে লিঙ্গ, বয়স এবং অক্ষমতার ভিত্তিতে তথ্য পৃথক করা) করার কি কোনো উপায় আছে?
- প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট অভিযোগগুলোও [যেমন: প্রবেশগম্যতা বিষয়ে, অনুপযুক্ত (বা অস্বীকৃত) যথোপযুক্ত অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা] কি চলমান মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে? অভিযোগের বিপরীতে উত্তরগুলো কি সঠিক সময়ে, প্রবেশগম্য ও সহজবোধ্য উপায়ে দেওয়া হয়?
- যৌন শোষণ এবং নিপীড়ন হতে সুরক্ষার প্রক্রিয়া কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে প্রবেশগম্য?

শাসন পরিচালন কাঠামোসমূহ

- সাইট বা তার আশপাশের এলাকায় কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় সংগঠন, স্ব সমর্থিত দল বা সামাজিক প্রতিবন্ধী কমিটি আছে? যদি থাকে তবে সেগুলো কি সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রের প্রতিনিধিত্ব (লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্ত্বা, প্রতিবন্ধীতার ধরণ) করে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং/অথবা তাদের প্রতিনিধি সংস্থাগুলো কি সাইট শাসন পরিচালন কাঠামো বা দলের সাথে সম্পৃক্ত? তারা কি একটি অর্থবহ ভূমিকা পালন করে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ/সংস্থাসমূহ লিঙ্গ, বয়স, জাতিগত উৎস এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিনিধিত্ব করে? প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি মনে করে যে তারা সাইট শাসন পরিচালন কাঠামোর দ্বারা এবং মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা এবং সহায়ক বিষয়গুলো কি চিহ্নিত করা হয়েছে? সেগুলো শনাক্তকরণে কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে? প্রতিবন্ধকতা এবং সহায়ক বিষয়গুলোর মূল্যায়ন কি নিয়মিত ভিত্তিতে করা হয়?
- "কোনো ক্ষতি করা যাবে না" এই নীতি মনে রেখে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ, তাদের জীবনমানের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব, এবং সমাজে তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়েছে কি? ঝুঁকি মূল্যায়ন কি নিয়মিতভাবে করা হয়?
- এসএমএ বা সহায়ক সংস্থাগুলো কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন গুলোকে সাইট কার্যক্রমে তাদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে?

সাইটের পরিবেশ

একটি সুরক্ষিত এবং নিরাপদ পরিবেশ

- প্রতিবন্ধী পুরুষ, নারী, ছেলে ও মেয়েরা যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে সে সকল দিক বিবেচনায় রেখে কি নিয়মিতভাবে সাইটে পর্যবেক্ষণমূলক এবং নিরাপত্তা নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়? এতে কি ভৌত অবকাঠামো এবং জনগোষ্ঠীর আচরণ উভয়েরই মূল্যায়ন করা হয়? চিহ্নিত ঝুঁকি প্রশমিত করার জন্য কোনো কৌশল স্থাপন করা হয়েছে কি?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি নিরাপত্তা কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করে?
- ঝুঁকি সম্পর্কে সাইটে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের তথ্য প্রবাহের মাধ্যমগুলো (বিভিন্ন ফরম্যাটে, একাধিক অবস্থানে) কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে প্রবেশগম্য?
- সাইট স্থাপন এবং সাইট উন্নয়নের সময় সার্বজনীন ডিজাইন নীতিমালা গ্রহণের জন্য এবং সাইট ও অবকাঠামোগুলোতে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? যেমন রাস্তা, আশ্রয়কেন্দ্রে প্রবেশ, ওয়াশ, বিতরণ কেন্দ্র, সামাজিক স্থানসমূহ, স্কুল এবং স্বাস্থ্য সেবাকাঠামো ইত্যাদিক্ষেত্রে কি পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে? এক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধীতার (যেমন: শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধিতা) বিবেচনা করা হয় কি?
- সাইটের জীবনচক্র জুড়ে সাইট পরিকল্পনা করার সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও পরিচর্যাকারী-দের সাথে তাদের চাহিদা, তারা যেসব বাধার সম্মুখীন হয় এবং তাদের প্রত্যাশার বিষয়ে কি পরামর্শ করা হয়? উদাহরণস্বরূপ - সামগ্রিকভাবে ক্যাম্প স্থাপনের সময়, বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো, ঘর বা ওয়াশ অবকাঠামো, বিতরণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র এবং বিভিন্ন সামাজিক সম্মেলন কেন্দ্র।
- প্রবেশযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক জাতীয় আইন, নিয়মাবলীর মানদন্ডগুলো কি বিবেচনা করা হয় এবং সেগুলোর প্রতি কি সম্মান দেখানো হয়?
- বিভিন্ন সেবা ও সহায়তা গ্রহণকালীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এব তাদের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিসমূহকে কি যুক্তিসঙ্গত সুবিধাদি প্রদান করা হয়?

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেসমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে সেগুলো দূরীকরণে এবং যুক্তিসঙ্গত সুবিধাদি প্রদানের জন্য সাইট উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় কি?
- যেকোন মিটিং-এ অংশগ্রহণের জন্য বা ক্যাম্পের সবধরনের পরিবেশে বা সকল সেবাকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য নিয়মিতভাবে কি প্রবেশাধিকার (accessibility audit) করা হয়?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিবেচনায় অত্যাবশ্যকীয় সেবা, গ্রহণযোগ্য দূরত্ব ও পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করা হয় কি?
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কি শিক্ষার সুযোগ আছে? অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরও কি শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ রয়েছে?

সাইট সেবা সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ

সাইট সমন্বয়

- সাইটে বা জনগোষ্ঠীতে কি প্রতিবন্ধী-কেন্দ্রীক সংস্থাসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে (উদাহ-রনস্বরূপ বিশেষায়িত এনজিও বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিবেদিত সেবাসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান)।
- সাইটে অন্য কোন পেশাদারগোষ্ঠী যেমন, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা, সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা, জিবিভি কর্মীরা কি অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজ করছে?
- প্রতিবন্ধীতা সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ ও অংশীজনদের শনাক্তকরণ, ম্যাপে চিহ্নিতকরণ ও সম্পৃক্তকরণ করা হয়েছে কি?
- সাইট কোঅর্ডিনেশন মিটিং-এ অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়টি একটি নিয়মিত এজেন্ডা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে কি?
- ক্যাম্প ব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যখন প্রতিবন্ধী ওর্য়াকিং গ্রুপ (বয়স বা প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ) সক্রিয়তা পায় তখন তাদের মিটিং-এ সাইট ম্যানেজমেন্ট দল অংশগ্রহণ করে কি?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক কমিটিগুলো সাইটের অংশীজনদের মিটিংগুলোতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে কি? এছাড়া বিভিন্ন কোঅর্ডিনেশন মিটিং এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা রয়েছে কি?
- সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম গুণগতমান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি বা তারা অংশগ্রহণ করতে পারে কি?
- সাইটের সমগ্র জীবনচক্রজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সুরক্ষা এবং সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও ফলাফল পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সাথে নিয়ে তাদের জন্য টেকসই সমাধান খুঁজে বের লক্ষ্যে কি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় এবং সেক্ষেত্রে কি নেয়া হয়?

সাইট সেবা মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং

- সাইট প্রোফাইল এবং মূল্যায়ন টুলগুলো কি অন্তর্ভুক্তিমূলক (উদাহারণস্বরূপ লিঙ্গ, বয়স ও অক্ষমতার ভিত্তিতে পৃথক তথ্যসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ; ঝুঁকি, বাঁধা ও প্রয়োজনীয়তা শনাক্তকরণ)?
- সেবা নিরীক্ষণ এবং বহুখাতভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সম্পৃক্ত কি না বা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় কি না? এসএমএর ব্যবহৃত সমীক্ষা এবং পরিবীক্ষণ টুলগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহ রয়েছে কি না?
- প্রত্যাবর্তন, একীভূতকরণ বা পুনর্বাসনের জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণেরক্ষত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশনা মূলক তথ্যসমূহে অর্থপূর্ণ প্রবেশগম্যতা রয়েছে কি? সেবার নিরবচ্ছিন্নতা কি পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে প্রবেশগম্যতা? সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা সমূহ কি চিহ্নিত করা হচ্ছে?

রেফারেল পদ্ধতি

- জিবিভি, স্বাস্থ্য সেবা, শিশু সুরক্ষা, বিশেষ সেবাসমূহ ও অন্যান্য সুরক্ষাসমূহের রেফারেল পাথওয়ে সম্পর্কে কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অবগত? তথ্যগুলো কি বিভিন্ন ফরম্যাট এবং চ্যানেলের মাধ্যমে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে কি?
- সাইট ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা কি সেসব ক্রিটিকাল পাথওয়ে সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে যথাযথ এবং নৈতিকভাবে পরামর্শ দিতে হয় এমনকি কীভাবে সেসমস্ত মানুষদেরকে সে সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অ্যাক্সেস প্রদানের বিষয়ে তারা অবহিত রয়েছেন কি?
- সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মীরা কি অতি গুরত্বপূর্ণ (এবং প্রবেশযোগ্য) রেফারেল পদ্ধতি সম্পর্কে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারসহ সকল মানুষকে এই পদ্ধতিগুলোতে প্রবেশগম্যতার নৈতিক ও যথাযথ পরমার্শ দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন?
- রেফারেলের জন্য কোন ফলো-আপ পদ্ধতি আছে?
- সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে কি প্রয়োজন অনুযায়ী কেস ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল শেয়ার করা হয়?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানসম্পন্ন বিশেষায়িত সেবার জন্য কি অ্যাডভোকেসি করা হয়?
- প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কমিটি কি রেফারেলের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে?

প্রস্থান এবং স্থানান্তর

নতুন একটি সাইট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কাছে দায়িত্ব স্থানান্তর

- স্থানান্তর বা হস্তান্তর পরিকল্পনায় কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাপ্রদানের ধারাবাহিকতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিচর্যাকারীদের কি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং হস্তান্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে কি যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং আবশ্যকতাগুলো কি চিহ্নিত করা হয়েছে যেন তারা সাইট হস্তান্তরের কারণে বর্ধিত ঝুঁকিতে না পড়ে? সেবাগুলোতে তাদের প্রবেশগম্যতা কি সুরক্ষিত হয়েছে?
- নতুন এসএমএকে কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে? সংস্থাটির সক্ষমতা এবং দক্ষতা কি পর্যাপ্ত?

সাইট অবসান

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে কি সাইট অবসান পরিকল্পনা সম্পর্কে সভা, ফোকাস গ্রুপ বা অন্যান্য উপায়ে পরামর্শ করা হয়েছে?
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বশরীরে (go-and-see) পরিদর্শনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?
- পরিবার এবং পরিচর্যাকারীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি রোধ করা সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কি উপযুক্ত পরিবহন এবং সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে?
- আকস্মিকভাবে সহায়তাগুলো হ্রাস বা প্রত্যাহার হওয়ার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হলে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় জরুরী পরিকল্পনাগুলোতে কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে?
- মতামত এবং অভিযোগ প্রক্রিয়া কি এখনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান ও প্রবেশগম্য আছে?
- সাইটে অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এখনও কি বিশেষ সেবা, সহায়তা এবং স্ব-সমর্থিত দলগুলোতে প্রবেশের মতো সহায়ক ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে?
- সাইটের অপরিকল্পিত অবসান হলে কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে সে সম্পর্কে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কি অবহিত করা হয়েছে? তাদের মৌলিক সেবাগুলোতে প্রবেশগম্যতা, পরিবহন এবং বাসস্থানের মতো ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলো কি বিবেচনা করা হয়েছে?

তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি

- The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action: 2019 Edition, 2020. https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
- ALNAP. Participation Handbook for Humanitarian Field Workers, 2009.www.alnap.org/help-library/participation-handbook-for-humanitarian-fieldworkers
- British Red Cross. Community Engagement Hub. https://communityengagementhub.org
- The Cash Learning Partnership (CaLP), Minimum Requirements for Market Analysis in Emergencies,2013.www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2013/07/minimum-requirements-for-market-analysis-in-emergencies.pdf
- Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster. Camp Closure Guidelines, 2014. https://cccmcluster.org/resources/-camp-closureguidelines
- Global CCCM Cluster. CCCMCase Studies Volume 1, 2014. https://cccmcluster.org/resources/cccm-case-studies-vol-1
- Global CCCM Cluster. Urban Displacement & Outside of Camp: Desk Review,2014. https://cccmcluster.org/resources/urban-displacement-out-campsreview-udoc
- Global CCCM Cluster. CCCMCase Studies Volume 2, 2016. https://cccmcluster.org/resources/cccm-case-studies-vol-2
- Global CCCM Cluster. CCCM Case Studies 2016-2019 Chapter 3, 2019. https://cccmcluster.org/resources/cccm-case-studies-2016-2019-chapter-3
- Global CCCM Cluster. Management and Coordination of Collective Settings Through Mobile / Area Based Approach: Working Paper, 2019.

  https://cccmcluster.org/resources/management-and-coordination-collectivesettings-through-mobile-approach-working-paper
- Global Protection Cluster Working Group. Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, 2010. www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/IDP_Handbook_EN.pdf
- Humanitarian Standards Partnership. Humanitarian inclusion standards forolder people and people with disabilities. Key inclusion standards 4, 5 and 6, 2018. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
- OCHA. Guiding Principles on Internal Displacement, 2004. https://reliefweb.int/report/world/guiding-principles-internal-displacement-2004

- IASC. IASC Six Core Principles, https://psea.interagencystandingcommittee.org/IASC. Strategy: Protection from and response to Sexual Exploitation and Abuseand Sexual Harassment,2018.https://interagencystandingcommitee.org/iaschampion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/strategy-protection
- IASC and Global Protection Cluster. Guidelines for Integrating Gender-BasedViolence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk, promotingresilience and aiding recovery,2015.https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violenceinterventions-humanitarian-actionupdate/iasc-six-core-principles
- ICRC, Handbook on Data Protection in Humanitarian Standards, 2020. www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
- IOM, Norwegian Refugee Council (NRC) and UN Refugee Agency UNHCR). Camp Management Toolkit. https://cccmcluster.org/resources/-camp-managementtoolkit
- NRC. Sustainable Settlements: Maximising the social, environmental and economic gains in humanitarian displacement settings, 2017. https://reliefweb.int/report/world/sustainable-settlements-maximisingsocial-environmental-and-economic-gains-humanitarian
- NRC. Community Coordination Toolbox, 2020. https://cct.nrc.no
- NRC. Improving Participation and Protection of Displaced Women and Girls Through Camp Management Approaches, 2020. www.nrc.no/resources/eports/improving-participation-and-protection-of-displaced-women-andgirls-through-camp-management-approaches
- Overseas Development Institute. Protracted Displacement: Uncertain Paths to Self-reliance in Exile, 2015. www.odi.org/publications/9906-protracted-displacement-uncertain-paths-self-reliance-exile
- Oxfam GB. Impact Measurement and Accountability in Emergencies: The Good Enough Guide, 2007. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/impact-measurement-and-accountability-in-emergencies-the-good-enoughguide-115510
- The SEEP Network. Minimum Economic Recovery Standards (3rd edition), 2017.https://seepnetwork.org/Blog-Post/Minimum-Economic-Recovery-StandardsThird-Edition-exist-190
- Sphere Association. The Sphere Handbook (4th edition), 2018. https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
- UNHCR. Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons,2010. www.unhcr.org/uk/protection/idps/4c2355229/handbook-protectininternally-displaced-persons.html
- UNHCR, IOM. Collective Centre Guidelines, 2010. https://reliefweb.int/report/world/collective-centre-guidelines

- UN. Convention of the Rights of Persons with Disabilities, 2006.www.un-.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-ofpersons-with-disabilities.html
- UN Security Council. Conflict Related Sexual Violence: Report of the UN Secretary-General. S/2018/250, 2018. www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/04/report/s-2019-280/Annual-report-2018.pdf
- Women in Displacement. https://womenindisplacement.org

শব্দ সংক্ষেপসমূহ

সিএইচএস	কোর হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড
জিভিবি	জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স
আইএএসসি	ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি
আইওএম	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন
এনজিও	নন-গভর্মেন্ট অর্গানাইজেশন
পিওএলআর	প্রোভাইডার অফ লাস্ট রিসোর্ট
পিএসইএ	প্রিভেন্টিং সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড এবিউজ
এসইএ	সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড এবিউজ
এসএমএ	সাইট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি
ইউএনএইচসিআর	ইউ এন রিফিউজি এজেন্সি
ওয়াশ	ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন (সেক্টর)

সূচক

পরিভাষা	ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের ন্যূনতম মানদণ্ড	ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট টুলকিট
শব্দ সংক্ষেপ	৬০	
জবাবদিহিতা/ দায়বদ্ধতা	vii, ৪, ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ৫৮	১০, ১৪, ১৫, ২০-২২, ২৪-২৭, ৩০, ৩০, ৩৪, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৬০-৬৩, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৯৬, ১০৯, ১১৮, ১২১, ১২৭, ১৩২, ১৩৮, ১৪১, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ২০৩, ২১৩, ২২৬
এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা	৪, ৬, ৭, ৪০	১৮
মূল্যায়ন	২২, ২৪, ৩১, ৩৪, ৪২, ৪৮, ৫২	১৮, ৩৮, ৪২, ৪৭, ৫২, ৫১, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৭৩, ২৩৬, ২৪২, ২৪৭
– ক্যাম্প অবসান		১০৯, ১১৪, ১১৫
– ক্যাম্প স্থাপন		১০১, ১০২, ১০৪, ১০৭
– শিক্ষা		১২১, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৮, ২৭০
– পরিবেশ		৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯২
– খাদ্য নিরাপত্তা		১৮৬, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭
– জিবিভি		১৪৬-১৪৮, ১৫০, ১৫৩
– গোষ্ঠীভিত্তিক পর্যায়		১৪০
– স্বাস্থ্য		২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৫১, ২৫৪, ২৫৫

– জীবিকা		২৭৫-২৭৭, ২৭৯-২৮১
– প্রয়োজনীয়তা		২২, ২৩, ৬৮, ৭৪-৭৬, ৭৯
– অংশগ্রহণ		২৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৭
– কার্যক্রম চক্র		৩৮
– সুরক্ষা	১৪	৪২, ১২৩, ১২৫, ১২৬
– পিডব্লিউএসএন		১৫৬, ১৫৭, ১৬১-১৬৪, ১৬৬
– নিবন্ধন		১৩১-১৩৩, ১৩৯
– ঝুঁকি	১৪	
– সিএমএ'র ভূমিকা		২৩, ২৪
– নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	৩১	৫৭, ১৭১-১৭৩, ১৭৬, ১৮০, ১৮৩
– শেল্টার বহু বিপর্যয়		২২৩, ২২৯, ২৩০
– সাইট পরিকল্পনা		১০৪
– স্বচ্ছতা		৫৭
– ওয়াশ		২০২-২০৪, ২১৫
ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট টুলকিট	v, ৩, ১৫, ১৭,২১, ২৩, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৮	
চেকলিস্ট		
– জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ		৪২, ৫৭
– সমন্বয়		৬৮

– সহায়তা ও সেবার সমন্বয়করণ ও পরিবীক্ষণ		৪২
– তথ্য প্রচার		৪৩
– ক্যাম্প অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ		৪২
– পরিবেশ		৯১
– অন্তর্ভুক্তিতা		
– তথ্য ব্যবস্থাপনা		৮০
– তথ্যের ব্যবস্থাপনা		৪৩
– পিএসইএ		৩৩
– কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান		৪২
– সুরক্ষা ও নিরাপত্তা		১৮৩
– শাসন পরিচালন ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ পদ্ধতি স্থাপন		৪২
– সাইট অবসান		১১৫
– সাইট স্থাপন		১১৫
সম্মেলন কেন্দ্র	৪, ৫, ১৫, ২৮, ৩৩, ৩৬, ৪৫, ৬৩	৯, ১৬-১৮, ৩১, ৩৬, ৬১, ৬৫, ৮৪, ৮৫, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৮, ১১৯, ১২০, ১৪৭-১৪৯, ২২১-২২৭, ২৩০, ২৩১, ২৫৮, ২৬৫, ২৭০

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ	৪, ১২, ১৬, ২১, ২২, ২৩, ৩১, ৩৩, ৪১	১০, ১১, ২২, ৩৬, ৪২, ৪৫-৫৮, ৬৪,১৩১, ১৪৯, ১৭২, ১৭৬, ২১১, ২১৩, ২২৪, ২৫৮, ২৬০, ২৭০
জরুরী পরিকল্পনাসমূহ	১৪, ৩১, ৫৬	২০, ২২, ৩১, ৩৪,৪১, ৪৩, ১৩৪, ১৭১, ১৭২, ১৭৫-১৭৮, ১৮০, ১৮৩, ১৯২, ২২২, ২৩২, ২৪৮, ২৫৫, ২৬০,
সমন্বয়		৯, ১৫, ১৬, ২০-২২, ২৬, ২৭, ৩৮, ৪১-৪৩, ৯৭, ২৪১
– ক্যাম্প কমিটিসমূহ		৫০,৫১, ৫৫, ৫৬
– ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি		১৪, ১৫, ৩০, ৩১, ৩৩, ৬০-৬৮, ৭২-৭৭, ৮০, ৮৫
– ক্যাম্প অবসান		১০৭, ১০৯, ১১১, ১১৫
– ক্লাস্টার সমন্বয়		২৩, ২৪
– ডাইরিয়া সম্পর্কিত রোগ		২৪৯
– শিক্ষা		২৫৮, ২৬০-২৬২, ২৬৭, ২৭০
– বিতরণ কার্ডসমূহ		১৩২
– খাদ্য নিরাপত্তা		১৮৯
– খাদ্য/ নন-ফুড আইটেম		১৮৭, ১৮৮, ১৯৬
– স্বাস্থ্য		২৩৬-২৩৯, ২৪৬, ২৪৮, ২৫০, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫
– আইডিপি ক্যাম্প প্রশাসন		২৩
– আন্তঃক্যাম্প		২৪

– এলজিবিটিআই		১৬৪
– জীবিকা		২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০
– মিটিংসমূহ		৩৩, ৩৮, ৪২
– জাতীয়		
– ওসিএইচএ		৭৮, ১৭২
– সুরক্ষা		১২১-১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৫৬-১৫৯, ১৬৪, ১৬৫
– পিএসইএ		
– বৃষ্টির পানি		৮৮
– শরণার্থী মডেল		২২
– নিবন্ধন		১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৮
– নিরাপত্তা		১৭০-১৭২, ১৭৪, ১৮০
– সেক্টোরাল		
– নিরাপত্তা প্রদানকারীসমূহ		৩৪
– শেল্টার		২২০-২২২, ২২৪, ২২৭, ২২৯, ২৩২
– সাইট		
– সাইট পরিকল্পনা ও জিভিবি		১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫২
– প্রশিক্ষণ		৩২, ৫২
– ইউএন- সিআইএমআইসি		৩৫

– ওয়াশ		৮৭, ৮৮, ২০২-২০৪, ২০৭, ২১৪, ২১৫
কোর হিম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড	৭	
– উপযুক্ততা ও সংশ্লিষ্টতা	৩১,৩৯	
– যোগাযোগ, অংশগ্রহণ, ও ফিডব্যাক,	২২	
– অভিযোগ পদ্ধতিসমূহ	২৬	
– সমন্বয় ও পরিপূরকতা	৩৯	
– যথার্থতা ও সময়োপযোগিতা	১৩	
– স্থানীয় সক্ষমতা ও নেতিবাচক প্রভাব	২৬	
– কর্মী সহায়তা ও ট্রিটমেন্ট	২৬	
টেকসই সমাধান	৪, ৯, ৩৯, ৪১	১৪, ১৯-২৩, ৩১,৪৩, ৪৭, ৫১, ৬৪, ৭৭, ৯৬, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৫, ১২৬, ১৩১, ২২৪, ২৩৭
জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র	৬, ১৩, ২৮	৭, ১৫, ৩২৯, ১৭, ১৮, ২০, ৬৪, ১৪৭, ২২২
মতামত ও অভিযোগ		১৪, ২৬, ২৭, ৪৬, ৪৭
– পিএসইএ	১৩	
শাসন পরিচালন কাঠামোসমূহ	vi, ২১, ২৭, ২৮, ২২, ৩১, ৩২, ৪৩, ৪৭, ৫৪	৩৭, ৪৭, ৪৯, ৬৪, ৭৬

সরকার	v, ৪, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২৭, ৪৫, ৪৭	৯, ১৭, ২২, ২৪, ২৬, ৩৭-৩৯, ৬১, ৯৭, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১৮, ১২০, ১২২, ১৩১, ১৩২, ১৩৭, ১৭১, ১৮০, ২৩৮, ২৪৪, ২৬৩, ২৬৫ ২৬৮, ২৬৯, ২৭৭
– স্থানীয়	১২, ১৬, ২৩,৪৬	৩৬, ৫১, ৬২, ৯৭, ১০৯, ২৪৬
– জাতীয়	৪, ৩১, ৪৬, ৪৭	
হ্যান্ডবুক ফর দ্যা প্রোটেকশন অফ ইন্টারনালি ডিস্‌প্লেইসড পার্সনস	**v**	
স্থানীয় জনগোষ্ঠী	vii, ৪, ৭, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০	১০, ১৪, ১৮, ২৩-২৫, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৩, ৫৫-৫৮, ৬০-৬২, ৬৫, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৮৪-৮৭, ৮৯-৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৫-১০৭, ১১১, ১১৪-১১৫, ১১৯, ১২৬, ১৩৭, ১৪১, ১৪৬, ১৫১, ১৫৮, ১৬০, ১৬৩, ১৬৪, ১৭০, ১৭২-১৭৪, ১৭৭, ১৮১, ১৮৩, ১৮৮, ১৯৭, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২১১, ২১৫, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩২, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৬০, ২৬২-২৬৭, ২৭৪-২৮১
মানবিক সনদ	viii, ৭, ৮	১৬৪, ২০৩
মানবিক নীতি	৭, ১৭	১৪-১৫-, ২৪, ৩২, ৩৫, ৫০, ৬৩, ১৮১
হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস পার্টনারশিপ	v	
অনানুষ্ঠানিক সাইটসমূহ, আরও দেখুন স্ব-স্থাপিত ক্যাম্পসমূহ		
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ	৪, ৭, ১৩, ১৪, ১৬, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৫৪	

ন্যূনতম মানদণ্ডসমূহ	৬, ৭, ৮, ৯, ১০	১৫, ৮৪, ১০১, ১২১, ১৪১, ২৩৭
– শিশু সুরক্ষা		১২১
– শিক্ষা		২৫৮-২৬০, ২৬৬, ২৬৯, ২৭০
– তথ্য বিনিময় ও তথ্য সুরক্ষা	২৮	
– এলজিবিটিআই		১৬৪
– সেক্টোরাল	৩৯, ৪২	
– শেল্টার		২২১, ২২৪
ভ্রাম্যমাণ দল, আরও দেখুন এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা	৬, ১৩, ২৪, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৫৭	১৭, ৩০, ৩৬, ৭৭, ৮৫, ১৩৬, ১৭৫, ২২৩
পরিবীক্ষণ	১৪, ২২, ৩৯, ৪০, ৪১	২২, ২৫, ৩২-৩৪, ৩৯, ৪২, ৪৬-৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬১-৬৪, ৬৬, ৭২, ১০৭, ১১১, ১১৫, ১১৮, ১২১-১২৩, ১৩০-১৩২, ১৩৪, ১৩৯-১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫৩, ১৫৯, ১৭৮, ১৮০, ১৮৩, ১৮৬-১৮৯, ১৯৪, ১৯৭, ২০২-২০৪, ২০৯, ২১৩-২১৫, ২২০, ২২১, ২২৭, ২২৯, ২৩২, ২৩৭, ২৪৭, ২৫৮-২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৯, ২৭০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১
– সহায়তা ও সেবা ব্যবস্থা	৪০, ৪২	২৪, ৩০, ১১৮, ১৫৬, ১৫৭, ১৬২
– জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ	৩৩	২৭, ৪৮, ১৩৪
– অভিযোগ এবং ফিডব্যাক	২৫	

– তথ্য	১৮	২২, ৭৪, ৭৭, ৮০, ১৬১, ১৬৬, ২২১
– পরিবেশগত প্রভাব	৪৯	৮৪-৮৭, ৯০, ৯১, ২৭৭
– শাসন পরিচালন	২৭, ২২	২৬, ৩০
– জনসংখ্যার ঘনত্ব	৩২	১৪০
– সুরক্ষা ও নিরাপত্তা	৩২	১২৫-১২৭
– দ্বিতীয় দফার বাস্তুচ্যুতি	৪৫	
– সাইট কার্যপরিকল্পনা	১৫, ২২	
– সাইটের অবসান	৪৭	
শেষ অবলম্বনের উপায়	৪	৯, ১৪, ৪১, ৭৭, ৯৬, ১১৯
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি	২৩, ২৫, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৯	২৩, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৭, ৬১, ৬৪, ৬৮, ৭৫, ৮০, ১০৪, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৫, ১২৩, ১৩০, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৫৫-১৬৭, ১৭২, ১৭৩, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ১৯৩, ১৯৫-১৯৮, ২০৫, ২১৪, ২১৫, ২২৪, ২২৬, ২৩২, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৩-২৫৫, ২৭০, ২৭৫-২৭৭, ২৮০, ২৮১
পরিকল্পিত ক্যাম্পসমূহ	৫	
পরিকল্পনা, সাইট পরিকল্পনা	৩৩	৮৮, ৯৬-৯৮, ১০৩-১০৬, ১১৫, ১৪৯, ১৯৬, ২০৩, ২১০, ২১৫, ২২১, ২২৩, ২৩০, ২৩১
সুরক্ষা নীতি	৭, ৮, ১২, ১৭	
পিএসইএ (যৌন শোষণ ও নিপীড়ন হতে সুরক্ষা)	১৩, ১৬, ১৭, ২৫	৩৩, ৪২, ১৫২, ১৯৩

রিসেপশন ও ট্রানজিট সেন্টার	৬	৯,১৭, ১৮,১৩৯, ২৪০
স্থানান্তর	৩১, ৩২, ৪৭, ৪৮	২৩, ৯১, ৯৭, ৯৮, ১০২, ১০৯, ১১৯, ১৫৯, ১৭৭, ১৭৮,
নিরাপত্তা নিরীক্ষা	৩২	১৪৪, ১৪৮
সুরক্ষা পরিকল্পনা	৩১	
স্ব-স্থাপিত ক্যাম্পসমূহ	৪,৬, ২৩, ৩৭, ৩৫,৪১	১৮, ৯৬-৯৮, ১১৫, ২২১, ২৪৩
সেবা প্রদানকারীসমূহ	৪, ১২, ১৪, ১৬, ২৭, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯	১৪, ২২, ২৪-২৭, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৭ ,৪৯, ৫০-৫৩, ৫৫-৫৮, ৬০-৬২, ৬৪-৬৬, ৭২, ৭৪, ৭৭-৮০, ৮৫, ৯০, ১০৯, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২২, ১২৭, ১৩২, ১৩৩, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৮০, ১৮৬, ১৮৭-১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০৪, ২০৭, ২০৮, ২২১, ২৪৯, ২৭৭
– শিক্ষা		২৫৮-২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০
– অর্থ সম্পর্কিত		১৮৬, ১৮৭, ১৮৯
– স্বাস্থ্য		১৬৩, ২০৯, ২৩৬-২৩৮, ২৪৪, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৬২
– ওয়াশ		৮৭, ২০২-২১১, ২১৪, ২১৫
সাইট অবসান	৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯	১০, ১৪, ১৯-২২, ২৭, ৩১, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৮৪, ৯৬, ৯৭ , ১০৭, ১১১, ১১৩-১১৫, ১১৯, ১৫৬, ১৫৭, ২০৩, ২২২, ২২৪, ২৩৭, ২৬০

– শিক্ষা		২৬৩
– স্বাস্থ্য		২৫৪
সাইট ডেভেলপমেন্ট কমিটি	৩২, ৩৪	১০১, ১০৩, ১০৭, ১১৫
সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মপরিকল্পনা	১৩, ১৪, ১৫	
সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম	১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ৩৩, ৩৮, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭	
দ্যা স্ফিয়ার হ্যান্ডবুক	৫, ৭, ৮, ১৭, ২৭, ৩৫, ৩৬, ৪৩, ৫০	১৯৫
ইউএনএইচসিআর হ্যান্ডবুক ফর ইমার্জেন্সিস		৯, ৮৫, ২০৩, ২২৪